নজরুল-কাব্যে শব্দের নামধাতু-রূপে ব্যবহার

আমেনা খাতুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল.-ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর : ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬০০০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল:bangla@du.bangla.net

Department of Bangla
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 9661900-73/6000
Fax : 880-2-8615583
E-mail :bangla@du.bangla.net

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে আমেনা খাতুন কর্তৃক উপস্থাপিত "নজরুল-কাব্যে শব্দের নামধাতু-রূপে ব্যবহার"-শীর্ষক এম.ফিল.-অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া)
গবেষণাতত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা -১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক্‌কথন

"নজরুলকাব্যে শব্দের নামধাতু-রূপে ব্যবহার"-শীর্ষক এম.ফিল.-অভিসন্দর্ভটি আমার বিগত দুই বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামশীল বর্ণাঢ্য জীবন, তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে অনেক গবেষণাকর্ম হয়েছে। এরূপ বাস্তবতায় আমার গবেষণাকর্মটি নজরুলের শব্দপ্রয়োগের এক বিশেষ দিক্ উন্মোচন করেছে। আমার এ -গবেষণাকর্মটি যেমন অভিনব তেমনি নজরুলপ্রতিভার আর একটি নবতর দিক্ উদ্‌ঘাটন করেছে। আমার এ -গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও,সীমিত পরিসরে তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও গবেষণাতত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার সার্বিক সহযোগিতার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। বস্তুত তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা আমার গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণা ও যথাযথ দিঙ্‌নির্দেশনার ফলে এ-গবেষণাকর্মটি তুলনামূলকভাবে, স্বল্পসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। অনিবার্য কারণবশত অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যে আমাকে এ -অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুতপূর্বক জমা দিতে হয়েছে। ফলে, সঙ্গতকারণেই,এর কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধেয় ভাবী বেগম লায়লা জাহানের (অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার পত্নী) নামও এসে যায়। তিনি আমাকে এ কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া আমার মা আনোয়ারা বেগম ও বাবা হানিফ উল্লাহ্‌র প্রত্যাশাও আমাকে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমার স্বামী মো. সোলায়মানের সহযোগিতা ও চিন্তা-চেতনা আমার গবেষণাকাজে সদর্থক প্রভাব ফেলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. গিয়াস শামীম আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন।

সর্বোপরি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আরও যাঁরা একাজে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাদের সকলের কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমেনা খাতুন

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

- প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ১-৪
- দ্বিতীয় অধ্যায় : ক) নজরুলকাব্যে নামধাতু-রূপে ব্যবহৃত শব্দসমূহ ৫-৭১

  (খ) বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ছয়জন বিশিষ্ট কবির কাব্যে শব্দের নামধাতু-রূপে ব্যবহার ৭২-১৩০
- তৃতীয় অধ্যায় : উপসংহার ১৩১-১৩৯
- চতুর্থ অধ্যায় : পরিশিষ্ট

  পরিশিষ্ট-১ : তথ্যপঞ্জি ১৪১

  পরিশিষ্ট-২ : নজরুলকাব্যে নামধাতু-রূপে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বর্ণনানুক্রমিক তালিকা ১৪২-১৪৭

  পরিশিষ্ট-৩ : সহায়ক রচনাপঞ্জি ১৪৮-১৫২
- নির্ঘণ্ট : ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় :

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম: ১৮৯৯ খ্রি. , মৃত্যু: ১৯৭৬ খ্রি.) বাংলাসাহিত্যের একজন বড় কবি। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে বাংলাসাহিত্যজগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর সাতাত্তর বছরের জীবনে মাত্র তেইশবছরকাল তিনি সাহিত্যচর্চা করতে পেরেছিলেন (১৯১৯ খ্রি. - ১৯৪২ খ্রি.)। আর এ-সময়ের মধ্যেই তিনি রচনা করে গেছেন অনেক কবিতা ও গান। নজরুল তাঁর সাহিত্যিক ও শিল্পিজীবনের প্রথম দশ বছর প্রধানত কবিতা এবং পরবর্তী তের বছর মুখ্যত গান রচনা করেন। অবশ্য প্রথম দশ বছরেও তিনি অনেক উৎকৃষ্ট গান এবং শেষ তের বছরেও বেশ কিছু রসোত্তীর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। তবু একথা সাধারণভাবে বলা চলে যে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে কবিতা এবং দ্বিতীয় পর্বে গান প্রাধান্যলাভ করেছিল। এই বিচারে নজরুলের সৃষ্টিশীল জীবনের প্রথম পর্বকে প্রধানত সাহিত্যিক জীবন এবং দ্বিতীয় পর্বকে মূলত শিল্পিজীবনরূপে আখ্যাত করা যায়।[১]

নজরুল আনন্দ, বেদনা, প্রেম ও বিদ্রোহমূলক কবিতা রচনার পাশাপাশি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কবিতাও রচনা করেছেন। ইসলামি কবিতাসমূহে তিনি যেমন জাগরণী গান গেয়েছেন, তেমনি বিদ্রোহ করেছেন কুসংস্কার ও প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে। একজন মহৎ শিল্পীর ন্যায় তিনি দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, সমাজ, সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে অবস্থান নিয়ে মানবতার জয়গান গেয়েছেন এবং মানুষের কল্যাণে লেখনী চালনা করেছেন। তিনি যেমন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি কামনা করেছেন, তেমনি নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। নজরুল তাঁর কবিতাকে করেছেন পার্থিব ও ঐহিক। নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের পরে আমরা বুঝেছি যে বাংলা ভাষাও জোরালো, সংগ্রামশীল ও অসীম শক্তিশালিনী।[২] সাময়িক ও তাৎক্ষণিক বিষয় নিয়ে কবিতা লিখলেও, নজরুল 'সাময়িক কবি' নন। নিজেকে 'বর্তমানের কবি' বলে ঘোষণা করলেও, নজরুল কালোত্তীর্ণ কবি। নজরুলের কবিতা বিশেষভাবে কাল-সংযুক্ত হয়েও কালোৎক্রান্ত।[৩] এ যাবৎ প্রায় তিন হাজার নজরুল-গীতি সংগৃহীত হয়েছে।[৪] এগুলোর মধ্যে আছে : কাব্যগীতি, রাগপ্রধান গান, ইসলামি গান, গজল, ভক্তিগীতি, লোকগীতি, দেশাত্মবোধক গান, হাসির গান, হিন্দীগান, গীতিনাট্য। লক্ষণীয় : কেবল হাম্‌দ, নাত, মর্সিয়া ও গজল-ই নয়, নজরুল কীর্তন ও শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করেছেন।[৫]

নজরুল পুরাণ-প্রয়োগ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন। পুরাণকে পৌরাণিকতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে সার্বজনীন ভাবের বাহন করেছেন কবি। তাই নজরুলকাব্যে প্রযুক্ত পুরাণ কেবলি পুরাণ হয়ে না থেকে, আধুনিক কালের একটা প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালির পুরাণকে তাঁর মতো দক্ষতা সহকারে আর কোনও কবি ব্যবহার করতে পারেননি।[৬] নজরুলপ্রতিভা ছিল বস্তুত বহুমুখী ও অসাধারণ। নানা বিচিত্র ও অভিনব বিষয়ে তিনি রচনা করেছেন সুপ্রচুর সফল কবিতা। তাঁর ভাষায় একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে 'শব্দের নামধাতু-রূপে ব্যবহার'-এর মাধ্যমে। নিম্নে আমরা নামধাতু-রূপে প্রযুক্ত তাঁর কাব্যের সংশ্লিষ্ট শব্দাবলীর সামগ্রিক পরিচয়, বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আহৃত তথ্যাদির নানা দিক্ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

নামধাতু :

নামধাতু সাধিত ধাতুর একটি শ্রেণী। নাম বা বিশেষ্য যদি ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে বলে নামধাতু। যেমন: 'ঘুম' একটি বিশেষ্যশব্দ। এর থেকে নামধাতু হল 'ঘুমা' (ঘুম +আ = ঘুমা)। এখানে 'ঘুম' - ধাতুর সঙ্গে 'আ'- প্রত্যয় যোগে 'ঘুমা'- নামধাতুটি গঠিত হয়েছে। এই 'ঘুমা'-নামধাতুউদ্ভূত ক্রিয়ারূপসমূহ হল : 'ঘুমায়', 'ঘুমাইতেছিল', 'ঘুমাবেন', ইত্যাদি।

এমন কিছু কৃৎপ্রত্যয় আছে, যেগুলো একটি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় আর-একটি ধাতু তৈরি করে। আবার কিছু শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয় আছে যেগুলো শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নামধাতু তৈরি করে। এরূপ প্রত্যয়কে বলা হয় 'ধাত্ববয়ব প্রত্যয়' বা 'ধাত্বর্থক প্রত্যয়'।

সংস্কৃত প্রত্যয় সন্ , ণিচ্ 'ধাত্ববয়ব প্রত্যয়'।

যেমন : √জ্ঞা + স (সন্) = জিজ্ঞাস

√ছদ্ + ই = ছদি

বাংলা 'আ' (স্বরান্ত ধাতুর ক্ষেত্রে 'ওয়া') প্রত্যয় ধাত্ববয়ব। আ (ওয়া)- যোগে প্রযোজক ধাতু হয় : √কর্ +আ= করা। এর থেকে ক্রিয়ারূপগুলো পাই : করাই, করালেন, করাতেন।

আবার অনেক শব্দের সঙ্গে 'আ' যোগ করে নামধাতু হয়।

যেমন : ১. ঘুম + আ = ঘুমা । এর ক্রিয়ারূপগুলো হচ্ছে : ঘুমাই, ঘুমাতেন, ঘুমাল, প্রভৃতি ।

২. ঘাম + আ = ঘামা । এর ক্রিয়ারূপগুলো হচ্ছে : ঘামায়, ঘামাল, ঘামিয়েছে, প্রভৃতি ।

৩. বাহির + আ= বাহিরা। এর ক্রিয়ারূপগুলো হচ্ছে : বাহিরায়, বাহিরিল, প্রভৃতি।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রত্যয় যোগেও নামধাতু তৈরি হয়, তা নিম্নে দেখানো হল:-

১. সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণে 'আ'- প্রত্যয় যোগ করে

যেমন : লাঠি - লাঠা

দুখ - দুখা

আগু - আগুয়া

রঙ্গ - রঙ্গা

২. 'ক'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হতে

যেমন : থমক - থমকা

থক - থকা

থাক - থাকা

ধমক - ধমকা

হড়ক - হড়কা

৩. 'ড়' বা 'ট' প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হতে

যেমন : দাবড়া, আঁকড়া, কচটা, চুমড়া প্রভৃতি।

৪. 'ল' বা 'র' প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হতে

যেমন : আগলা, চুমরা, ছোবলা, ডুকরা প্রভৃতি।

৫. 'ম' বা 'চ' প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হতে

যেমন : চকসা, ঝলসা, ভামসা, ভাঙ্গচা প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

(ক) নজরুলকাব্যে নামধাতু-রূপে ব্যবহৃত শব্দসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

। ক । নজরুলকাব্যের নামধাতু-রূপে ব্যবহৃত শব্দসমূহ :

নিম্নে নজরুলের কাব্যসমূহে প্রাপ্ত 'নামধাতু-রূপে ব্যবহৃত শব্দাবলি', শ্রেণিবিন্যস্ত করে, উপস্থাপন করা হল :

১.১ অর্জিতে (= অর্জন করতে) : স্বর্গ যদি অর্জিতে হয় এতই পরিশ্রম করে,
পৃ. ১২৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম)

১.২ অর্জিলে (= অর্জন করলে) : তপোবলে তুমি অর্জিলে তেজ বিশ্বামিত্র-সম,
পৃ. ২১৮, ন. র ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

১.৩ অনুরণনে (= অনুরণিত হয়ে) : আমার গানে তারি চরণের অনুরণনে
ছন্দ জাগে রসে গন্ধে রূপে বরনে,
পৃ. ৪৫১, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

১.৪ অর্পিবে (= অর্পণ করবে) : পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদলে
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি নারায়ণ পদতলে,
পৃ. ২১৬, ন. র. ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

১.৫ অবহেলি (= অবহেলা ক'রে) : ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে
অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন,
পৃ. ৩৫, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

১.৬ আগুলিয়া (= আগলে রাখা) : চণ্ডাল বেশে ভারত শ্মশানে ছিলে একা আগুলিয়া,
পৃ. ২১৮, ন. র. ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

১.৭ আগুলিয়া (= আগলে রাখে) : ভাঙো সে দেয়াল, প্রদীপের আলো
যাহা আগুলিয়া রয়,
পৃ. ৫৩৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১.৮ আবরিয়া (= আবৃত ক'রে) : লুকায় যখন মোর দেবতায় আবরিয়া রাখে কুসুম-পাতায়,
পৃ. ৬১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১.৯ আলিঙ্গিয়া (=আলিঙ্গন ক'রে) : না মরিয়া বীরের মতো মৃত্যু আলিঙ্গিয়া,
পৃ. ৩৪৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

২.০ আস্ফালিয়া (= আস্ফালন ক'রে) : সাহিত্য আসরে এনু গুল্ফ আস্ফালিয়া,
পৃ. ৩৯১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২.১ উগারি (= উদ্‌গিরণ ক'রে) : উগারি সে খুন তোমাকে দজলা নাচে
ভৈরব মাস্তানীর ত্রস্তা-নীর,
পৃ. ৩৪, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২.২ উগারি (= উদ্‌গিরণ ক'রে) : উগারি গাগরি ঝারি দে লো দে করুনা ডারি,
পৃ. ৪১৫, ন. র. ১ম খণ্ড (বুলবুল)

২.৩ উচ্চারিছে (= উচ্চারণ করছে) : উচ্চারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন গুণী,
পৃ. ১৩০, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

২.৪ উচ্চারি (= উচ্চারণ করি) : ক্ষীণ শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ-বাসরে কি মন্ত্র উচ্চারি,
পৃ. ৫৬৩, ন. র. ১ম খণ্ড (সন্ধ্যা)

২.৫ উচ্চারিয়া (= উচ্চারণ ক'রে) : নির্বাপিত-প্রায় এই যজ্ঞ-হোমানলে
উচ্চারিয়া বেদ-মন্ত্র দানিবে আহুতি,
পৃ. ৩৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

২.৬ উচ্চারিব (= উচ্চারণ করব) : সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃ নামের বেদ,
পৃ. ১৮৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙা জবা)

২.৭ উচ্চারি (= উচ্চারণ ক'রে) : ডাকিছে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপি বাহু উচ্চারি পূজা মন্ত্র,
পৃ. ৫৪৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২.৮ উচ্ছ্বসি (= উচ্ছ্বসিত হয়ে) : বোঝো নিজ ভুল,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠো, ভেঙে চল কূল,
পৃ. ৩৪৬, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

২.৯ উচ্ছ্বসি (= উচ্ছ্বসিত হয়ে) : নব আলোকের আভাসে ধরণী উঠিলো গো উচ্ছ্বসি,
পৃ. ৫১, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩.০ উচ্ছ্বসি (= উচ্ছ্বসিত হয়ে) : যোগ দিল সেই মুনাজাতে সবে আনন্দে উচ্ছ্বসি,
পৃ. ৫৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩.১ উছ্‌লে (=উছলিত হয়ে) : বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছ্‌লে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
পৃ. ৪৮, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৩.২ উছলি (= উচ্ছলিত হয়ে) : উছলি উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ,
পৃ. ৩৫৯, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৩.৩ উছলি (= উচ্ছলিত হয়ে) : উছলি উছলি ওঠে নীর ক্ষণে ক্ষণে,
পৃ. ৫৯৮, ন. র. ১ম খণ্ড (চোখের চাতক)

৩.৪ উছলিয়া (= উচ্ছলিত হয়ে) : জ্যোৎস্না আশিষ ঝরে উছলিয়া শশী-থাম,
পৃ. ৪১৬, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৩.৫ উছলিয়া (= উচ্ছলিত হয়ে) : প্রেমের দরিয়া ওঠে উছলিয়া,
পৃ. ৪২৯, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৩.৬ উছলি (= উচ্ছলিত হয়ে) : অঙ্গে-অপাঙ্গে অনঙ্গ রঙ্গিমা, ইঙ্গিতে উঠিছে উছলি,
পৃ. ৪৯৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩.৭ উছলি (= উচ্ছলিত হয়ে) : উছলি ওঠে যৌবন আকুল তরঙ্গে,
পৃ. ৬৩৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩.৮ উছলি (= উচ্ছলিত হয়ে) : তাহারি আগমনী অন্তরে শুনি
উছলি উঠিবে মৌ সুরধুনী
বাজিবে মধু মূর্ছনা,
পৃ. ৬৮৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩.৯ উছলিয়া (= উচ্ছলিত হয়ে) : চম্পার পেয়ালায় রস উছলিয়া যায়,
পৃ. ৬৯৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪.০ উছসি (= উচ্ছ্বসিত হয়ে) : নোটন-কপোতী কণ্ঠে এখন কুজন উঠিছে উছসি,
পৃ. ৩৬৫, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্দু-হিন্দোল)

৪.১ উছসি (= উচ্ছ্বসিত হয়ে) : শুকতারা নিবু-নিবু ঐ মলয়া ওঠে উছসি,
পৃ. ২৪৮, ন. র. ২য় খণ্ড (বন-গীতি)

৪.২ উৎক্ষেপি (= উৎক্ষেপণ ক'রে) : প্রত্যুষে করে ধূলি উৎক্ষেপি আক্রমণ,

পৃ. ৩৪৫, ন. র. ২য় খণ্ড (কাব্য আমপারা)

৪.৩ উৎক্ষেপি(= উৎক্ষেপণ ক'রে) : ডাকিছে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপি বাহু উচ্চারি পূজা-মন্ত্র,

পৃ. ৫৪৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪.৪ উতলি (= উতল হয়ে) : আজিও প্রেম যমুনার ঢেউ ওঠে উতলি,

পৃ. ২৬৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল: ২য় খণ্ড)

৪.৫ উতারি [=উতার ক'রে (উত্তোলন ক'রে) অর্থাৎ নামিয়ে, সরিয়ে বা খুলে] :

উতারি সহসা মুখের নেকাবে

হেরিলে, ঈদের চাঁদের রেকাবে

ঊর্ধ্ব হইতে আনন্দ-ঘন অমৃত পড়ে গলি,

পৃ. ৫৬১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪.৬ উত্তরিও (= উত্তর দিও) : উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া,

পৃ. ৩৪৯, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৪.৭ উথলিল (=উচ্ছ্বসিত হল) : উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে

এ কী জন্ম উগ্র ব্যথা-সুখ,

পৃ. ৬৯, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪.৮ উথলি (=উচ্ছ্বসিত হয়ে) : উথলি ওঠে ঢেউ কুটিরে নাহি কেউ,

পৃ. ২০৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (দেবীস্তুতি)

৪.৯ উথলি (=উচ্ছ্বসিত হয়ে) : ভকতি উথলি চিত করিত অধীর

মিহির-কিরনে ওগো শুষিল শিশির,

পৃ. ৩৮৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫.০ উথলে (=উচ্ছলিত হয়ে) : মায়ের পরানে তোর স্নেহের সাগর তরঙ্গ উথলে,

পৃ. ২৮৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (জুলফিকার: ২য় খণ্ড)

৫.১ উথলে (=উচ্ছলিত হয়ে) : তাই বুঝি এত মধু সুরভি উথলে

মধুমালতী বলে, জানি না,

পৃ. ৬০৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫.২ উথলে (=উচ্ছলিত হয়ে) : যে - অমৃত-ধারা উথলে হৃদয় মাঝে,
রুধিয়া তাহারে রেখোনা হৃদয়ে লাজে,
পৃ. ৬২৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫.৩ উথলিছে (= উচ্ছলিত হচ্ছে) : এসো এসো মাধব,
উথলিছে প্রেম আঁখি বারি,
পৃ. ৭৫২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫.৪ উথলি (= উচ্ছলিত হয়ে) : আনন্দ আজ উথলি উথলি উঠিছে ভবনে ভবনে,
পৃ. ৯০৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫.৫ উদ্‌গারে (= উদগিরণ করে) : চরণ-আঘাতে উদ্‌গারে যেন আহত বিশ্ব রুক্ত-বান,
পৃ. ১১, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৫.৬ উদ্‌গারে (= উদগিরণ ক'রে) : কাঁপিছে ধরনী, উদ্‌গারে গিরি অগ্নি-ধূম,
পৃ. ১৪৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

৫.৭ উদ্‌গারিছে (= উদগিরণ করছে) : সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদ্‌গারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হল ভূমি,
পৃ. ৩১৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ফনি-মনসা)

৫.৮ উদাসে (= উদাস করে) : মাটির মায়ের কোলের মায়া ওগো আমার প্রাণ উদাসে।।
পৃ. ১৭২, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

৫.৯ উদাসে(= উদাস করে) : দোলন-চাঁপার ঝুলন শাখে,
মদালস বায়ে মন উদাসে,
পৃ. ৩১১, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৬.০ উদ্ধারিবে (= উদ্ধার করবে) : কোথায় দুর্বাদল-শ্যাম
ধরনী-কন্যা শস্য-সীতারে
উদ্ধারিবে যে নবীন রাম,
পৃ. ৫৫, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৬.১ উদ্ধারিলে (= উদ্ধার করলে) : মানুষে উদ্ধারিলে মানুষের আঘাত সয়ে,
পৃ. ৩৩০, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৬.২ উদ্ভাসি (= উদ্ভাসিত হয়ে) : নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা উঠুক সরোষে উদ্ভাসি,

পৃ. ১১, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৬.৩ উদ্ভাসিয়া (= উদ্ভাসিত হয়ে) : জড়তার ধূমপুঞ্জ 'বিদারণ করি'

উদ্ভাসিয়া তমসার তিমির-শর্বরী?

পৃ. ৩৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৬.৪ উদিলে (= উদিত হলে) : উদিলে দশম মহাজ্যোতিস্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার,

পৃ. ১৪৫, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

৬.৫ উদিবে (= উদিত হবে) : উদিবে সে আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার,

পৃ. ২৮৮, ন. র. ১ম খণ্ড (সর্বহারা)

৬.৬ উদিয়াছে (= উদিত হয়েছে) : কালীয়-দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে,

পৃ. ৩১২, ন. র. ১ম খণ্ড (ফনি-মনসা)

৬.৭ উদিয়াছ (= উদিত হয়েছ) : বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনু সমা,

হাওয়া পরী

প্রিয় মনোরমা,

পৃ. ৩৫২, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৬.৮ উদিছে (= উদিত হচ্ছে) : প্রদোষে ডুবিয়া প্রভাতে উদিছে নিত্য একই রবি,

পৃ. ৩৬৪, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৬.৯ উদিল (= উদিত হল) : উদিল নীরদ যবে দূর বন-কিনারে,

পৃ. ৪০৮, ন. র. ১ম খণ্ড (বুলবুল)

৭.০ উদিলে (= উদিত হলে) : উদিলে চন্দ্র লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে,

পৃ. ৪১৮, ন. র. ১ম খণ্ড (বুলবুল)

৭.১ উদিবে (= উদিত হবে) : শবের শ্মশানে হয়ত উদিবে সেদিন শুভ্র গৌরী, হর,

পৃ. ৭৬, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৭.২ উদিল (= উদিত হল) : বহিল খুশির তুফান, উদিল পুণ্যের রবি,

পৃ. ৩৩০, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৭.৩ উদিল (= উদিত হল) : উদিল আরবে নূতন সূর্য-মানব মুকুট মনি,

পৃ. ৪৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৭.৪ উদিল (= উদিত হল) : কেবা এ পুরুষ, কেন এ উদিল আমার ললাট-তীরে,

পৃ. ৪৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৭.৫ উদিল (= উদিত হল) : উদিল চিত্তে রাঙ্গা রামধনু, টুটিল শোক-বাদল,

পৃ. ৫৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৭.৬ উদিল (= উদিত হল) : এই ত প্রথম উদিল সূর্য শুভ লগনে,

পৃ. ৮৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৭.৭ উদিল (= উদিত হল) : অস্ত-চাঁদের বাসনা ভোলাতে অরুন অনুরাগে উদিল রবি,

পৃ. ২৫১, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল: ২য় খণ্ড)

৭.৮ উদিবে (= উদিত হবে) : অস্ত-তোরণে উদিবে তোমার পুষ্প রথ ?

পৃ. ৯৩০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৭.৯ উদ্বেলিয়া (= উচ্ছলিত হয়ে) : কোন্ বেদনায় উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায় ?

পৃ. ৩৪১, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৮.০ উপাড়ি [= উপাড়া অর্থাৎ উৎপাটন করা (উৎপাটন ক'রে)] :

আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দ।

পৃ. ১০, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৮.১ উপাড়ি (= উৎপাটন ক'রে) : যত সব বন্দী-শালায়

আগুন জ্বালা,

আগুন জ্বালা, ফেল, উপাড়ি,

পৃ. ১৪০, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

৮.২ উপাড়িতে (= উৎপাটন করতে) : অসুর-নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে

আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন, রাম,

পৃ. ২২০, ন. র. ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

৮.৩ উপাড়ি (= উৎপাটন ক'রে) : আজি জীবন উপাড়ি দিলে অঞ্জলি তুমি,

পৃ. ২২০, ন. র. ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

৮.৪ উপাড়ি (= উৎপাটন ক'রে) : কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
পৃ. ২৪২, ন. র. ১ম খণ্ড (সাম্যবাদী)

৮.৫ উপাড়ি (= উৎপাটন ক'রে) : নে ভাই চক্ষে বসন চাপিয়া অথবা উপাড়ি দে,
পৃ. ৩৯০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৮.৬ উলসিয়া (= উল্লসিত হয়ে) : উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যাগ্র উগ্র ব্যথা-সুখ,
পৃ. ৬৯, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৮.৭ উলসিয়া (= উল্লসিত হয়ে) : উচ্ছ্বাসে তোমার জল উলসিয়া উঠে,
পৃ. ৩৪৫, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৮.৮ উলসিয়া (= উল্লসিত হয়ে) : নুপুর শুনি বন-তুলসীর মঞ্জুরি উলসিয়া ওঠে,
পৃ. ২০৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (দেবীস্তুতি)

৮.৯ উল্লম্ফিয়া (= লম্ফ দিয়ে) : উল্লম্ফিয়া উঠিলাম আকাশের পানে তুলি বাহু
আমি নব রাহু,
পৃ. ১২৯, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৯.০ কুহরিল (= কুহুধ্বনি করে) : কুহু কুহু ... কোয়েলিয়া
কুহরিল মহুয়া বনে,
পৃ. ২৩৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল: ২য় খণ্ড)

৯.১ কুহরি (= কুহুধ্বনি ক'রে) : দুঁহু যামিনীর তিমির টুটে মুহু মুহু কুহু কুহরি উঠে,
পৃ. ৬১২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৯.২ কুহরিছে (= কুহুধ্বনি করছে) : চম্পা কুঞ্জে আজো গুঞ্জে ভ্রমরা,
কুহরিছে পাপিয়া,
পৃ. ৮৩০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৯.৩ ক্ষমিও (= ক্ষমা করে দিও) : ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ,
পৃ. ৪৪৯, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

৯.৪ গুনগুনিয়ে (= গুঞ্জন ক'রে) : এল ফুলের মহলে ভোমরা গুনগুনিয়ে,
পৃ. ৩৯৮, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৯.৫ গর্জেছে (= গর্জন করছে) : বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার ?

পৃ. ৩৫, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৯.৬ গর্জিয়া (= গর্জ্জন ক'রে) : গর্জিয়া উঠিলে ঘোর আর্ত হুহুঙ্কারে,

পৃ. ৩৪৩, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৯.৭ গরজিয়া (= গর্জ্জন ক'রে) : উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর,

তুমি গরজিয়া,

পৃ. ৩৪৯, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৯.৮ গর্জিয়া (= গর্জ্জন ক'রে) : অভিশাপ-আসা গর্জিয়া আসে

গ্রাসিবে যন্ত্রী যাদু-জুলুম,

পৃ. ৪৪৪, ন. র. ১ম খণ্ড (জিঞ্জীর)

৯.৯ গরজায় (= গর্জ্জন ক'রে) : বিদ্যুৎ হানে যদি গরজায় বাজ,

পৃ. ১১৬, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

১০.০ গর্জি (= গর্জ্জন ক'রে) : রে গজমূর্খ! বলি প্রভুপাদ পশুরাজ ওঠে গর্জি,

পৃ. ১৩৪, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

১০.১ গরজে (= গর্জ্জন ক'রে) : গরজে কামান, তোপ, গোলাগুলী ছুটিছে দিগ্বিদিকে,

পৃ. ২৯৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

১০.২ গরজিছে (= গর্জ্জন করছে) : গরজিছে রহি রহি অশনি সঘন,

পৃ. ৪২৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১০.৩ গরজে (= গর্জ্জন করে) : বাদরা গরজে দামিনী দমকে,

পৃ. ৪৪৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১০.৪ গরজি (= গর্জ্জন ক'রে) : গরজি উঠুক, হে স্বদেশ তব মন্ত্রী নবীনতম,

পৃ. ৫৩৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১০.৫ গমকি [= গমক অর্থাৎ সংগীতের স্বর বা কম্পন (কম্পিত হচ্ছে)] :

দামা- দ্রিমি-দ্রিমি গমকি' গমকি',

পৃ. ১২, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

১০.৬ গুমরি (= গুমরাইয়া অর্থাৎ চাপা শোকে বা ক্রোধে কাতর হয়ে) :

সে হাসি গুমরি লুটায়ে পড়ে রে তুফান ঝঞ্ঝা সাইক্লোনে টুটি,

পৃ. ১৭, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

১০.৭ গুমরিয়া (= শোকে কাতর হয়ে) : প্রাণ আরো কেঁদে ওঠে তাতে

গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে,

পৃ. ৬৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

১০.৮ গুমরিয়া (= শোকে কাতর হয়ে) : কাৎরায় শুধু ! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা পিষানো বাজ,

পৃ. ৯৬, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১০.৯ গুমরিয়া (= শোকে কাতর হয়ে) : গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মসজিদে মসজিদে,

পৃ. ৯৭, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১১.০ গুমরি (= শোকে কাতর হয়ে) : ফরিয়াদ করি, গুমরি উঠিল মহা হাহাকার,

পৃ. ১২৬, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১১.১ গুমরি (= শোকে কাতর হয়ে) : গুমরি কাঁদিয়া ওঠে প্রণতা বনানী,

পৃ. ১৩১, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১১.২ গুমরিয়া (= শোকে কাতর হয়ে) : রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়

পৃ. ১৪৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

১১.৩ গুমরে (= শোকে কাতর হয়ে) : বইছে আবার চৈতী হাওয়া গুমরে ওঠে মন,

পৃ. ১৬৪, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

১১.৪ গুমরি (=শোকে কাতর হয়ে) : কোন ক্রন্দন হিয়া-মাঝে

ওঠে গুমরি ব্যর্থতাতে,

পৃ. ১৮৫, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

১১.৫ গুমরে (= শোকে কাতর হয়ে) : সজনি! মন আজি গুমরে মনে মনে,

পৃ. ১৯৫, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

১১.৬ গুমরি (= শোকে কাতর হয়ে) : এ কোন্ সর্বনাশী

বিষাণ কবির গুমরি উঠিল,

পৃ. ৩২৮, ন. র. ১ম খণ্ড (ফনি মনসা)

১১.৭ গুমরি (= শোকে কাতর হয়ে) : গুমরি গুমরি কাঁদে উচাটন বসন্ত পবন
মনে মনে বনে বনে পল্লব মর্মরে,
পৃ. ৫২৩, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

১১.৮ গুমরি (= শোকে কাতর হয়ে) : বেদনা বুকে গুমরি মরে,
পৃ. ৫৯৬, ন. র. ১ম খণ্ড (চোখের চাতক)

১১.৯ গুমরি (= শোকে কাতর হয়ে) : প্রাণ গুমরি গুমরি কাঁদে
হৃদে এনে দে রাখাল রাজে,
পৃ. ১৭৯, ন. র. ২য় খণ্ড (সুর সাকী)

১২.০ গুমরিয়া (= শোকে কাতর হয়ে) : গুমরিয়া কাঁদে বাঁশি লয়ে রাধা নাম,
পৃ. ৪১৮, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি শতদল)

১২.১ গুমরে (= শোকে কাতর হয়ে) : আজ উতল ঝড়ের কাতরানিতে গুমরে ওঠে বুক,
পৃ. ৫২০, ন. র. ২য় খণ্ড (নির্ঝর)

১২.২ গুমরে (= শোকে কাতর হয়ে) : চঞ্চল সে গুমরে মরে কী আকুলতা যে,
পৃ. ৩৯৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১২.৩ গুমরিছে (= শোকে কাতর হয়ে) : তোমার কণ্ঠে গুমরিছে আজো তারি আকুলতা বুঝি,
পৃ. ৫৬১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১২.৪ গুমরি (= শোকে কাতর হয়ে) : সুখ উৎসুক মিঞা আরশুল্লার বুক ওঠে গুমরি,
পৃ. ৮৬১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১২.৫ গ্রাসিয়াছি (= গ্রাস করেছি) :
আমি একটা বিশ্ব গ্রাসিয়াছি, পারি গ্রাসিতে এখনো তিরিশটি !
পৃ. ১৬, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

১২.৬ গ্রাসিতে (= গ্রাস করতে) :
আমি একটা বিশ্ব গ্রাসিয়াছি পারি গ্রাসিতে এখনো তিরিশটি !
পৃ. ১৬, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

১২.৭ গ্রাসে (= গ্রাস করে) : স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হ'য়ে তারে গ্রাসে,
পৃ. ১৮, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

১২.৮ গ্রাসে (= গ্রাস করে) : নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,

পৃ. ৩৫, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

১২.৯ গ্রাসিয়া (= গ্রাস ক'রে আছে) : জাগিয়া দেখিনু, আমারে গ্রাসিয়া রাহু রাক্ষস কারা,

পৃ. ৮৭, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১৩.০ গ্রাসিতেছ (= গ্রাস করিতেছ) : সর্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছ মৃত্যু ক্ষুধা নিয়া

ধরনীরে তিলে তিলে,

পৃ. ৩৪৪, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

১৩.১ গ্রাসিয়াছ (= গ্রাস করেছ) : ওগো রাহু, তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ এক ভাগ বাকি,

পৃ. ৩৪৭, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

১৩.২ গ্রাসিলে (= গ্রাস করলে) : নন্দন-আনন্দে তুমি গ্রাসিলে মহাধ্বন্ত,

পৃ. ৪১৯, ন. র. ১ম খণ্ড (বুলবুল)

১৩.৩ গ্রাসে (= গ্রাস করে) : গ্রাসে অন্ধতা-রাহু

ইসলাম রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন,

পৃ. ৪৬৬, ন. র. ১ম খণ্ড (জিঞ্জীর)

১৩.৪ গ্রাসিয়াছে (= গ্রাস করেছে) : তোর বন্ধুর বাহু

গ্রাসিয়াছে তোরে বুকের পাঁজরে - ক্ষুধাতর কাল রাহু,

পৃ. ৪৯৭, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

১৩.৫ গ্রাসিল (= গ্রাস করল) : গ্রাসিল বিশ্ব লোভ দানব,

পৃ. ৬১, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

১৩.৬ গ্রাসিল (= গ্রাস করল) : গ্রাসিল বিশ্ব লোভ দানব,

পৃ. ১০৯, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

১৩.৭ গ্রাসিল (= গ্রাস করল) : সাগর হইয়া গ্রাসিল ধরার যেন তিন ভাগ থল,

পৃ. ৫০, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

১৩.৮ গ্রাসিয়াছে (= গ্রাস করেছে) : এমনি আঁধার গ্রাসিয়াছে যবে পৃথ্বী নিবিড়তম,

পৃ. ৫১, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

১৩.৯ গ্রাসিয়াছে (= গ্রাস করেছে) : রাহু যেন গ্রাসিয়াছে ললাটের চাঁদে,

পৃ. ৮০১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৪.০ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : কোনটিবা তখনও গুঞ্জরি ফেরে মনে গোপনে স্বপনে,

পৃ. ৫২৪, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

১৪.১ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে,

পৃ. ৫৩৫, ন. র. ১ম খণ্ড (সন্ধ্যা)

১৪.২ গুঞ্জরিছে (= গুঞ্জন করছে) : রজনী গন্ধার বনে হের গুঞ্জরিছে ভ্রমর,

পৃ. ২৪৮, ন. র. ২য় খণ্ড (বন-গীতি)

১৪.৩ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : সখি গুঞ্জরি ফেরে কেন কুঞ্জে বৃথাই এত ছল,

পৃ. ৩৯৯, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

১৪.৪ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : গুঞ্জরি ওঠে বিশ্ব মধুপ - আসিল মোহাম্মদ,

পৃ. ৪৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

১৪.৫ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : সেই মঞ্জুবনে ফিরছে রে তাই ভক্তি-ভ্রমর গুঞ্জরি,

পৃ. ১৭৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙ্গা জবা)

১৪.৬ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : মহুয়ার বনে ভ্রমর ভ্রমরী ফিরিতেছে গুঞ্জরি,

পৃ. ২৩৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল: ২য় খণ্ড)

১৪.৭ গুঞ্জরে (= গুঞ্জন করে) : শ্বেত মর্মরে সেই বিরহীর ক্রন্দন-মর্মর

গুঞ্জরে অবিরল,

পৃ. ২৫৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল: ২য় খণ্ড)

১৪.৮ গুঞ্জে (= গুঞ্জন করে) : জুঁই কুঞ্জে বন-ভোমরা কেন গুঞ্জে গুন্‌গুন্‌,

পৃ. ২৫৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল: ২য় খণ্ড)

১৪.৯ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : (তার) চরণ ঘিরিয়া কাঁদে গুলবনে অলিকুল গুঞ্জরি,

পৃ. ২৭৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (জুলফিকার: ২য় খণ্ড)

১৫.০ গুঞ্জরে (= গুঞ্জন করে) : চরণে ভোমরা গুঞ্জরে গুল ভুলে,

পৃ. ২৭৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (জুলফিকার: ২য় খণ্ড)

১৫.১ গুঞ্জে (= গুঞ্জন করে) : মঞ্জুলা বিধুর যৌবন-কুঞ্জে যেন ও চরন-নূপুর গুঞ্জে,

পৃ. ২৮৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

১৫.২ গুঞ্জরে (= গুঞ্জন করে) : মলয় সমীর ঝিরিঝিরি অঙ্গে গুঞ্জরে,

পৃ. ৩৫৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

১৫.৩ গুঞ্জরে (= গুঞ্জন করে) : ভোরের কমল ভেবে সাঁঝের শাপলা ফুলে
গুঞ্জরে ভ্রমর ঘুরে ঘুরে,
পৃ. ৪১৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৫.৪ গুঞ্জরিয়া (= গুঞ্জন ক'রে) : ফুলের বনে নিতি গুঞ্জরিয়া
ভ্রমর বেড়ায় তব নাম জপিয়া,
পৃ. ৪৩৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৫.৫ গুঞ্জরে (= গুঞ্জন করে) : গুঞ্জরে সে মৌ-মক্ষীর গুঞ্জনে,
পৃ. ৪৪৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৫.৬ গুঞ্জে (= গুঞ্জন করে) : হের সে মাধব রাতের ভ্রমর হয়ে তব পাশে গুঞ্জে,
পৃ. ৪৯১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৫.৭ গুঞ্জরে (= গুঞ্জন করে) : কমল মেলে না দল, যদি ভ্রমর না গুঞ্জরে,
পৃ. ৫০৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৫.৮ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : অলি গুঞ্জরি কয়-জাগো বনবীথি,
পৃ. ৫০৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৫.৯ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : গুঞ্জরি ফেরে কত যে মধুপ তোমার পায়ের কাছে
পৃ. ৫৩৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৬.০ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : উন্মাদ বায়ু গুঞ্জরি ফেরে প্রাণ করে দুরু দুরু,
পৃ. ৬০৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৬.১ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : গুঞ্জরি গুঞ্জরি ভ্রমর সম
কাঁদিব তোমারে ঘিরি, প্রিয়তম,
পৃ. ৬১৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৬.২ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন ক'রে) : তোমার নেশার পথিক ভ্রমর
ব্যাকুল হোক গুঞ্জরি,
পৃ. ৬৩৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৬.৩ গুঞ্জরে (= গুঞ্জন করে) : মধুপ গুঞ্জরে মালতী বিতানে,
নূপুর-গুঞ্জরণে নাহি শুনি কানে,

পৃ. ৭৮৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৬.৪ গুঞ্জে (= গুঞ্জন করে) : চম্পা কুঞ্জে আজো গুঞ্জে ভ্রমরা,

কুহরিছে পাপিয়া,

পৃ. ৮৩০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৬.৫ গুঞ্জরে (= গুঞ্জন করে) : গুঞ্জরে অলি বিহগ-কাকলি শুকসারী আনন্দে,

পৃ. ৯০৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৬.৬ ঘর্ষি (= ঘর্ষণ ক'রে) : বজ্র-বায়ু দন্তে দন্তে ঘর্ষি চলি ক্রোধে !

পৃ. ১৩২, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১৬.৭ ঘূর্ণিয়া (=ঘূর্ণন ক'রে অর্থাৎ আবর্তন ক'রে) : আমি উচাটন

মন্মথ উন্মাদ আঁখি রাগ-রক্ত ঘোর

ঘূর্ণিয়া পূর্ণিমা পশ্চাতে ছুটি,

পৃ. ২০২, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

১৬.৮ ঘোষে (= ঘোষণা করে) : ঘোষে হিমালয় তার মহা হর্ষ-বাণী,

পৃ. ১০১, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১৬.৯ ঘোষে (= ঘোষণা করে) : কৈলাসে উল্লাস ঘোষে ডম্বরু ডিণ্ডিম্, দ্রিম দ্রিম দ্রিম,

পৃ. ১৩৩, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১৭.০ ঘোষিয়াছে (= ঘোষণা করেছে) : যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান,

পৃ. ২৮৮, ন. র. ১ম খণ্ড (সর্বহারা)

১৭.১ ঘোষিল (= ঘোষণা করল) : ঘোষিল ওহদ "আল্লা আহদ",

পৃ. ৪৪০, ন. র. ১ম খণ্ড (জিঞ্জীর)

১৭.২ ঘোষিতে (= ঘোষণা করতে) : ঘোষিতে যেন গো এপারে ওপারে

তাহারি আসার খোশ্‌খবর,

পৃ. ৪৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

১৭.৩ ঘোষিল (= ঘোষণা করল) : - বারবার

ঘোষিল সে যেন, আমি ভাই সাথী পিতাহীন সাবাকার,

পৃ. ৫৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

১৭.৪ ঘোষিল (= ঘোষণা করল) : জব্বুর তাওরাত ইঞ্জিল যাহার আসার বাণী
ঘোষিল যুগ-যুগান্ত পূর্বে,
পৃ. ৯৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

১৭.৫ ঘোষে (= ঘোষ অর্থাৎ নিনাদ বা ধ্বনি তোলে) :
সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে সপ্ত গ্রহের টানে,
পৃ. ১৮৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙ্গা জবা)

১৭.৬ নির্ঘোষি (= নির্ঘোষ অর্থাৎ ভীষণ আওয়াজ ক'রে) :
শোন দামাম কামান তামাম্, সমান্
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হিসাললাম"
পৃ. ৯৩, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১৭.৭ নির্ঘোষে (= ভীষণ আওয়াজ করে) : ঘোর নির্ঘোষে "মার মার" দৈত্য, অসুর, প্রেত,
পৃ. ১০০, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

১৭.৮ চমকি (= চমকিত হয়ে) : পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি,
ফিং দিয়া দিই তিন দোল;
আমি চপলা-চপল হিন্দোল
পৃ. ৭, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

১৭.৯ চমকি (= উজ্জ্বল হয়ে বা দীপ্ত হয়ে) : বহ্নি ফিনিকি চমকি চমকি
ঢাল তলোয়ার খন খন,
পৃ. ১২, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

১৮.০ চম্‌কে (= বিস্ময়ে চমকিত হয়ে) : আমার অশ্রু আঘাত লেগে চম্‌কে তুমি উঠলে জেগে,
পৃ. ৫৫, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

১৮.১ চম্‌কে (= বিস্ময়ে চমকিত হয়ে) :
স্বপন ভেঙে নিশুত্ রাতে জাগ্‌বে হঠাৎ চম্‌কে,
পৃ. ৭৫, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

১৮.২ চম্‌কে (= উজ্জ্বল হয়ে) : চম্‌কে ওঠে আকাশ তোদের

চোখের মুখের চপল হাসিতে।

পৃ. ১৭০, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

১৮.৩ চমকি (= উজ্জ্বল হয়ে) : বিজুরি হানে ছুরি চমকি রহি রহি,

পৃ. ১৯৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

১৮.৪ চমকিয়া (= বিস্ময়ে চমকিত হয়ে) : চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে ?

পৃ. ৪৮৫, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

১৮.৫ চমকি (= বিস্ময়ে চমকিত হয়ে) : চমকি চমকি ওঠে চপলা চপল-ফণা,

পৃ. ৫৭৫, ন. র. ১ম খণ্ড (চোখের চাতক)

১৮.৬ চমকি (= চমকিত হয়ে) : ওঠে চমকি চমকি পরান ক্ষণে ক্ষণে,

পৃ. ২০২, ন. র. ২য় খণ্ড (সুর-সাকী)

১৮.৭ চম্‌কি (= চমকিত হয়ে) : চম্‌কি উঠি চখী ডাকে মুহু মুহু 'কিও' !

পৃ. ২৪৭, ন. র. ২য় খণ্ড (বন-গীতি)

১৮.৮ চম্‌কে (= চমকিত হয়ে) : চম্‌কে চম্‌কে ধীর ভীরু পায়

পল্লী-বালিকা বন-পথে যায়,

পৃ. ৩৮৫, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

১৮.৯ চমকিছে (= উজ্জ্বল হয়ে) : বিজলীতে সেই আঁখি চমকিছে থাকি' থাকি',

পৃ. ৪০০, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

১৯.০ চমকিছে (= ঝিলিক দিচ্ছে) : দুটি তারা ধরণীতে প্রিয় তব চোখে চমকিছে,

পৃ. ৪৫৭, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

১৯.১ চমকি (= উজ্জ্বল হয়ে) : চমকি ক্ষণেক চকিতে মিলায়

তোমার হাসির যুঁই-কণিকা,

পৃ. ৪৫৯, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

১৯.২ চমকে (= উজ্জ্বল হয়ে) : ঘন দেয়া দমকে দামিনী চমকে

ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর ঝমঝম ঝমকে,

পৃ. ৪৬১, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

১৯.৩ চমকি (= চমকিত হয়ে) : থমকি দাঁড়ানু চমকি উঠিনু কাহার বীণার তানে,

পৃ. ১২, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

১৯.৪ চমকি (= চমকিত হয়ে) : ধেয়ান স্তব্ধ বিশ্ব চমকি মেলে আঁখি,

পৃ. ৪৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

১৯.৫ চমকি (= চমকিত হয়ে) : চমকি জাগিনু নিশীথ শয়নে,

পৃ. ২৩৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল: ২য়)

১৯.৬ চমকিয়া (= চমকিত হয়ে) : স্বপ্ননেরি ঘোরে চমকিয়া ওঠে মায়ের কোলের বাছুটি।

পৃ. ৩৮৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৯.৭ চমকিয়া (= চমকিত হয়ে) : বৈশাখী ঝড়ে রাতে চমকিয়া উঠি জেগে,

পৃ. ৪৯৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৯.৮ চমকিয়া (= বিস্ময়ে চমকিত হয়ে) : চমকিয়া জাগে ঘুমন্ত বনভূমি,

পৃ. ৫০৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

১৯.৯ চিৎকারিয়া (= চিৎকার ক'রে) : কে যেন রে ডেকে চিৎকারিয়া কয়-

বন্ধু, এ যে অবহেলায় হতভাগ্য এ যে অসময়,

পৃ. ৭০, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

২০.০ চিৎকারিয়া (= চিৎকার ক'রে) : মনে হ'ত, চিৎকারিয়া কেঁদে কই-

হে পথিক, মোরে দাও ঐ তব বাধা- মুক্ত অলস চরণ,

পৃ. ১২৮, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

২০.১ চিৎকারি (= চিৎকার ক'রে) : চিৎকারি ওঠে উল্লাসে নব-ভারতের নব-পূজারীদল,

পৃ. ৬৯, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

২০.২ চিৎকারি (= চিৎকার ক'রে) : সকল গোষ্ঠী সর্দার ওঠে আনন্দে চিৎকারি,

পৃ. ৯৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

২০.৩ চিৎকারি (= চিৎকার ক'রে) : সাতশ তরুন সরুন সরুন চিৎকারি চারিভিতে

হুটাপুটি করে,

পৃ. ৫৩২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২০.৪ চুমি (= চুম্বন ক'রে) : তারা খিঞ্জীর, যারা জিঞ্জির গলে ভূমি চুমি, মূরছায়,

পৃ. ৩২, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২০.৫ চুমে (= চুম্বন ক'রে) : এ দীন কাঙাল এসেছিল তোমার পায়ের আঙুল চুমে,

পৃ. ৫৫, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

২০.৬ চুমে (= চুম্বন ক'রে) : আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চুমে,
চুমুর পরে চুমু দিয়ে ফের হান্‌ত আঘাত ভোরের ঘুমে,
পৃ. ৫৮, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

২০.৭ চুম্‌বে (= চুম্বন করবে) : চাইবে আদর, মাগবে ছোঁওয়া,
আপনি যেচে চুম্‌বে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে,
পৃ. ৭৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

২০.৮ চুমেছিলি (= চুম্বন করেছিলি) : ওরে ভ্রমর, তুই কি প্রথম চুমেছিলি নবীর কদম,
পৃ. ৪০৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২০.৯ চূর্ণি (= চূর্ণ ক'রে) : আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি,
পৃ. ৭, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২১.০ চূর্ণি (= চূর্ণ ক'রে) : বেদুইন বালা চূর্ণি চলে ঝঞ্ঝা-চূর মম আগে আগে,
পৃ. ১৩১, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

২১.১ ছাপি (= ছেপে অর্থাৎ অতিক্রম ক'রে) :
ওঠে কণ্ঠ ছাপি বাণী সত্য পরম
বন্‌- দে মাতরম, বন্দে মাতরম,
পৃ. ১০২, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

২১.২ ছেদিয়া (= ছেদ ক'রে) : খোদার আসন আরশ ছেদিয়া,
পৃ. ৭, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২১.৩ ছেদি (= ছেদ ক'রে) : কাল ভেদি ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পাঞ্জার
ছেদি মরুভূমিতে একি শক্তির সঞ্চার,
পৃ. ৯৫, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

২১.৪ ছলিতেছ (= ছলনা করছ) : দুখ-শোক, রৌদ্রজলে ফেলে মোরে পলে পলে

ছলিতেছ হরি কতই ছল হে,

পৃ. ৪১৫, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

২১.৫ ছলি (= ছলনা ক'রে) : কেহ গেল দলি, কেহ ছলি, কেহ গলিয়া,

নয়ন-নীরে,

পৃ. ৪১৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২১.৬ ছলিতে (= ছলনা করতে) : কেন আমারই নাম লয়ে বংশীধারী

আসে নিতি নিতি মোরে ছলিতে,

পৃ. ৭৭৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২১.৭ ছলিতে (= ছলনা করতে) : মোর শ্যাম অঙ্গে অপরূপ ভঙ্গে

আমার সমুখে করে খেলা, মোরে ছলিতে,

পৃ. ৯২১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২১.৮ জনমিয়া (= জন্মগ্রহণ ক'রে) : পেয়ে জীবন-অমিয়া

আসিব এ কুটিরে আবার জনমিয়া,

পৃ. ৮, ন. র. ২য় খণ্ড (মহুয়ার গান)

২১.৯ জন্মিবে (= জন্মলাভ করবে) : আমার বংশে জন্মিবে তব বন্ধু মহিমময়,

পৃ. ৪৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

২২.০ জন্মিবে (= জন্মলাভ করবে) : ফল পাবি নানা প্রকার ফসল জন্মিবে তাহাতে,

পৃ. ৩৮৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২২.১ জনমিয়া (= জন্মগ্রহণ ক'রে) : ত্রিপুণ্ড্র-ধারী রুদ্রের রোষ-বহ্নিতে জনমিয়া

ভয়াল জ্যোতির্জাগশিশু সম আসিলাম বাহিরিয়া,

পৃ. ৫৫০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২২.২ জাপটি (= জড়াইয়া ধরে) : জাপটি ধরিয়া বিধাতারে আজো পিসে মারি পলে পলে,

পৃ. ১২৬, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

২২.৩ জিজ্ঞাসিছে (= জিজ্ঞাসা করছে) : জিজ্ঞাসিছে ওরা হবে কখন তাহার অধিষ্ঠান,

পৃ. ৩৬৬, ন. র. ২য় খণ্ড (কাব্য আমপারা)

২২.৪ ঝিলমিলিয়ে (= ঝিলমিল ক'রে) : তোমার নামের মিলমিলিয়ে

ঝিল ওঠে গো ঝিলমিলিয়ে,

পৃ. ৩৮০, ন. র. ৩য় খণ্ড (ঝড়)

২২.৫ ঝাপটি (= ঝাপট দিয়ে) :

ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি' দাপটি' সাপটি',

পৃ. ১২, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২২.৬ ঝাপটিয়া (= ঝাপট দিয়ে) :

তোমারে হেরিয়া পাখা ঝাপটিয়া জাগিয়া উঠিল ডাকি,

পৃ. ৪৪৫, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

২২.৭ ঝাপটিয়া (= ঝাপট দিয়ে) :

ঝঞ্ঝা এসেছে ঝাপটিয়া পাখা, ধেয়ে আয় তুই ক্ষীণ পবন,

পৃ. ৩৭২, ন. র. ৩য় খণ্ড (ঝড়)

২২.৮ ঝাপটিয়া (= ঝাপট দিয়ে) :

মোরা উহারি মতন পাখা ঝাপটিয়া পিঞ্জরে

ঐ এক পথে যাব মুসাফির চির মুক্তির বন্দরে,

পৃ. ৫২৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২২.৯ ঝুরিছে (= ঝরে পড়ছে) : যবে ঝুরিছে সন্ধ্যামণি আঙিনাতে,

পৃ. ৪০৮, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

২৩.০ ঝুরিয়া (= ঝুরা অর্থাৎ অশ্রুপাত ক'রে) :

হুরী ও পরীরা ঝুরিয়া ঝুরিয়া চাঁদের প্রদীপ ধরে

পথ দেখায়েছে মোরে,

পৃ. ৪০৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৩.১ ঝুরে (= ঝরে পড়ে) : সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে

কে আসি বাজালে বাঁশী ভৈরবী সুরে,

পৃ. ৪১৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৩.২ ঝুরিছে (= কান্না করছে) : জেগে দেখি হায়, ঝুরিছে বনভূমি ছড়ায়ে ফুলদল,

পৃ. ৪২২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৩.৩ ঝুরিছে (= কান্না করছে) : পিয়া পিয়া বলে বনে ঝুরিছে পাপিয়া পাখি,

পৃ. ৪৯৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৩.৪ ঝঙ্কারিবে (= ঝঙ্কার করবে) : ছন্দ-ভারতীর পায়ে বাণীর নূপুর

ঝঙ্কারিবে যতদিন বৃষ্টি ধারাসম,

পৃ. ২২, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

২৩.৫ ঝঙ্কারে (= ঝঙ্কার করে) : টঙ্কারে অসি ঝঙ্কারে,

ওরে হুঙ্কারে,

পৃ. ৩৮, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৩.৬ ঝঙ্কারে (= ঝঙ্কার করে) :

মোর রূপের সরসীতে আনন্দ মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে,

পৃ. ২৬১, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল : ২য় খণ্ড)

২৩.৭ ঝনকে (= ঝঙ্কার ক'রে) : কলসে কঙ্কনে রিনিঝিনি ঝনকে

চমকায় উন্মন চম্পা বনকে,

পৃ. ২০৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (দেবীস্তুতি)

২৩.৮ ঝলকে (= ঝলকিত হয়ে) : প্রলয় সুন্দর ঝলকে বিদ্যুতে আঁখি ইশারা,

পৃ. ২০৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (দেবীস্তুতি)

২৩.৯ ঝনকিছে (= ঝঙ্কার করছে) : তাহারও অধিক সুমধুর সুর তব

চুড়ি কঙ্কণে ঝনকিছে,

পৃ. ৪৫৭, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

২৪.০ ঝলকিছে (= ঝলকিত হচ্ছে) : আধখানা চাঁদ নিচে প্রিয় তব মুখে ঝলকিছে,

পৃ. ৪৫৭, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

২৪.১ ঝলকিছে (= ঝলকিত হচ্ছে) : বিদ্যুতে ঝলকিছে আঁখি-ইঙ্গিত,

পৃ. ৪৫৩, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

২৪.২ টগবগিয়ে (= টগবগ ক'রে) : আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে,

পৃ. ৪৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

২৪.৩ ঠমকি (= ঠমকের সহিত চলি) :

আমি চল-চঞ্চল ঠমকি', ছমকি',

পৃ. ৭, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৪.৪ তরে (= উদ্ধার পেল বা পার পেয়ে গেল) :

তোমার দয়ায় তরে গেল লাখো গুনাহ্‌গার কর কর পার,

পৃ. ৪০৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৪.৫ তরিয়ে (= উদ্ধার পেতে) : শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে তরিয়ে নিতে রোজ হাশরে,

পৃ. ৪০৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৪.৬ তরিবার (= উদ্ধার পাবার) : (মোর) তরিবার আর নাই ত পূঁজি বিনা তোমার নাম,

পৃ. ৪১০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৪.৭ তরাইতে (= উদ্ধার করতে) : নয়নেরই পিয়ালায় আনো হযরত

তরাইতে পাপীরে খোদার রহমত,

পৃ. ৪৬০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৪.৮ তরিতে (= উদ্ধার করতে) : প্রিয় মুহরে-নবুয়ত-ধারী হে হযরত

তরিতে উম্মতে এল ধরায়,

পৃ. ৪৮০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গানে)

২৪.৯ তরে (= উদ্ধার পাব) : আমি ঐ নামে তরে যাব, আছি আশায়,

পৃ. ৪৯০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৫.০ তরে (=উদ্ধার পাব) : আমি তরে যাব রে তরী যদি ডুবে তারে না পায়,

পৃ. ৫৫৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৫.১ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : তেগ ত্যজি বরিয়াছি ভিখারির বেশও তাই,

পৃ. ৩০, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৫.২ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : সব ত্যজি মোর হলে সাথী,

আমার আশায় জাগচ রাতি,

পৃ. ৮১, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

২৫.৩ ত্যজিল (= ত্যাগ করল) : ধ্যন-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি

ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি,

পৃ. ২৩৩, ন. র. ১ম খণ্ড (সাম্যবাদী)

২৫.৪ ত্যজিয়াছে (= ত্যাগ করেছে) : লব কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা,

পৃ. ২৪২, ন. র. ১ম খণ্ড (সাম্যবাদী)

২৫.৫ ত্যজিয়া (= ত্যাগ ক'রে) : নাহি মোর অধিকার,

সকলের মাঝে সকলে ত্যজিয়া শুধু একা কাঁদিবার,

পৃ. ৪৩২, ন. র. ১ম খণ্ড (জিঞ্জীর)

২৫.৬ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : সে খুঁজে বেড়ায় বুকের প্রিয়ারে ত্যজি পথের প্রিয়ায়,

পৃ. ৪৯২, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

২৫.৭ ত্যজিয়া (= ত্যাগ ক'রে) : জাগে নিঃশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান,

পৃ. ৬০, ন. র. ১ম খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

২৫.৮ ত্যজিয়া (= ত্যাগ ক'রে) : তারে ত্যজিয়া যাইবে শ্যাম কোন অপরাধ হে,

পৃ. ১৮৭, ন. র. ২য় খণ্ড (সুর-সাকী)

২৫.৯ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : সে সকল ত্যজি ভজে শুধু নবিজীর চরণ,

পৃ. ২৩০, ন. র. ২য় খণ্ড (জুলফিকার)

২৬.০ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : ত্যজি সুধা পিয়ে সুরা হলে তুমি মাতোয়ালা,

পৃ. ৩৯৪, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

২৬.১ ত্যজিয়া (= ত্যাগ ক'রে) : ত্যজিয়া লোক লাজ সুখ-সাধ গৃহ কাজ,

পৃ. ৪০১, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

২৬.২ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : ত্যজি গৃহ-কাজ এস চল-চরণা ডাকে গিরিধারী,

পৃ. ৪৯২, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

২৬.৩ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : আঁধার সূতিকা-বাস ত্যজি হেরে প্রথম দিক-সীমা,

পৃ. ৪৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

২৬.৪ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : মার বুক ত্যজি আসিল ধাত্রী-বুকে,

পৃ. ৫৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

২৬.৫ ত্যজিয়া (= ত্যাগ ক'রে) : তরুন অরুন আসিল আকাশে ত্যজিয়া উদয় গিরির কোল,

পৃ. ৬১, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

২৬.৬ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : তুমি বৈরাগী, বক্ষের প্রিয়া ত্যজি ধর তলোয়ার,
পৃ. ৩৩৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

২৬.৭ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : ত্যজি মসজিদ কাল মুর্শিদ মম আস্তানা নিল মাদ্‌শালা,
পৃ. ৩৭৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (ঝড়)

২৬.৮ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : ভোলানাথ যেয়ো না গো ত্যজি এ কৈলাশে,
পৃ. ৩৮৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৬.৯ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : ত্যজি সুধা পিয়ে সুরা হলে তুমি মাতোয়ালা,
পৃ. ৪১৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৭.০ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : রাখাল গোকুলে এক গোলক ত্যজি,
পৃ. ৭৪৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৭.১ ত্রাসে (= ত্রাস দেখায়) : বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার,
পৃ. ৩৬, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৭.২ থমকি (= স্থিত হয়ে) :
সহসা থমকি দাঁড়ানু আমার সর্পিল-পথ বাঁকে,
পৃ. ৮৭, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

২৭.৩ থমকে (= স্থিত হয়ে) : কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন
থম্‌কে দাঁড়ালি,
পৃ. ১৭৭, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

২৭.৪ থমকি (= স্থিত হয়ে) : থমকি গিয়াছে গতির বিশ্ব চন্দ্র-সূর্য-তারা,
পৃ. ২১৬, ন. র. ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

২৭.৫ থমকি (= থেমে গিয়ে) : সে আজান শুনি থমকি দাঁড়ায় বিশ্ব-নাচের সভা,
পৃ. ৪৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

২৭.৬ থমকি (= থেমে গিয়ে) : থমকি দাঁড়ানু চমকি উঠিনু কাহার বীণার তানে,
পৃ. ১২, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

২৭.৭ দমকি (= দমক অর্থাৎ হঠাৎ প্রবল ধাক্কা দিয়ে) :

সেকি দমকি' দমকি'
ধমকি' ধমকি',
দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি' গমকি',
পৃ. ১২, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৭.৮ দমকি (= হঠাৎ প্রবল ধাক্কা দিয়ে) : দমকি দমকি দেয়া হাঁকে, কাঁপে দামিনী,
পৃ. ৩৫, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৭.৯ দমকে (= প্রবল ধাক্কা দিয়ে) : ঘন দেয়া দমকে দামিনী চমকে ঝঞ্ঝার ঝমঝম ঝমকে,
পৃ. ৪৬১, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

২৮.০ দলি (= দলন ক'রে) : দীঘির বুকের শতদল দলি,
পৃ. ৩৮৫, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

২৮.১ দলি (= দলন ক'রে) : দলি শাপলা শালুক শতদল,
পৃ. ৩৯২, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

২৮.২ দলিছে (= দলন করছে) : দলিছে যাহারা তাঁহার সৃষ্টি মানুষের পদতলে,
পৃ. ৩৪১, ন. র. ২য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

২৮.৩ দলিয়াছ (= দলন করেছ) : বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি প্রভু,
পৃ. ৩৭৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (ঝড়)

২৮.৪ দলি (= দলন ক'রে) : কেহ গেল দলি কেহ ছলি, কেহ গলিয়া নয়ন-নীরে,
পৃ. ৪১৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৮.৫ দলি (= দলন ক'রে) : মোর প্রেম-অঞ্জলি সে যথা যায় দলি তারে তত জড়াতে চাই,
পৃ. ৬৫৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৮.৬ দাপটি (= দাপট দিয়ে) :

ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি' দাপটি' সাপটি',
হু-হু হু-হু হু-হু শন-শন ।
পৃ. ১২, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৮.৭ দাপটিয়া (= দাপট দিয়ে) : ধরে ঝঞ্ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুসলিম-পাঞ্জায়,

পৃ. ৩১, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৮.৮ ধসিয়া (= ধ্বংস প্রাপ্ত হল) : পড়িল ধসিয়া গৌরীশঙ্কর হিমালয়-শির স্বর্গচূড়,

পৃ. ১৪৮, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

২৮.৯ ধ্বনিবে (= ধ্বনিত হবে) : যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাশে ধ্বনিবে না,

পৃ. ১০, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৯.০ ধ্বনিল (= উচ্চারণ করল) : প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষানে?

পৃ. ৩৫, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

২৯.১ ধ্বনিছে (= ধ্বনিত হচ্ছে) : আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,

পৃ. ১০৯, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

২৯.২ ধ্বনিছে (= ধ্বনিত হচ্ছে) : কারার সারা দেহে মুক্তি ক্রন্দন,

ধ্বনিছে হা হা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,

পৃ. ১০৯, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

২৯.৩ ধ্বনিয়া (= উচ্চারিত হয়ে) : কতনা বন্দনা-ঋক ধ্বনিয়া উঠিছে নব নব,

পৃ. ৫২৫, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

২৯.৪ ধ্বনিয়া (= উচ্চারিত হয়ে) : কাহাদের একতান সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল,

পৃ. ৭১৮, ন. র. ১ম খণ্ড (রিক্তের বেদন)

২৯.৫ ধ্বনিয়া (= উচ্চারিত হয়ে) ; শিশুর কণ্ঠে অজানা ভাষার কোন অপরূপ বাণী

ধ্বনিয়া উঠিল,

পৃ. ৫২, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

২৯.৬ ধ্বনিছে (= ধ্বনিত হচ্ছে) : কণ্ঠে ধ্বনিছে মারণ মন্ত্র শত্রুজয়ী,

পৃ. ৭৫, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

২৯.৭ ধ্বনিছে (= ধ্বনিত হচ্ছে) : কুলুকুলু রবে কূলে তাহাদের ধ্বনিছে তোমার স্তব,

পৃ. ৪৪১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৯.৮ ধ্বনিছে (= ধ্বনিত হচ্ছে) : বন্দনা-বাণী ধ্বনিছে নিখিল বিশ্ব-কোবিদ কণ্ঠময়

জয় বাণী পাণি . . . জয় মা জয়,

পৃ. ৯২৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

২৯.৯ ধমকি (= ধমক দিয়ে) : সেকি দমকি' দমকি'
ধমকি' ধমকি',

পৃ. ১২, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩০.০ নাশিতে (= বিনাশ করতে) : অসুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু চক্র মা তোর হেম কাঁকন,

পৃ. ১১, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩০.১ নাশিলে (= বিনাশ করলে) : তুমি যুগে যুগে নাথ আসিলে
দুখ নাশিলে ভালোবাসিলে হে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ হরি,

পৃ. ৮৮৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩০.২ নাশিবে (= বিনাশ করবে) : আমারি নিশীথের অসীম আঁধার ওগো চাঁদ কবে নাশিবে,

পৃ. ৯৩২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩০.৩ নিশ্বসি (= নিশ্বাস ছেড়ে) : কূলে আসি একা বসি তব মুখ-মদ গন্ধের ফুলবন ওঠে নিশ্বসি,

পৃ. ৫২২, ন. র. ২য় খণ্ড (নির্ঝর)

৩০.৪ নিঃশ্বসিয়া (= নিশ্বাস ছেড়ে) : নিঃশ্বসিয়া উঠ্ছে ধরা, নেই রে সে নেই খুঁজিস কারে,

পৃ. ৫৯, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৩০.৫ নিঃশ্বসিয়া (= নিশ্বাস ছেড়ে) : আজো ধরণীর হিয়া
সমীর -উচ্ছ্বাসে যেন উঠে নিঃশ্বসিয়া,

পৃ. ৫২৩, ন. র. ১ম খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩০.৬ নিঃশ্বসিয়া (= নিশ্বাস ছেড়ে) : নিঃশ্বসিয়া ফিরছে হেথা চাঁদ কেদারের দীর্ঘশ্বাস,

পৃ. ৫৩৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩০.৭ নিপীড়িয়া (= নিপীড়ন ক'রে) : যে লাঙল দিয়া বন্ধ্যা ধরারে নিপীড়িয়া আনে দান,

পৃ. ৫৩৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩০.৮ নিবারি (= নিবারিত ক'রে) : সেই নামে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারি,

পৃ. ৪৬৮, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

৩০.৯ নিরারিতে (= নিবারিত করতে) : তাই পড়ি আর নিবারিতে নারি অবাধ্য আঁখি জল,

পৃ. ৫৪০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩১.০ নির্মিয়াছি (= নির্মাণ করেছি) : নির্মিয়াছি দৃঢ় সপ্ত ঊর্ধ্বে তোমাদের,

পৃ. ৩৬৭, ন. র. ২য় খণ্ড (কাব্য আমপারা)

৩১.১ নির্মিল (= নির্মাণ করল) : আদি উপাসনা-মন্দির-কাবা-যাহারে ইবরাহিম

নির্মিল কোন প্রভাতে পূজিতে খোদারে মহামহিম,

পৃ. ৯৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩১.২ নিষ্কাশিয়া (= নিষ্কাশন ক'রে) : ঐ সোরাহির হৃদয়-রুধির নিষ্কাশিয়া পাত্রে ঢাল,

পৃ. ১১৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম)

৩১.৩ নেহারি (= নেহার অর্থাৎ দর্শন ক'রে) :

শির নেহারি আমারি, নতশির এই শিখর হিমাদ্রির,

পৃ. ৭, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩১.৪ নেহারি (= দৃষ্টিপাত ক'রে) : আজ আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া,

পৃ. ১৪, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩১.৫ নেহারি (= দর্শন ক'রে) : বল, নাস্তিক হউক আপন মহিমা নেহারি শুদ্ধ ধীর,

পৃ. ১০৭, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৩১.৬ নেহারিব (= দর্শন করব) : নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু-করি,

পৃ. ৩১৭, ন. র. ১ম খণ্ড (ফণিমণসা)

৩১.৭ পরশিতে (= স্পর্শ করতে) : ভক্তি আমার ধূপের মতো

ঊর্ধ্বে ওঠে অবিরত

শিবলোকের দেব-দেউলে মার শ্রীচরণ পরশিতে,

পৃ. ১৭৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙা জবা)

৩১.৮ পরশিতে (= স্পর্শ করতে) : কেন প্রণাম করিতে গিয়া- প্রিয় সাধ জাগে পরশিতে,

পৃ. ৬৬৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩১.৯ পশিয়া (= প্রবেশ ক'রে) : মানব-আত্মা পশিয়া এবার আদমের দেহ-মাঝে,

পৃ. ৪৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩২.০ পাশরি (= বিস্তৃত হয়ে) :

মম বাঁশরির তানে পাশরি,

আমি শ্যামের হাতের বাঁশরি ।

পৃ. ৯, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩২.১ পূজবে (= পূজা করবে) : আপনি সেদিন সেধে-কেঁদে
চাপ্‌বে বুকে বাহুয় বেধেঁ
চরণ চুমে পূজবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে,
পৃ. ৭৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৩২.২ পূজিয়া (= পূজা ক'রে) : তোমারে চিনিয়া এই রূপে রূপে পূজিয়া করিবে পরাভব,
পৃ. ৭৪, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৩২.৩ পূজিবে (= পূজা করবে) : হস্ যদি জয়ী, পূজিবে রে তোরে সর্বলোক,
পৃ. ৭৬, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৩২.৪ পূজিয়া (= পূজা ক'রে) : কি হবে পূজিয়া পাষাণ-দেবতা পূণ্য-চোর ?
পৃ. ৭৬, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৩২.৫ পূজি (= পূজা করি) : তোমারে কি দিয়া পূজি ভগবান,
পৃ. ৪১৩, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৩২.৬ পূজিতে (= পূজা করতে) : তোমরা যাহারে পূজ- আমিও তাহারে পূজিতে সম্মত নই,
পৃ. ৩৪১, ন. র. ২য় খণ্ড (কাব্য আম্পারা)

৩২.৭ পূজিয়া (= পূজা ক'রে) ; সিংহ-বাহিনী! পূজিয়া তোমায় তারাই করিবে অসুর জয় ?
পৃ. ৫২৭, ন. র. ২য় খণ্ড (নির্ঝর)

৩২.৮ পূজি (= পূজা করি) : সংযমী বলে প্রতারক মোরা শুধু জড়তারে পূজি,
পৃ. ২৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৩২.৯ পূজিবে (= পূজা করবে) : নিজ হাতে যারে করিল সৃষ্টি খড় আর মাটি দিয়া
কোন নির্বোধ পূজিবে তাহারে হায় স্রষ্টা বলিয়া !
পৃ. ১০০, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩৩.০ পূজিতে (= পূজা করতে) : (তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ এলাম মনের পশু নিয়ে।
পৃ. ১৪৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙা-জবা)

৩৩.১ পূজিতে (= পূজা করতে) : তোমারে পূজিতে পূজারিণী বেশ ধরণীরে দিল পরায়ে,

পৃ. ১৪৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙা জবা)

৩৩.২ পূজিয়া (= পূজা ক'রে) : সেই দুর্গারে পূজিয়া শ্রীরাম হরিলেন দুর্গতি,

পৃ. ৩১৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৩৩.৩ পূজবে (= পূজা করবে) : ভালো যদি না হই রে বোন, কেউ তা হলে পূজবে না,

পৃ. ৩৯৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৩.৪ পূজে (= পূজা করে) : মুখে ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডান্ডা-গুঁতো,

পৃ. ৪০০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৩.৫ পূজে (= পূজা করে) : খোঁজে তোমায় চন্দ্র তপন পূজে তোমায় বিশ্ব ভুবন,

পৃ. ৪৩৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৩.৬ পূজিনু (= পূজা করলাম) : কত আশা অনুরাগে হৃদয়- দেউলে রেখে

পূজিনু তোমারে পাষাণ,

পৃ. ৬১০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৩.৭ পূজিবে (= পূজা করবে) : পূজিবে না যদি সুন্দরে-রূপ অঞ্জলি কেন বহ,

পৃ. ৬২৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৩.৮ প্রণমিয়া (= প্রণাম ক'রে) : হুজুরের চোখ, যাবে কোথা বাবা?

প্রণমিয়া কয় মোসাহেব,

পৃ. ১৪২, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৩৩.৯ প্রণমামি [= (আমি) প্রণাম করি] : প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণি

গৌরি শিবে সিদ্ধি-বিধায়িনী,

পৃ. ১৯১, ন. র. ৩য় খণ্ড (দেবীস্তুতি)

৩৪.০ প্রকাশিতে (= প্রকাশ করতে) : সেই মহাশক্তি প্রকাশিতে চান নিত্য, চাহ আঁখি খুলি,

পৃ. ৩৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৩৪.১ প্রকাশি (= প্রকাশ ক'রে) : প্রাণের খুশি শিশুর হাসি মধুর তোমার রূপ দেয় প্রকাশি,

পৃ. ২৮০, ন. র. ৩য় খণ্ড (জুলফিকার: ২য় খণ্ড)

৩৪.২ প্রকাশিলে (= প্রকাশ করলে) : সঙ্কোচের নিষ্ঠুরতা দলি দুটি পায়

আত্মপ্রকাশিলে এসে দীপ্ত গরিমায়-

পৃ. ৫৫৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৪.৩ প্রকাশি (= প্রকাশিত হয়ে) : শ্যামল গৌড়ের অমল হাসি শস্যে কুসুমে ওঠে প্রকাশি,

পৃ. ৭৩৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৪.৪ প্রচারিল (= প্রচার করল) : প্রচারিল যার আসার খবর- আজ মন্থন-শেষ

বেদনা-সিন্ধু ভেদিয়া আসিল সেই নবী অমৃতেশ,

পৃ. ৯৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩৪.৫ প্রবেশিনু (= প্রবেশ করলাম) : সূর্যের ঘরে প্রবেশিনু আমি তেজ আবরণ ছিঁড়ে,

পৃ. ৩০, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৩৪.৬ প্রবেশিবে (= প্রবেশ করবে) : কাবা মন্দিরে সর্বপ্রথম প্রবেশিবে আজ যেই

এই কলহের শুভ মীমাংসা করুক একাকী সেই,

পৃ. ৯৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩৪.৭ প্রবেশিতে (= প্রবেশ করতে) : উদার উদরে প্রবেশিতে চায় যেন আড়ষ্ট হয়ে,

পৃ. ৫২৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৪.৮ ফুকারি (= ফুকার অর্থাৎ উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে) :

অব-রুদ্ধের দ্বারে যুদ্ধের হাঁক নকীব ফুকারি যায়,

পৃ. ৩৩, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩৪.৯ ফুকারি (= উচ্চস্বরে ডাকে) : চাহিয়া তৃষ্ণার বারি

চাতক ওঠে ফুকারি

করুন শ্রান্ত বিলাপে,

পৃ. ৬৪১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৫.০ ফুকারিয়া (= উচ্চস্বরে ডেকে) : যেন চোরের বৌ কানতে নারি ভয়ে ফুকারিয়া গো,

পৃ. ৮৩৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৫.১ ফেনাইয়া (= ফেঁপে বা ফুলে ওঠে) : ফেনাইয়া ওঠে নীল কণ্ঠের হলাহল,

পৃ. ৪১৬, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৩৫.২ বর্জি (= বর্জন ক'রে) : কার মর্জিতে তুই এলি হেথা চিড়িয়াখানারে বর্জি,

পৃ. ১৩৪, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৩৫.৩ বর্ণিতে (= বর্ণনা করতে) : যে দেখেছে প্রিয় বারেক তোমায়
বর্ণিতে রূপ ভাষা নাহি পায়,
পৃ. ৭২০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৫.৪ বধিবে (= বধ করবে) : হরত গোকুলে বাড়িছে সে আজ, উহারে কল্য বধিবে যে,
পৃ. ৫৪, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৩৫.৫ বধিতে (= বধ করতে) : আঁধার-কৃষ্ণ মহিষ-অসুর বধিতে কৃষ্ণ খড়্গ ধর,
পৃ. ৭৬, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৩৫.৬ বন্দিল (= বন্দনা করল) : বন্ধন যারে বন্দিল হ'য়ে নন্দন-ফুলহার,
পৃ. ৪৬২, ন. র. ১ম খণ্ড (জিঞ্জীর)

৩৫.৭ বন্দিছে (= বন্দনা করছে) : বন্দিছে পদ শ্যাম চঞ্চলা ধরনী- ঘেরা অরন্যা,
পৃ. ১৮৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙা জবা)

৩৫.৮ বন্দিয়াছিল (= বন্দনা করেছিল) : বন্দিয়াছিল আমারে ভাবিয়া সাগ্নিক নভোচারি,
পৃ. ৫৫০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৫.৯ বরষিছে (= বর্ষণ করছে) : অঝোরে ঝরিছে নীল নভে বারি,
দুইটি বিন্দু তারি
প্রিয় তব আঁখি বরষিছে,
পৃ. ৪৫৭, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

৩৬.০ বরষি (= বর্ষণ ক'রে) : বরষি বিমল যশ ধরার কলুষ নাশ,
পৃ. ৩৮৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৬.১ বরষিছে (= বর্ষণ করছে) : অবিরত বাদল বরষিছে ঝরঝর,
পৃ. ৪২৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৬.২ বরিয়াছি (= বরণ করেছি) : তেগ ত্যজি বরিয়াছি ভিখারির বেশও তাই !
পৃ. ৩০, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩৬.৩ বরি (= বরণ ক'রে) : মোরা অসি বুকে বরি হাসি মুখে মরি, জয় স্বাধীনতা গাই।
পৃ. ৩৩, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩৬.৪ বরিছে (= বরণ করছে) : বরিছে তাদের বাজিয়া শাঁখ,

মোদের মরণে নিনাদে-ঢাক,

পৃ. ১৫২, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

৩৬.৫ বরেছিল (= বরণ করেছিল) : সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজায় বরেছিল,

পৃ. ২০৭, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

৩৬.৬ বরি (= বরণ ক'রে) : ভাঙি অনিত্যে নিত্যে নিয়াছ বরি ক্ষমা কর কবি,

পৃ. ৩১৯, ন. র. ১ম খণ্ড (ফণি-মনসা)

৩৬.৭ বরি (= বরণ ক'রে) : আমার ব্যথা-শোকের শতদলে তোমায় নেব বরি,

পৃ. ১০০, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৩৬.৮ বরি (= বরণ ক'রে) : আমি করব দুঃখের অবসান আজ সকল দুঃখ বরি,

পৃ. ২৬৯, ন. র. ২য় খণ্ড (বন-গীতি)

৩৬.৯ বরিয়া (= বরণ ক'রে) : নব-আনন্দে বরিয়া লইবে হৃদয়-দ্বারে,

পৃ. ৮৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩৭.০ বরে (= বরণ ক'রে) : প্রাণের সওদা করে নে, বরে নে হৃদয় রাজে,

পৃ. ৮৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩৭.১ বরিয়া (= বরণ ক'রে) : ধন্য হইল শিরোপা আজিকে বরিয়া তোমার শির,

পৃ. ৪৪১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৭.২ ব্যথিয়া (= ব্যথিত হয়ে) : সে নিশীথে জাগি ব্যথিয়া ওঠে না বুক কভু কারো লাগি,

পৃ. ৪৯৪, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৩৭.৩ বাহিরিয়া (= বাহির হয়ে) : মরু-উদ্যানে বাহিরিয়া এল আজি ঝর্ণার ছলে,

পৃ. ৫৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩৭.৪ বাহিরিয়া (= বাহির হয়ে) : ত্রিপুণ্ড্র-ধারি রুদ্রের রোষ-বহ্নিতে জনমিয়া

ভয়াল জ্যোতির্জাগশিশু সম আসিলাম বাহিরিয়া,

পৃ. ৫৫০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৭.৫ বিকশি (= বিকশিত হয়ে) : বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার

শেফালির মত শুভ্র সুরভি বিথার

বিকশি উঠিতে চাহে,

পৃ. ৩৫৭, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৩৭.৬ বিকশিয়া (= বিকশিত হয়ে) : আমার অঙ্গনে হেথা বিকশিয়া ঝরে যায় নীপ,

পৃ. ৪৮১, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৩৭.৭ বিকশি (= বিকশিত হয়ে) : কবে অভিনব উঠিলে বিকশি তুমি আপনার মাঝে,

পৃ. ৫১০, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৩৭.৮ বিকশিয়া (= বিকশিত ক'রে) : তোমারি সে হারা-সুরখানি

নববেণু-কুঞ্জ-ছায়ে বিকশিয়া তোলে নব বাণী,

পৃ. ৫২৫, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৩৭.৯ বিকশিল (= বিকশিত হল) : মোর বিকশিল আবেশে তনু

নীপ-সম, নিরুপম, মনোরম,

পৃ. ৫৭২, ন. র. ১ম খণ্ড (চোখের চাতক)

৩৮.০ বিকশি (= বিকশিত হয়ে) : আলোক মঞ্জুরী প্রভাতবেলা

বিকশি জলে কি গো করিছে খেলা,

পৃ. ২৩৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল: ২য় খণ্ড)

৩৮.১ বিকশি (= বিকশিত হয়ে) : মল্লিকা অতসী ওঠে বনে বিকশি

তার তনু-চন্দন গন্ধে,

পৃ. ৩১২, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৩৮.২ বিকশিয়া (= বিকশিত হয়ে) : যে সুর-মায়ায় বিকশিয়া ওঠে শশী তারা অগণন,

পৃ. ৫৬২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৮.৩ বিকশে(= বিকশিত হয়ে) : চরণ নিম্নে বিকশে কমল, সুর সুরধনী বহিয়া যায়

বিশ্বের যত লক্ষ্মীছাড়া মা নিঃস্ব কবির বন্দনায়,

পৃ. ৯৩০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৮.৪ বিকানু (= বিক্রয় করলাম) : বিনা-মূল্যে

শত সাধনায় সেই হিয়াখানি মম

বিকানু তোমার পায়ে,

পৃ. ৫৫৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৩৮.৫ বিদারিয়া (= বিদারণ ক'রে) :

সেই অবেলায় মেঘ-আবরণ
বিদারিয়া এল সোনার রবি কি ভুবন-মোহন,
পৃ. ৮৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৩৮.৬ বিদারিয়া (= বিদারণ ক'রে) : বক্ষ তোমার বিদারিয়া দেখতে যদি এই ধরা
খুঁজে পেত ঐ বুকে তারা হারা-মণি-মাণিক ঢের,
পৃ. ১৩৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম)

৩৮.৭ বিদারিয়া (= বিদীর্ণ ক'রে) : নূতন সূর্য আসিছে কোথায় বিদারিয়া নভোতল,
পৃ. ৩৬৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৩৮.৮ বিনাশে (= বিনাশ করে) : জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে,
পৃ. ৬, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩৮.৯ বিনাশিতে (= বিনাশ করতে) : অসাম্য যাহা সুন্দর ধরনীতে-
হে পরম সুন্দরের পূজারী! হবে তাহা বিনাশিতে,
পৃ. ১৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৩৯.০ বিনাশিতে (= বিনাশ করতে) : রুদ্র এসেছে বিনাশিতে আজ ক্ষুদ্র অহংকার,
পৃ. ৩২২, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৩৯.১ বিনাশি (= বিনাশ ক'রে) : তস্‌বী ও তলোয়ার লয়ে অসি, অসুর যায় বিনাশি,
পৃ. ৩৩৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৩৯.২ বিলসিয়া (=বিলাস ক'রে) : উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যগ্র উগ্র ব্যথা-সুখ,
পৃ. ৬৯, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৩৯.৩ বিষিয়ে (= বিষাক্ত হয়ে) : আমার পরশ আনবে মনে-
বিষিয়ে ও-বুক উঠবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে,
পৃ. ৭৬, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৩৯.৪ বিসর্জিয়া (= বিসর্জন দিয়ে) : রাজকুলমান পুত্র-পত্নী সকল বিসর্জিয়া,

পৃ. ২১৮, ন. র. ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

৩৯.৫ বিস্ফারি (= বিস্ফারিত হয়ে) : রক্ত রসনা বিস্ফারি আসে করাল ভয়ঙ্কর,

পৃ. ২৯৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৩৯.৬ ভেদিয়া (= ভেদ ক'রে) : ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,

পৃ. ৭, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৩৯.৭ ভেদিয়া (= ভেদ ক'রে) : বন্দিল, উর নাগ-নন্দিনী ভেদিয়া পাতাল-তল!

পৃ. ৮৭, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৩৯.৮ ভেদি (= ভেদ ক'রে) : কাল ভেদি ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পাঞ্জার,

পৃ. ৯৫, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৩৯.৯ ভেদি (= ভেদ ক'রে) : কারাগার ভেদি নিঃশ্বাস ওঠে বন্দিনী কোন, ক্রন্দসীর,

পৃ. ১১২, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৪০.০ ভেদি (= ভেদ ক'রে) : ভেদি দৈত্য কারা

উদিলাম পুন আমি কারাত্রাস চির মুক্ত বাধাবন্ধ হারা,

পৃ. ১২৬, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৪০.১ ভেদি (= ভেদ ক'রে) : ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচির ভেদি,

পৃ. ১৩৯, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

৪০.২ ভেদিয়া (= ভেদ ক'রে) : উদিলে দশম মহাজ্যোতিস্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার,

পৃ. ১৪৫, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

৪০.৩ ভেদিয়া (= ভেদ ক'রে) : গৌরীশেখর তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী,

পৃ. ৩০৩, ন. র. ১ম খণ্ড (ফণি-মনসা)

৪০.৪ ভেদিয়া (= ভেদ ক'রে) : কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া আসিলে আলোক জননী,

পৃ. ৩১৫, ন. র. ১ম খণ্ড (ফণি-মনসা)

৪০.৫ ভেদি (= ভেদ ক'রে) : কারা-পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ,

পৃ. ১০৭, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৪০.৬ ভেদি (= ভেদ ক'রে) : মুয়াজ্জিনের আজানধ্বনি উঠলো ভেদি, গগনতল,

পৃ. ৪০৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪০.৭ ভ্রমি (= ভ্রমণ ক'রে) : মৃচ্ছকটিক আর শব্দসার ভ্রমি
আনিলাম কাব্য এক শব্দকল্পদ্রুমি,
পৃ. ৩৯১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪০.৮ মর্মরিবে (= মর্মর শব্দ করবে) : তব সুর কবি মর্মরিবে মরমীর মরমে মরমে,
পৃ. ২২, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৪০.৯ মর্মরিয়া (= মর্মর শব্দ ক'রে) : সমিরণে মর্মরিয়া ফেরে তোমার নাম গীতিকার,
পৃ. ৩৮০, ন. র. ৩য় খণ্ড (ঝড়)

৪১.০ মর্মরি (= মর্মর শব্দ ক'রে) : উঠছে পাতায় পাতায় কাহার করুণ নিশাস মর্মরি,
পৃ. ৪২১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪১.১ মর্মরি (= মর্মর শব্দ ক'রে) : নীরব মনের উপবণ মর্মরি উঠিল অধীর হরষণে,
পৃ. ৬৫৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪১.২ মর্মরি (= মর্মর শব্দ ক'রে) : অঙ্গে অঙ্গে আনন্দে তাঁরি নূপুর উঠিছে মর্মরি,
পৃ. ৭৬৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪১.৩ মুঞ্জরিয়া (= মুঞ্জরিত হয়ে) : মুকুলিয়া বাণী তব কোনটি বা ওঠে মুঞ্জরিয়া,
পৃ. ৫২৪, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৪১.৪ মুঞ্জরিল (= মুঞ্জরিত হল) : তোমার চরণ-ছন্দে মোর মুঞ্জরিল গানের মুকুল,
পৃ. ২৫৬, ন. র. ২য় খণ্ড (বন-গীতি)

৪১.৫ মুঞ্জরিল (= মুঞ্জরিত হল) : শুকনো গাছে মুঞ্জরিল প্রাণ, দেখে যা,
পৃ. ৩২৬, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৪১.৬ মুঞ্জরে (= মুঞ্জরিত হয়ে) : শাখে গাহে পাখি মুঞ্জরে শাখি বন-বীণে ওঠে সুর,
পৃ. ৬০৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪১.৭ মুঞ্জরে (= মুঞ্জরিত হয়) : কাঁটা নিকুঞ্জে এ মোর আর না মুকুল মুঞ্জরে,
পৃ. ৭০৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪১.৮ মুঞ্জরিল (= মুঞ্জরিত হল) : কুসুম কলি মুঞ্জরিল বিরহী লতিকা সহসা ফুটিল,
পৃ. ৯৫৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪১.৯ মূরছিয়া (= মূর্ছিত হয়ে) : মুকুল বয়সে যথা বরষার ফুলদল

বেদনায় মূরছিয়া আছে আঙিনাতে,

পৃ. ৬২৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪২.০ যাচি (=যাচ্ঞা করি) :

এরাই দেবতা, যাচি প্রেম ইহাদেরই কাছে,

পৃ. ৫২, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪২.১ যাচে (= যাচ্ঞা করে) : মহাভিক্ষু প্রাণ মম

প্রেম-বুদ্ধ লাগি হায় দ্বারে দ্বারে মহাভিক্ষা যাচে,

পৃ. ৬৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪২.২ যাচি (= যাচ্ঞা করি) : কেহ অশ্রু নীরে-

কত এল কত গেল ফিরে!

আমি যাচি পূর্ণ সমর্পণ,

পৃ. ৬৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪২.৩ যেচেছিলে (= যাচ্ঞা করেছিলে) : তুমি ততদিন-ই

যেচেছিলে প্রেম মোর, ততদিনই ছিলে ভিখারিনী !

পৃ. ৭৩, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪২.৪ যাচ্বে (= যাচ্ঞা করবে) : আপনি গালে যাচবে চুমা,

চাইবে আদর, মাগ্বে ছোঁওয়া,

পৃ. ৭৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪২.৫ যাচ্বে (= যাচ্ঞা করবে) : সেই আঘাতই যাচ্বে আবার হয়তো হয়ে শ্রান্ত

আসব তখন পান্থ,

পৃ. ৭৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪২.৬ যেচে (= যাচ্ঞা ক'রে) : চাইবে আদর, মাগবে ছোওয়া,

আপনি যেচে চুম্বে-

বুঝবে সেদিন বুঝবে,

পৃ. ৭৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪২.৭ যাচে (= যাচ্ঞা করে) :যাচে ঘন ঘন বরিষণ কেন কেতকী,

পৃ. ৮৩, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪২.৮ যাচিছে (= যাচ্ঞা করছে) : বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারির,

পৃ. ১৪৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

৪২.৯ যাচিল (= যাচ্ঞা করল) : এত করে ঝুরে ঝুরে কে আমায় যাচিল,

পৃ. ১৯৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

৪৩.০ যাচে (= যাচ্ঞা করে) :যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে,

পৃ. ৩১৭, ন. র. ১ম খণ্ড (ফণি-মনসা)

৪৩.১ যাচি (= যাচ্ঞা করি) : চাইনা দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,

পৃ. ৫০৩, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৪৩.২ যাচে (= যাচ্ঞা করে) : কণ্ঠে নব ভাগ দাও মা আশিস যাচে নিখিল প্রাণী,

পৃ. ৯৯, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৪৩.৩ যাচে (= যাচ্ঞা করে) : বেপথু লতা যাচে মধুপের দরশন,

পৃ. ১১৬, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৪৩.৪ যাচে (= যাচ্ঞা করে) :কি যাচে ও আঁখি বুঝিতে যে নারি,

পৃ. ১৫৮, ন. র. ২য় খণ্ড (সুর-সাকী)

৪৩.৫ যাচি (= যাচ্ঞা করি) : সহায় যাচি তোমারে নাথ,

দেখাও মোদের সরল পথ,

পৃ. ২২৪, ন. র. ২য় খণ্ড (জুলফিকার)

৪৩.৬ যাচিল (= যাচ্ঞা করল) : বাঁশিতে শ্যাম মোরে যাচিল,

পৃ. ২৫৭, ন. র. ২য় খণ্ড (বন-গীতি)

৪৩.৭ যাচি (= যাচ্ঞা করি) : বল আমি শরণ যাচি উষা-পতির,

পৃ. ৩৩৯, ন. র. ২য় খণ্ড (কাব্য আমপারা)

৪৩.৮ যাচিয়া (= যাচ্ঞা ক'রে) : আঙিনায় ফুল-গাছে প্রজাপতি নাচে

ফেরে মুখের কাছে আদর যাচিয়া,

পৃ. ৩৯৬, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৪৩.৯ যাচিতে (= যাচ্ঞা করতে) : যাচিতে প্রসাদ সে পাঠাল দূত তোমার কাছে,

পৃ. ৮৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৪৪.০ যাচি (=যাচ্ঞা করি) : যখন পরম নির্ভরতায় শরণ যাচি তোমার পায়,

পৃ. ২১২, ন. র. ৩য় খণ্ড (দশ মহাবিদ্যা)

৪৪.১ যাচিয়াছ (=যাচ্ঞা করেছ) : যার বিরহ এড়িয়ে চলার ছলে যাচিয়াছ যায়,

পৃ. ৪৪১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৪.২ যাচে (=যাচ্ঞা করে) : প্রাণের কাছে রয় যে প্রিয় সেই নবীরে পরান যাচে,

পৃ. ৪৭২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৪.৩ যাচে (=যাচ্ঞা করে) : তাঁর শক্তিতে শক্তিমানের চিরদিন দুনিয়ায় যাচে,

পৃ. ৫২৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৪.৪ যাচিতেছি (=যাচ্ঞা করছি) : ওদেরি মুক্তি চাহিয়া শক্তি যাচিতেছি দিবাযামী,

পৃ. ৫২৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৪.৫ যাপিয়া (= যাপন ক'রে) : যাপিয়া নির্জলা একাদশীর তিথি
পিপাসিত আকাশ যাচে কাহাকে,

পৃ. ২০৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (দেবীস্তুতি)

৪৪.৬ যোজিলাম (= যোজনা করলাম) : সে কি লেখা লিখিলাম মহা মহা পদ্য,
অক্ষর একুন করি, যোজিলাম চৌদ্দ,

পৃ. ৩৯০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৪.৭ যুঝ্বে (= যুদ্ধ করবে) : বইতে প্রাণের শ্রান্ত এ ভার
মরণ-সনে বুঝবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

পৃ. ৭৬, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪৪.৮ যুঝিবে (= যুদ্ধ করবে) : যুঝিবে আত্মশক্তির বলে তারাই অমর সেনা,

পৃ. ২০, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৪৪.৯ যুঝিছে (= যুদ্ধ করছে) : চারিধারে অরি-বন্ধুহীন যুঝিছে একাকী যেন আমীন,

পৃ. ৯০, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৪৫.০ যুঝিয়া (= যুদ্ধ ক'রে) : আমরা যুঝিয়া মরি যদি সব ভীরুতা হইবে লয়,

পৃ. ৩৫০, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৪৫.১ যুঝিয়া (= যুদ্ধ ক'রে) : যুঝিয়া যুঝিয়া শ্রান্ত সে বড়, ডাক ছেড়ে তোরা কাঁদিস নে
জাগিয়া উঠিয়া যুঝিবে আবার, ওরে কেঁদে ঘুম ভাঙিস নে।
পৃ. ৫২৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৫.২ রক্ষিতে (= রক্ষা করতে) : পবিত্র কাবা রক্ষিতে যত কোরেশ সহৃদয়
চারিদিকে তার রচিল প্রাচীর,
পৃ. ৯৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৪৫.৩ রক্ষিতে (= রক্ষা করতে) : আশ্রয়হীনে রক্ষিতে তব শক্তি আসুক নামি,
পৃ. ৩২৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৪৫.৪ রঞ্জিতে (= রঞ্জিত করতে) : ঝরে রঙের পাগল ঝোরা তোমার চরণ রঞ্জিতে,
পৃ. ৬৫৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৫.৫ রচেছি (= রচনা করেছি) : কুঞ্জ রচেছি দুঃখ শোক-তমাল-ছায়,
পৃ. ২৭৫, ন. র. ২য় খণ্ড (বন-গীতি)

৪৫.৬ রচিল (= রচনা করল) : তোমার মায়া রচিল মোর বাদল- মেঘে ইন্দ্রধনু,
পৃ. ২৮৬, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৪৫.৭ রচি (= রচনা করি) : বিশ্ব ভুবন দেউল যাহার কোথায় রচি মন্দির তাঁর,
পৃ. ২৯৩, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৪৫.৮ রচি (= রচনা করি) : কাজ কি ভাই, এ কঠিন আমার সেথায়, শরণ রচি ?
পৃ. ৫০১, ন. র. ২য় খণ্ড (নির্ঝর)

৪৫.৯ রচিছে (= রচনা করেছে) : লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলি রচিছে মায়া,
পৃ. ১৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৪৬.০ রচিলাম (= রচনা করলাম) : রচিলাম কি বিকট শব্দ বাছি বাছি
জাহাজে বেঁধেছে যেন শত শক্ত কাছি,
পৃ. ৩৯১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৬.১ রচলে (= রচনা করলে) : সাহারার দগ্ধ বুকে রচলে তুমি গুলিস্তান,
পৃ. ৪০৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৬.২ রচে (= রচনা করে) : বিরহের চখা-চখি রচে তারা নীড়,

পৃ. ৪৪২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৬.৩ রচিয়াছি (= রচনা করেছি): ঝরা পাতা আর ফুলদল দিয়া রচিয়াছি হেথা পথ,

পৃ. ৫৫২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৬.৪ রচে (= রচনা করে) : আমার সুরের ইন্দ্রধনু রচে আমার ক্ষণিক তনু,

পৃ. ৬৬৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৬.৫ রণিয়ে (= রণন অর্থাৎ ধ্বনিত হয়ে) :

রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে,

পৃ. ৬. ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৪৬.৬ রণিবে (= রণিত হবে) : অত্যাচারীর খড়্গ কৃপান ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,

পৃ. ১০, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৪৬.৭ রণি (= রণিত হয়ে) : ধ্বনি ওঠে রণি দূর বাণীর-

আজিকার এ খুন কোরবানীর।

পৃ. ৩৬, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৪৬.৮ রণে (= রণিত হয়ে) : বেদি-পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার ওঙ্কার !

পৃ. ৯৫, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৪৬.৯ রণি (= রণিত হয়ে) : সে ধ্বনি ওঠে রণি ত্রিংশ কোটি ঐ মানব কল্লোলে।।

পৃ. ১০৯, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৪৭.০ রণি (= ধ্বনিত হয়ে) : বাঁশিতে তোমার বিষাণ-মন্ত্র রণ রণি ওঠে,

পৃ. ৩২৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ফণি-মনসা)

৪৭.১ রণিয়া (= রণিত হয়ে) : সে আওয়াজ জলে থলে উঠিল রণিয়া,

পৃ. ৫৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৪৭.২ রণিয়া (= ধ্বনিত হয়ে) : ক্রন্দন শুধু একটানা অবিরাম

রণিয়া উঠিছে ব্যাপিয়া বিশ্ব,

পৃ. ৯৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৪৭.৩ রণি (= রণিত হয়ে) : উঠল যেখানে রণি প্রথম তকবীর ধ্বনি,

পৃ. ৪৭১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৭.৪ রাজে (= বিরাজ করে) : তোমার নয়ন-ঝুরা অগ্নি-সুরেও রক্তশিখা রাজে,

পৃ. ৩, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৪৭.৫ রাজে (= বিরাজ করে) : ছাই ভৃগুপদ, যাও হে দেখে কি কৌস্তুভ এ হিয়ায় রাজে !

পৃ. ৫৫, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪৭.৬ রাজে (= বিরাজ করে) : সেই পরশের সান্ত্বনা যে আজো আমার মর্মে রাজে।

পৃ. ৫৫, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪৭.৭ রাজে (= বিরাজ করে) : তোমার আঘাত চিহ্ন রাজে যেন আমার বুকের মাঝে।

পৃ. ৫৫, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪৭.৮ রাজে (= বিরাজ করে) : নিত্য চেনার বিত্ত রাজে চিত্ত আরাধনে।

পৃ. ৭৯, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪৭.৯ রাজে (= বিরাজ করে) : তুই চেয়ে দেখ ভাই আপনার মাঝে,

সেথা জাগ্রত ভগবান রাজে,

পৃ. ১০৫, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৪৮.০ রাজিছে (= বিরাজ করছে) : জানাও জানাও, ক্ষুদ্রের মাঝে রাজিছে রুদ্র তেজ রবির !

পৃ. ১০৭, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৪৮.১ রাজিল (= বিরাজ করল) : নীপে নীপে শিহরণ কম্পন রাজিল

পৃ. ১৯৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

৪৮.২ বিরাজে (= বিরাজ করে) : প্রণয়ী বন্ধুর মাঝে যার প্রেম রূপ বিরাজে

পৃ. ৪১৪, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৪৮.৩ বিরাজে (= বিরাজ করে) : চরণ-নখরে শ্যামের আমার চাঁদের মালা বিরাজে,

পৃ. ৪১৯, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৪৮.৪ বিরাজে (= বিরাজ করে) : হবি মৃত্যু-পাথার পার সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে,

পৃ. ৪৮৭, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

৪৮.৫ বিরাজে (= বিরাজ করে) : হেরি কত শত ছন্দ পতন অপূর্ণতা বিরাজে,

পৃ. ১৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৪৮.৬ রাজে (= বিরাজ করে) : দেখে যা কোন রত্ন রাজে আমার হৃদয় সিংহাসনে।

পৃ. ১৬১, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙা জবা)

৪৮.৭ বিরাজে (= বিরাজ করে) : বিরাজে রওজা মোবারক যথা মোর প্রিয় নবীজির।

পৃ. ২৭৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (জুলফিকার: ২য় খণ্ড)

৪৮.৮ বিরাজে (= বিরাজ করে) : তপোবনে রঙ্গে অনঙ্গ বিরাজে।

পৃ. ৩৫৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৪৮.৯ বিরাজে (= বিরাজ করে) : তপোবন রঙ্গে অনঙ্গ বিরাজে।

পৃ. ৪১৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৯.০ বিরাজে (= বিরাজ করে) : মহাশূন্যের বক্ষ জুড়িয়া বিরাজে যে ভাস্কর

পৃ. ৫৪০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৯.১ বিরাজে (= বিরাজ করে) : ভগবানের যে অসীম শক্তি তোমাতে তাহা বিরাজে,

পৃ. ৫৯৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৯.২ রাজে (= বিরাজ করে) : ধ্যানে জ্ঞানে মম হিয়ার মাঝারে

তোমারি মূরতি রাজে

পৃ. ৭১৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৯.৩ রুখিয়া (= প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে) :

অপমানে দাবানল সম তেজে

রুখিয়া উঠিল এই বার যত মোর ব্যথা অরুনিমা,

পৃ. ৭০, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৪৯.৪ রুখিয়া (= প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে) : নৌ-রুস্তম উঠেছে রুখিয়া

সফেদ দানবে দিয়াছে লাজ ?

পৃ. ৪৪৩, ন. র. ১ম খণ্ড (জিঞ্জীর)

৪৯.৫ রুখিয়া (= প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে) : বিষম রুখিয়া শেষে লিখিনু 'দুত্তোর!'

পৃ. ৩৯১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৪৯.৬ রোধিবে (= রোধ করবে) : ওরে সত্য যে চির স্বয়ম্ প্রকাশ,

রোধিবে কি তারে কারাগার ফাঁস,

পৃ. ১০৬, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৪৯.৭ রুষিছে (= রুষ্ট হচ্ছে) : দুই বাহু আর পশ্চাৎ তার রুষিছে তিন বালক শের,

পৃ. ৬৩, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৪৯.৮ রুষিয়া (= রুষ্ট হয়ে) : হাঙর কহিল ভালুক মামা যে ক্রমেই আসিছে রুষিয়া,

পৃ. ১৩৩, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৪৯.৯ রুধিবে (= রোধ করবে) : ক্ষুদ্র রুধিবে ভোলানাথ শিব মহারুদ্রের দ্বার ?

পৃ. ১৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৫০.০ রুধিতে (= রোধ করতে) : এ কথা ভাবিতে বহে স্রোত সম, কিছুতে রুধিতে নারি,

পৃ. ২৯৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৫০.১ রুধিয়াছে (= রোধ করেছে) : তব অভিসার-পথ রুধিয়াছে কে যেন ভয়ঙ্কর,

পৃ. ৩৩৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৫০.২ রুধিবে (= রোধ করবে) : এ পীড়িতেরে ফিরাতে কে পারে, রুধিবে কে আজি দ্বার,

পৃ. ৫৩৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫০.৩ রেঙ্গে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : আমার ব্যথায় রেঙ্গে হোক ও চরণ নিখিল মনোহরণ।

পৃ. ৬২, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৫০.৪ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : আমার ভুবন উঠ্চে রেঙে তার পরশের সোহাগ লেগে,

পৃ. ৮০, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৫০.৫ রাঙ্লে (= রঙিন করে দিলে) : আধার দীঘির রাঙলে মুখ,

পৃ. ১৬৪, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

৫০.৬ রাঙ্গালি (= রঙিন করে দিলি) : তাই কি আমার দুখের কুটির হাসির গানের রঙ্গে রাঙ্গালি,

পৃ. ১৭৭, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

৫০.৭ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত করে) : আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রেঙে,

পৃ. ২০১, ন. র. ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

৫০.৮ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : ভবন ভাঙা আলোর শিখায় ভুবন রেঙে উঠল গো।

পৃ. ২১৪, ন. র. ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

৫০.৯ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : ভাস্কর-সম যেদিকে তাকাই সেই দিক ওঠে রেঙে,

পৃ. ৪৩৬, ন. র. ১ম খণ্ড (জিঞ্জীর)

৫১.০ রাঙিছে (= রঙ্গযুক্ত হচ্ছে) : যথায় বধ্য-মঞ্চ নিত্য রাঙিছে রক্ত-রাগে,

পৃ. ৫৫৭, ন. র. ১ম খণ্ড (সন্ধ্যা)

৫১.১ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : রেঙে উঠুক রঙীন খাতা নতুন হাতের নতুন লেখায়,

পৃ. ৫৮, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৫১.২ রাঙিয়া (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : বলির রক্তে রাঙিয়া উঠেছে যুগে যুগে দশ দিক-সীমা,

পৃ. ৬৭, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৫১.৩ রাঙিয়েছে (= রঙ্গযুক্ত করেছে) : তোমার প্রেমের শহীদ অনেক রাঙিয়েছে ঐ পথতল,

পৃ. ৮৮, ন. র. ২য় খণ্ড (নজরুল গীতিকা)

৫১.৪ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : নিমেষে উঠিয়া নিমেষে সে মেশে তবু রেঙে ওঠে এ গগন,

পৃ. ১৯১, ন. র. ২য় খণ্ড (সুর-সাকী)

৫১.৫ রাঙালে (= রঙিন করে দিলে) : রাঙালে কানন পলাশে আশোকে

তোমাদের মায়া মন্তর,

পৃ. ৩০৯, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৫১.৬ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়েছি) : তব অনুরাগের রঙে আমি উঠিয়াছি রেঙে,

পৃ. ৪২৯, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৫১.৭ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : যে পথে ধাও সে পথ ওঠে ইন্দ্রধনুর রঙে রেঙে,

পৃ. ৪৭৫, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

৫১.৮ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : সেই আলোকে রেঙে উঠে বনের গহন লোক,

পৃ. ৪৮৫, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

৫১.৯ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হবে) : ভেঙে যাবে, মন রেঙে যাবে এক রঙে,

পৃ. ৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৫২.০ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হবে) : ওরে মায়ের গায়ের ছোঁওয়া লেগে উঠবে রেঙে

কবে তোরই মত রাঙবে রে মোর মলিন চিত্ত-দল,

পৃ. ১৪৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙা জবা)

৫২.১ রেঙে (=রঙ্গযুক্ত হল) : মরুর ধূলি উঠল রেঙে রঙিন গোলাপ রাগে,

পৃ. ২৭৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (জুলফিকার: ২য় খণ্ড)

৫২.২ রঙ্গি (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : গঙ্গা এলে বক্ষে সন্ধ্যারাগে রঙ্গি।

পৃ. ৩৫৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৫২.৩ রাঙলি (= রঙ্গযুক্ত হলি) : ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে,

পৃ. ৪০৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫২.৪ রাঙিল (= রঙ্গযুক্ত হল) : রাঙিল উষার রঙে গোধূলি-লগন।

পৃ. ৪১৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫২.৫ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : যুগল কুসুম উজল রঙে হৃদয় আমার উঠ্‌লো রেঙে,

পৃ. ৪৬৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫২.৬ রাঙরে (= রঙ্গযুক্ত হ রে) : খোদার নূরের রওশনীতে রাঙরে দেহ প্রাণ,

পৃ. ৪৮৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫২.৭ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : ম্লান সন্ধ্যার মুখ রেঙে ওঠে তোমাদেরই কুঙ্কুমে,

পৃ. ৫৩০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫২.৮ রাঙিবে (= রঙ্গযুক্ত হবে) : তবে সে তোমার সকল দেউল রাঙিবে আলোর রাগে,

পৃ. ৫৩৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫২.৯ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : দলগুলি মোর রেঙে ওঠে তোমার হাসির কিরণ মেখে,

পৃ. ৬১৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৩.০ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : উদাসীন হিয়া হায়! রেঙে ওঠে অবেলায়
সোনার গোধূলি-রাগে,

পৃ. ৬৬৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৩.১ রাঙাইলে (= রঙ্গযুক্ত করে দিলে) : মাথুরের গোকুল সহসা রাঙাইলে রাসের কুঙ্কুম ফাগে,

পৃ. ৬৬৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৩.২ রাঙিল (= রঙ্গযুক্ত হল) : হইল মধুরতম রাঙিল এ অন্তর,

পৃ. ৮৯৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৩.৩ রাঙিল (= রঙ্গযুক্ত হল) : পূজা-বেদী তার রাঙিল চন্দন-ফাগে।

পৃ. ৪৯৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৩.৪ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : শ্যামল তনু হল রাঙা আবীরে রেঙে,

পৃ. ৪৯৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৩.৫ রাঙিল (= রঙ্গযুক্ত হল) : রাঙিল রঙে নীল চেলি,

পৃ. ৪৯৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৩.৬ রাঙিল (= রঙ্গযুক্ত হল) : রাঙিল আকাশ, বন্দীর বুকে জাগিল আশা অসীম,

পৃ. ৫২৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৩.৭ রাঙিয়া (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : রাঙিয়া উঠুক জীর্ণ ও জরা, ফাগুন উঠুক হেসে,

পৃ. ৫৩০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৩.৮ লভিল (= লাভ করল) : কি শাপে মিশর লভিল অকালে জরা যযাতির প্রায়।

পৃ. ৪৬১, ন. র. ১ম খণ্ড (জিঞ্জীর)

৫৩.৯ লভিবে (= লাভ করবে) : লভিবে মরণে চরণ তোমার সুন্দর অনুপম।

পৃ. ১৫৫, ন. র. ২য় খণ্ড (সুর-সাকী)

৫৪.০ লভিয়াছে (= লাভ করেছে) : লভিয়াছে আশ্রয় শ্রীরাধার চোখে হে,

পৃ. ১৯৭, ন. র. ২য় খণ্ড (সুর-সাকী)

৫৪.১ লভি (= লাভ ক'রে) : লভি তোমাদের পুণ্য প্রসাদ পেনু তীর্থের ফল,

পৃ. ৩০৮, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৫৪.২ লভিতেছ (= লাভ করেছ) : জরারে সেবিয়া লভিতেছ জরা, হইতেছে আয়ু-ক্ষীণ,

পৃ. ১৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৫৪.৩ লভিয়া (= লাভ ক'রে) : মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল ?

পৃ. ৩৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৫৪.৪ লভিল (= লাভ করল) : ঔরসে যার লভিল জনম বিশ্ব-ভূমান মহামানব,

পৃ. ৪৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৫৪.৫ লভিয়াছে (= লাভ করেছে) : (তার) নিকটে আসিতে নারে কাল কঠোর

তব নাম প্রসাদ যে লভিয়াছে,

পৃ. ১৬০, ন. র. ৩য় খণ্ড (রাঙা জবা)

৫৪.৬ লভিয়াছে (= লাভ করেছে) : যে প্রেম লভিয়াছে সমাধি কি হবে সেথায় আর কাঁদি,

পৃ. ২৩২, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল: ২য় খণ্ড)

৫৪.৭ লভিবে (= লাভ করবে) : তোমরা লভিবে অমর মৃত্যু, কোন দিন মরিবে না,

পৃ. ৩৪৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৫৪.৮ লভিয়া (= লাভ ক'রে) : তোদের মাঝারে লভিয়া জনম ঘুরিতেছে পথ হারা,

পৃ. ৩৬৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৫৪.৯ লভিনু (= লাভ করলাম) : লভিনু মনির খনি যেথায় কোরানে,

পৃ. ৪৭১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৫.০ লভিল (= লাভ করল) : মুক্তি লভিল মা গো তব শুভ পরশে,

পৃ. ৪৭৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৫.১ লভিয়া (= লাভ ক'রে) : সে-ই আল্লাহর শক্তি লভিয়া নিত্য শক্তিমান,

পৃ. ৫১২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৫.২ লভিবে (= লাভ করবে) : মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, হইবে আজাদ,

পৃ. ৫২৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৫.৩ লভিবে (= লাভ করবে) : শান্তি লভিবে নিপীড়িতা ধরাতল,

পৃ. ৫৪৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৫.৪ লভিয়া (= লাভ ক'রে) : ক্ষণিকের শুভ দৃষ্টি লভিয়া কাঁদিব পরম বিরহে,

পৃ. ৬৯৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৫.৫ লঙ্ঘিতে (= লঙ্ঘন করতে) : লঙ্ঘিতে হবে উহাদের রচা মরু, নদী, পর্বত,

পৃ. ৫১, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয় শিখা)

৫৫.৬ লঙ্ঘিয়া (= লঙ্ঘন ক'রে) : লখিতে চকিতে লঙ্ঘিয়া যায় গিরি দরী বন সিন্ধু,

পৃ. ১২০, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৫৫.৭ লঙ্ঘিতে (= লঙ্ঘন করতে) : যাও যদি ওগো লঙ্ঘিতে হবে শিশুর আঁসুর স্রোত,

পৃ. ৩৯০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৫.৮ লুটাইয়া (= লুটিয়ে পড়ে) : পিঞ্জরে পাখি যেন লুটাইয়া কাঁদে মন,

পৃ. ৪১৮, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৫৫.৯ লুণ্ঠিয়া (= লুণ্ঠন করেছে) : মন্থন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর

মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর ,

পৃ. ৩৪৮, ন. র. ১ম খণ্ড (সিন্ধু-হিন্দোল)

৫৬.০ লুণ্ঠিছে (= লুণ্ঠন করছে) : আলোক পিয়াসী চঞ্চল পাখা লুণ্ঠিছে নভোতল,

পৃ. ৫১, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৫৬.১ শ্বস্‌ল (= শ্বাস গ্রহণ করল) : আজ হাস্‌ল আগুন, শ্বস্‌ল ফাগুন,

মদন মারে খুন-মাখা তূণ,

পৃ. ৪৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৫৬.২ শ্বস্‌ল (= শ্বাস গ্রহণ করল) : আস্‌ল উদাস, শ্বস্‌ল হুতাশ,

সৃষ্টি ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,

পৃ. ৪৭, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলনচাঁপা)

৫৬.৩ শ্বসিছে (= শ্বাস গ্রহণ করছে) : ব্যাকুল বন-রাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,

পৃ. ১৯৫, ন. র. ১ম খণ্ড (ছায়ানট)

৫৬.৪ শ্বসিছে (= শ্বাস গ্রহণ করছে) : কবি, তোর তমালী কই, শ্বসিছে পূবালী বায়,

পৃ. ৪১২, ন. র. ১ম খণ্ড (বুলবুল)

৫৬.৫ শ্বসে (= শ্বাস গ্রহণ করে) : শ্বসে না ঝাউয়ের শাখে সেই দীর্ঘশ্বাস,

পৃ. ৪৯৩, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৫৬.৬ শ্বসিয়া (= শ্বাস গ্রহণ ক'রে) : শ্বসিয়া উঠিল নিশীথ-সমীর চোর গেল কাঁদে পাখি,

পৃ. ৫১৬, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৫৬.৭ শ্বসিবে (= শ্বাস গ্রহণ করবে) : নিঃশ্বাস মম তোমারে ঘিরিয়া শ্বসিবে সর্বদাই,

পৃ. ৫২১, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৫৬.৮ শ্বসিছে (= শ্বাস গ্রহণ করছে) : বন্দিছে পদ সিন্ধুজল উর্ধ্বে শ্বসিছে ঝঞ্ঝাবাত,

পৃ. ৫৪৫, ন. র. ১ম খণ্ড (সন্ধ্যা)

৫৬.৯ শ্বসিছে (= শ্বাস গ্রহণ করছে) : শ্বসিছে বাহির ঘর ভেজা পবনে,

পৃ. ৫৭১, ন. র. ১ম খণ্ড (চোখের চাতক)

৫৭.০ শ্বসিয়া (= শ্বাস গ্রহণ ক'রে) : সাহস্র- ফণা বাসুকির সম বহ্নি সে শ্বসিয়া ফিরিছে,

পৃ. ৪৯, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৫৭.১ দীর্ঘশ্বসি (= দীর্ঘশ্বাস ফেলে) : দীর্ঘশ্বসি কাঁদে অরণ্য শনশন,

পৃ. ১০৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৫৭.২ শ্বসিয়া (= শ্বাস গ্রহণ ক'রে) : শ্বসিয়া শ্বসিয়া ঝুরিছে পবন,

পৃ. ১১৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৫৭.৩ শ্বসিছে (= শ্বাস গ্রহণ করছে) : ললাটে কর হানি, কাঁদিছে আকাশ
শ্বসিছে শনশন হুতাশ বাতাস,

পৃ. ৪০৩, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৫৭.৪ শ্বসিয়া (= শ্বাস গ্রহণ ক'রে) : যেন কার ব্যথিত নিশাস শ্বসিয়া ফিরিছে হেতা,

পৃ. ৪০৫, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৫৭.৫ শ্বসি (= শ্বাস গ্রহণ ক'রে) : তব মুখ-মদ-গন্ধের মত ফুলবন ওঠে শ্বসি,

পৃ. ৩০৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৫৭.৬ শ্বসিয়া (= শ্বাস গ্রহণ ক'রে) : শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠিছে গো আজি, কাঁপিছে মর্মবীণ,

পৃ. ৩৮৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৭.৭ শ্বসিয়া (= শ্বাস গ্রহণ ক'রে) : শ্বসিয়া শ্বসিয়া ওঠে বেনুকার বন
ও বুঝি শুনেছে গো বাঁশরি কানুর,

পৃ. ৯০৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৭.৮ শুষিল (= শোষণ করল) : ভকতি উথলি চিত করিত অধীর
মিহির-কিরণে ওগো শুষিল শিশির,

পৃ. ৩৮৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৭.৯ শাসিবে (= শাসন করবে) : অতীত কি বর্তমানে এখনো শাসিবে ?

পৃ. ৩৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৫৮.০ শিহরিছে (= শিহরিত হচ্ছে) : শিহরিছে উপবন ফুলের হাওয়াতে,

পৃ. ৬৯৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৮.১ শোভে (= শোভা পায়) : শোভে করুণার ভালে লাল রক্ত-টিকা,

পৃ. ১০১, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৫৮.২ শোভিবে (= শোভা পাবে) :

শোভিবেই ভাই, ঐ-ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প তাজে।।

পৃ. ১০৩, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৫৮.৩ শোভেছিল (= শোভা পেয়েছিল) : শোভেছিল যাহে নদী কমলার রক্ত-চরণ-তল,

পৃ. ২১৬, ন. র. ১ম খণ্ড (চিত্তনামা)

৫৮.৪ শোভিল (= শোভা পেল) : শোভিল ফুলে ফলে শুষ্ক অটবী,

পৃ. ৫৪৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৮.৫ শোষি (= শোষণ করি) : হাটু গেড়ে তার বুকে বসি, ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি,

পৃ. ১৫১, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

৫৮.৬ শোষিছে (= শোষণ করছে) : শক্তি হাঙর শোষিছে রক্ত, মৃত্যু শোষিছে সাগর-প্রাণ,

পৃ. ১৪৮, ন. র. ১ম খণ্ড (ভাঙার গান)

৫৮.৭ সংহারিয়া (= সংহার ক'রে) : শূন্যে নাচে প্রলয় নাচন সংহারিয়া সর্বনাশ,

পৃ. ৩০৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৫৮.৮ সংহারিতে (= সংহার করতে) : এল না ত কেউ শক্তি সিদ্ধ তাদের সংহারিতে,

পৃ. ৩১৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৫৮.৯ সংহারিতে (= সংহার করতে) : অসুর সংহারিতে বাঁচাতে উৎপীড়িতে

ধ্বংস করিতে সব বন্ধন বন্দী শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী এল রে ঐ,

পৃ. ৭৯২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৫৯.০ সাপটি (= জড়িয়ে ধ'রে) :

ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি,

পৃ. ৯, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৫৯.১ সাপটি' (= সাপট দিয়ে) : ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি' দাপটি' সাপটি',

পৃ. ১২, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৫৯.২ সাপটি (= সাপট দিয়ে) : দৃষ্টি সীমায় রাখিয়া তাহারে উগ্রচণ্ড সুখে

পুচ্ছ সাপটি খেলা করে আর শিকার মরে সে ধুঁকে,

পৃ. ১৮, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৫৯.৩ সিনানি (= সিনান অর্থাৎ অবগাহন ক'রে) :

তোমাদের রস-ধারায় সিনানি হল তনু শুচি সুন্দর,

পৃ. ৩০৯, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৫৯.৪ সঙ্কুচিয়া (= সঙ্কুচিত হয়ে) : দীর্ঘ রাজপথ - অজগর সঙ্কুচিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে!

পৃ. ১৩২, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৫৯.৫ সম্ভাষিছে (= সম্ভাষণ করছে) : বন্ধু বলিয়া গলা জড়াইয়া কে যেন সম্ভাষিছে,

পৃ. ৪৬৫, ন. র. ১ম খণ্ড (জিঞ্জীর)

৫৯.৬ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেণু।

পৃ. ৫১৪, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৫৯.৭ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : মোরে স্মরিয়া রাধিকাও হল কি বাঁকা

পৃ. ১১০, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৫৯.৮ স্মরি (= স্মরণ করি) : সুখ-দিনে ভুলে থাকি, বিপদে তোমারে স্মরি

পৃ. ২৩৫, ন. র. ২য় খণ্ড (জুলফিকার)

৫৯.৯ স্মরি (= স্মরণ করি) : তোমারে স্মরি সঙ্গোপনে, এসো গোধূলির রাঙা লগণে।

পৃ. ২৫৪, ন. র. ২য় খণ্ড (বন-গীতি)

৬০.০ স্মরিবে (= স্মরণ করবে) : সেদিন মানুষ স্মরিবে, হায় ! কিন্তু সেদিন স্মরনে কি হবে ?

পৃ. ৩৫৪, ন. র. ২য় খণ্ড (কাব্য আমপারা)

৬০.১ স্মরি (= স্মরণ ক'রে) : দোয়েল শ্যামা ডাকে আজি দোল-পূর্ণিমা স্মরি,

পৃ. ৪১৮, ন. র. ২য় খণ্ড (গীতি-শতদল)

৬০.২ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : খোদায় স্মরিয়া ভেজিল শোকর জুড়িয়া পানি।

পৃ. ৮৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৬০.৩ স্মরিও (= স্মরণ করিও) : চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে আমারে স্মরিও

পৃ. ২৫৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল : ২য় খণ্ড)

৬০.৪ স্মরি (= স্মরণ ক'রে) : (ঐ) পদ্ম-পুকুরে মোরে স্মরি ঝুরে আঁখি মোর কমলিনী।

পৃ. ২৬২, ন. র. ৩য় খণ্ড (বুলবুল : ২য় খণ্ড)

৬০.৫ স্মরিয়াছ (= স্মরণ করেছ) : তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব, এই গৌরব খানি

রাখিব কোথায় –

পৃ. ৫৪০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬০.৬ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : সেথা গিয়া তুমি মোদের স্মরিয়া কাঁদিবে না কি নিভৃতে ?

পৃ. ৫৪২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬০.৭ স্মরিও (= স্মরণ করিও) : তুমি মোরে স্মরিও যদি এই পথে কোনদিন চলিতে প্রিয়

পৃ. ৬০৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬০.৮ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : বিদেশী বন্ধু তোমারে স্মরিয়া ফিরে এল নিজ দেশ।

পৃ. ৬১১, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬০.৯ স্মরিও (= স্মরণ করিও) : প্রিয় হে প্রিয় মোরে স্মরিও সেই সন্ধ্যায়

পৃ. ৬৬০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬১.০ বিস্মরি (= বিস্মৃত হয়ে) : হৃদয় কারেও নাহি দিও আমারে বিস্মরি হে,

পৃ. ৬৮৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬১.১ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : সুখ-দিনে ভুলে থাকি,

বিপদে তোমারে স্মরিয়া,

পৃ. ৭২৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬১.২ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : তুমি নীল তনু হলে স্মরিয়া স্মরিয়া রাধার নীলাম্বরী।

পৃ. ৭৮৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬১.৩ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : মিলন হবে কোথা সে কবে কাঁদিছে সাগর স্মরিয়া নদী

পৃ. ৮১০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬১.৪ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : এলে যে ফিরিয়া দাসীরে স্মরিয়া জীবন সফল মম।

পৃ. ৮৫৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬১.৫ সঞ্চারি (= সঞ্চার বা বিস্তার ক'রে) : আমি ত্রাস সঞ্চারি ভূবনে সহসা সঞ্চারি ভূমিকম্প

পৃ. ৯, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৬১.৬ সঞ্চারিয়া (= সঞ্চার ক'রে) : তারপর একদিন

তুমি মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া

বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হবে,

পৃ. ৭১, ন. র. ১ম খন্ড (দোলন-চাঁপা)

৬১.৭ সঞ্চারি (= সঞ্চার ক'রে) : শবে শবে গেলে প্রাণ সঞ্চারি কেশব, বিলায়ে তোমার প্রাণ,

পৃ. ৭০, ন. র. ২য় খণ্ড (প্রলয়-শিখা)

৬১.৮ সঞ্চারিয়া (= সঞ্চার ক'রে) : পর্বত সব সঞ্চারিয়া ফিরবে যখন ।

পৃ. ৩৬২, ন. র. ২য় খণ্ড (কাব্য আমপারা)

৬১.৯ সঞ্চরি (= বিচরণ ক'রে) : উদ্ভিদ্ জড় জীব হয়ে আমি ফিরিতেছি সঞ্চরি

পৃ. ১৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৬২.০ সঞ্চারিতে (= সঞ্চার বা ব্যাপ্ত করতে) : অনন্ত জনগণ মাঝে পারে শক্তি সঞ্চারিতে

পৃ. ৩৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৬২.১ সঞ্চরি (= সঞ্চরণ বা বিচরণ ক'রে) : বরাহ মহিষ অসুর দানব ফিরিতেছে সঞ্চরি,

পৃ. ৩২৭, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৬২.২ সঞ্চরি (= সঞ্চরণ বা বিচরণ করি) : মোরা বাঙলার নবযৌবন, মৃত্যুর সাথে সঞ্চরি,

পৃ. ৩৪৩, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৬২.৩ সঞ্চরি (= সঞ্চরণ বা বিচরণ ক'রে) : পৃথিবীর অরণ্য বিদীর্ণ করি

সঞ্চরি ফেরে ডেভিলের রুধিরে রুধিরে

পৃ. ৪৫২, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬২.৪ সঞ্চরে (= সঞ্চারণ বা বিচরণ করে) : মোর প্রাণ যেন শক্তি ও আশ্বাস দিয়া সঞ্চরে।

পৃ. ৫২০, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬২.৫ সমর্পিয়া (= সমর্পণ ক'রে) : আজ তারে ভুলাইতে চাহ,

যাহে তুমি পূজেছিলে পূর্ণ মন-প্রাণ সমর্পিয়া

পৃ. ৭১, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৬২.৬ সমর্পিনু (= সমর্পণ করলাম) : প্রস্ফুটিত সে কমল তব জন্মদিনে সমর্পিনু শ্রীচরণে।

পৃ. ২৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (নতুন চাঁদ)

৬২.৭ সমর্পিয়া (= সমর্পণ ক'রে) : কহিল, সকলি দিলাম তোমাকে সমর্পিয়া,

পৃ. ৮৮, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৬২.৮ স্বনিল (= স্বনিত বা ধ্বনিত হল) : ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে।

পৃ. ৩৫, ন. র. ১ম খণ্ড (অগ্নি-বীণা)

৬২.৯ স্বনিছে (= স্বনিত বা ধ্বনিত হচ্ছে) : ক্রন্দন-ঘন বিশ্বে স্বনিছে প্রলয়-ঘটার হুহুঙ্কার,

পৃ. ১০২, ন. র. ১ম খণ্ড (বিষের বাঁশী)

৬৩.০ সাঁতরিয়া (= সাঁতার দিয়ে) : শতবর্ষ সাঁতরিয়া ভেসে আসে স্বপ্নে তব গান।

পৃ. ৫২৫, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৬৩.১ সাঁতারিয়া (= সাঁতার দিয়ে) : সাঁতারিয়া কাবেরীর শান্ত বক্ষ মাঝে
অশান্ত তরঙ্গ তোলে।
পৃ. ৩৬৪, ন. র. ৩য় খণ্ড (শেষ সওগাত)

৬৩.২ সাঁতরিতে (= সাঁতার দিতে) : এস এস বিরহী
আমি এনেছি বহি
সেই সিন্ধুতে সাঁতরিতে সোনার তরী।
পৃ. ৬৫৫, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

৬৩.৩ সৃজিলাম (= সৃজন করলাম) : প্রলয়ের ধূমকেতু ধূমে
হিংসা হোমশিখা জ্বালি সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।
পৃ. ৭০, ন. র. ১ম খণ্ড (দোলন-চাঁপা)

৬৩.৪ সৃজিলে (= সৃজন করলে) : সৃজন ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে।
পৃ. ৮১, ন. র. ২য় খণ্ড (নজরুল-গীতিকা)

৬৩.৫ সৃজিব (= সৃষ্টি করব) : তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব আমরাবতী,
পৃ. ৪৮৬, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৬৩.৬ সৃজিতেছিল (= সৃজন করছিল) : সন্দেহের শত আলো-ছায়া
ও মুখে সৃজিতেছিল কী যেন কি মায়া!
পৃ. ৫০৬, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৬৩.৭ সৃজিতে (= সৃষ্টি করতে) : উন্মাদ ফর্হাদ যারে পাহাড় কাটিয়া
সৃজিতে চাহিয়াছিল- একি সেই শিরী ?
পৃ. ৫০৬, ন. র. ১ম খণ্ড (চক্রবাক)

৬৩.৮ সৃজিয়াছে (= সৃজন করেছে) : মদ খেয়ে সৃজিয়াছে স্রষ্টা-শুঁড়ি,
পৃ. ১২৬, ন. র. ২য় খণ্ড (চন্দ্রবিন্দু)

৬৩.৯ সৃজিলে (= সৃষ্টি করলে) : তোমরা সৃজিলে নব দেশ জাতি অগোচর অপচল,
পৃ. ৩০৮, ন. র. ২য় খণ্ড (গুল-বাগিচা)

৬৪.০ সৃজিয়া (=সৃষ্টি ক'রে) : সৃজিয়া তৃণাদি তারে আবার করেন কৃষ্ণ ভস্মবৎ,
পৃ. ৩৫৫, ন. র. ২য় খণ্ড (কাব্য আমপারা)

৬৪.১ সৃজিয়া (= সৃষ্টি ক'রে) : যে প্রভু তোমার সৃজিয়া তারপর সাজালে কেমন
কৌশলে যেথা যাহা মানায়,
পৃ. ৩৬২, ন. র. ২য় খণ্ড (কাব্য আমপারা)

৬৪.২ সৃজিয়া (= সৃষ্টি ক'রে) : আমরা সৃজিয়া যাই নতুন যুগ ভাই
পৃ. ৪৯৩, ন. র. ২য় খণ্ড (গানের মালা)

৬৪.৩ সৃজিতে (= সৃজন করতে) : দেবতারে যারা করিছে সৃজন, সৃজিতে পারে না আপনারে,
পৃ. ৫২৭, ন. র. ২য় খণ্ড (নির্ঝর)

৬৪.৪ সৃজিব (= সৃজন করব) : আমরা সৃজিব আমাদের মত
করে আমাদের নব-সমাজ,
পৃ. ৫৩৫, ন. র. ২য় খণ্ড (নির্ঝর)

৬৪.৫ সৃজিয়া (= সৃজন ক'রে) : সৃজিয়া মানব-আত্মা তাহার দানিল মানব দেহে।
পৃ. ৪৬, ন. র. ৩য় খণ্ড (মরু-ভাস্কর)

৬৪.৬ সৃজিতে (= সৃজন করতে) : চাকর সৃজিতে চাকরি করিতে
ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে,
পৃ. ৪৩৯, ন. র. ৩য় খণ্ড (কবিতা ও গান)

নজরুল তাঁর কাব্যসমূহে 'নামধাতু-রূপে ব্যবহৃত শব্দাবলি'-র সুপ্রচুর প্রয়োগ করেছেন : এ কথা ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তবে তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে (অর্থাৎ ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধসমূহে) এরূপ শব্দের অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যবহার করেছেন। নিচে কাজী নজরুল ইসলামের কথাসাহিত্যে 'নামধাতু-রূপে ব্যবহৃত শব্দাবলী', শ্রেণীবিন্যস্ত করে, উপস্থাপন করা হল :

১.০ অনুরণি (= অনুরণিত হয়ে) : তোমার নূপুর ধ্বনি প্রাণে ওঠে অনুরণি সহসা . . .
রাঙাইল কুঙ্কুম ফাগে,
পৃ. ৩৪১, ন. র. ৪র্থ খণ্ড (নাট্যগীতি)

১.১ উচ্চারিবে (= উচ্চারণ করবে) : সবাই মিলে উচ্চারিবে মাতৃনামের বেদ,
পৃ. ২৫৯, ন. র. ৪র্থ খণ্ড বিজয়া (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

১.২ উছলিয়া (= উচ্ছলিত হয়ে) :তোমার . . . নিবিড় বেদনা সেদিন যেন উছলিয়া উঠে না, মা !
পৃ. ৮১০, ন. র. ১ম খণ্ড (যুগবাণী)

১.৩ উথলে (= উচ্ছলিত হয়ে) : মানে না বারণ উথলে বারি ভাসাল কুললাজ রুধিতে নারি,
পৃ. ৩২৫, ন. র. ৪র্থ খণ্ড (নাট্যগীতি)

১.৪ উলসিয়া (= উল্লসিত হয়ে) : আবার এর তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগ-
হিন্দোলা উলসিয়া উঠুক,
পৃ. ৮৬৪, ন. র. ১ম খণ্ড (দুর্দিনের যাত্রী)

১.৫ এগোবার (= এগিয়ে যাবার) : একটু নড়ে চড়ে সত্যের বিরুদ্ধতার সাথে লড়ে এগোবার
ক্ষমতা নেই,
পৃ. ১০, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, মুশকিল, (প্রবন্ধ)

১.৬ গরজিছে (= গর্জন করছে) : গরজিছে রহি' রহি' অশনি সঘন,
পৃ. ৩২৭, ন. র. ৪র্থ খণ্ড (নাট্যগীতি)

১.৭ গুঞ্জরি (= গুঞ্জন করছে) : মাহুয়ার বনে ভ্রমর-ভ্রমরী ফিরিতেছে গুঞ্জরি,
পৃ. ২০১, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, অতনুর দেশ (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

১.৮ গুম্‌রে (= কাতর হয়ে) : মর্মে আমার তারই গাঢ় গমক গুম্‌রে ফিরতে লাগল,

পৃ. ৬২৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ব্যথার দান)

১.৯ গুমরে (= কাতর হয়ে) :লুকিয়ে এমনি গুমরে গুমরে কেঁদেছিল, যেদিন তুমি যুদ্ধে চলে যাও !

পৃ. ৭৪১, ন. র. ১ম খণ্ড (বাঁধনহারা)

২.০ গুমরিয়া (= কাতর হয়ে) : আজিকার মতো ... এই হিম-নিরেট প্রাণ অভিমান-

ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত- না,

পৃ. ৮১৪, ন. র. ১ম খণ্ড (যুগবাণী)

২.১ গুমরে (= কাতর হয়ে) : তার ঐ সসীম বুকেই অসীমের বীণের গুমরে-ওঠা বেদনার নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে,

পৃ. ৮, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, জীবন-বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)

২.২ গুমরে (= কাতর হয়ে) : তোমার বুকের ভিতর যে দেবতা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে তার কণ্ঠরোধ করে... চলেছ ?

পৃ. ১৬, ন. র. ৪র্থ খণ্ড,ভিক্ষা দাও (প্রবন্ধ)

২.৩ গোঙিয়ে (= গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে) : বিয়ে বাড়ির ছালনা-বাঁধা আঙিনায় কে দড়াম করে আছড়ে পড়ে গোঙিয়ে উঠল, "মা গো",

পৃ. ৬৪৯, ন. র. ১ম খণ্ড (ব্যথার দান)

২.৪ চমকিয়ে (= চমক লাগিয়ে) : মারের চোটে স্রষ্টারও পিলে চমকিয়ে দেওয়া চাই।

পৃ. ১৭, ন. র. ৪র্থ খণ্ড,কামাল, (প্রবন্ধ)

২.৫ ঝলমলিয়ে (= ঝলমল ক'রে) : আমার আবার গান! শমশের হয়ত রাগে ঝলমলিয়ে উঠবে,

পৃ. ১৯২, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, ঈদ (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

২.৬ ত্যজিলাম (= ত্যাগ করলাম) : (আমি) উদাসী পাগল হয়ে না ত্যজিলাম কায়া এই চাঁদের

মুখে পড়ল আমার রাহুল প্রেমের ছায়া।

পৃ. ১৫১, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, ভূতের ভয় (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

২.৭ ধ্বনিয়া (= উচ্চারিত হয়ে) : অনেক দূরে দিগ্বলয়ের কোলে কাহাদের একতান সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল,

পৃ. ৭১৮, ন. র. ১ম খণ্ড (রিক্তের বেদন)

২.৮ নিবেদিয়া (= নিবেদন ক'রে) : তটিনী উর্মির মর্ম নিয়া শত ভঙ্গে চন্দ্রে নিবেদিয়া দুর্নিবার... কণ্ঠকল- গীতে ভরা,

পৃ. ৩৩৮, ন. র. ৪র্থ খণ্ড (নাট্যগীতি)

২.৯ পূজতে (= পূজা করতে) : সে ফুল মাগো তোরই তরে পূজতে তোরই চরণতল।

পৃ. ২০৭, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, বিদ্যাপতি (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৩.০ বকিছে (= বকবক করছে) : এলোমেলো দখিনা মলয় রে প্রলাপ বকিছে বনময় রে,

পৃ. ২৭২, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, বাসন্তিকা, (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৩.১ বকেছেন (= বকবক করেছেন) : 'সাহেব' তুর্কদের সম্বন্ধে... যে সব বাজে বকেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু না বলে... এ নীরস গদ্যের অবসান করব,

পৃ. ৩, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, তুর্ক মহিলার গোমটা খোলা (প্রবন্ধ)

৩.২ ব্যথিয়ে (= ব্যথিত ক'রে) : ঐ 'না' কথাটা বলবার সময় সে করুন... কান্না তার গলা থেকে বেরিয়ে ভোরের বাতাসটাকে ব্যথিয়ে তুলেছিল,

পৃ. ৬২৩, ন. র. ১ম খণ্ড (ব্যথার দান)

৩.৩ ব্যথিয়ে (= ব্যথিত হয়ে) : নিরেট জমাট আঁধার ছিঁরে ঝড়ের মুখে... তীব্র গোঙানি ব্যথিয়ে উঠছে,

পৃ. ৬৩১, ন. র. ১ম খণ্ড (ব্যথার দান)

৩.৪ ব্যথিয়ে (= ব্যথিত ক'রে) : দুপুর রোদ্দুরকে ব্যথিয়ে ব্যথিয়ে... একটা ঘুঘু করুন কণ্ঠে

কূজন কান্না কাঁদছে।

পৃ. ৭৪৪, ন. র. ১ম খণ্ড (বাঁধনহারা)

৩.৫ বন্দিতে (= বন্দনা করতে) : প্রদীপ-শিখা সম কাঁপিছে প্রাণ মম তোমায়। হে সুন্দর বন্দিতে,

পৃ. ২৭৭, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, বাসন্তিকা, (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৩.৬ বরষিছে (= বর্ষণ করছে) : অবিরত বাদর বরষিছে ঝরঝর বহিছে তরলতর পুবালী পবন।

পৃ. ৩২৭, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, বিদ্যাপতি নাটকের গান (নাট্যগীতি)

৩.৭ বর্ষেছে (= বর্ষিত হয়েছে) : চারিদিক হতে বর্ষেছে শিরে অবিশ্বাসের গ্লানি,

পৃ. ৭২১, ন. র. ১ম খণ্ড (বাঁধনহারা, উৎসর্গ)

৩.৮ বিকশিল (= বিকশিত হল) : পুলকে বিকশিল প্রেমের শতদল,

পৃ. ২৭৫, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, বাসন্তিকা (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৩.৯ বিরাজে (= বিরাজ করে) : প্রতিমার মাঝে প্রতিমা বিরাজে হায় রে অন্ধ, বুঝিস্ নে,

পৃ. ২৫৮, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, বিজয়া, (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৪.০ বিষাইয়া (= বিষাক্ত হয়ে) : সহজ জনসাধারণের সরল মন... মন অতি অল্পেই ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে।

পৃ. ৮৪০, ন. র. ১ম খণ্ড (যুগবাণী)

৪.১ বেরোয়নি (= বের হয় নাই) : তুর্কিরা আধুনিক পাশ্চাত্য... হলেও এখনও তাদের মেয়েরা পথে ঘোমটা খুলে বেরোয়নি।

পৃ. ৪, ন. র. ৪র্থ খণ্ড (প্রবন্ধ)

৪.২ ভেদি (= ভেদ ক'রে) : ওঠ ওঠ বীর উন্নত-শির দুর্জয়, ভেদি' কুয়াশা মায়ার,

পৃ. ১৩৩, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, ভূতের ভয়, (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৪.২ মর্মরিয়া (= মর্মর শব্দ ক'রে) : মর্মরিয়া লতাপাতা দখিনা পবন,

পৃ. ২৭৬, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, বাসন্তিকা, (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৪.৩ মর্মরিয়া (= মর্মর শব্দ ক'রে) : মুকুল-সৌগন্ধ ভারে দখিনা পবন নৃত্যের ছন্দে চলে

মর্মরিয়া বেণু-বন,

পৃ. ৩৩৮, ন. র. ৪র্থ খণ্ড (নাট্যগীতি)

৪.৪ যাচে (= যাচ্ঞা করে) : ওকি মধু যাচে, কেন আসে না কাছে

পৃ. ১৯৯, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, গুলবাগিচা (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৪.৫ যাচে (=যাচ্ঞা করে) : চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে,

পৃ. ২০৪, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, অতনুরদেশ, (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৪.৬ রণিয়া (= ধ্বনিত হয়ে) : বনের সিক্ত আকাশকে ব্যথিয়ে... চাতকের অতৃপ্তির কাঁদন

রণিয়ে রণিয়ে উঠছিল।

পৃ. ৬২৬, ন. র. ১ম খণ্ড (ব্যথার দান)

৪.৭ রণিয়ে (= ধ্বনিত হয়ে) : বাইরে আমার ভাঙা দরজায়... শুধু একরোখা বুক-

চাপড়ানি আর কারবালা-মাতম রণিয়ে উঠল,

পৃ. ৬৪৯, ন. র. ১ম খণ্ড (ব্যথার দান)

৪.৮ রণিয়া (= ধ্বনিত হয়ে) : অভাগী মাতার মর্ম-বিদারী কাৎরানি আর বুকচাপানি

রণিয়া রণিয়া গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল,

পৃ. ৮১৭, ন. র. ১ম খণ্ড (যুগবাণী)

৪. রুধবার (= রোধ করবার) : সে কান্নার রুধবার শক্তি নেই- শক্তি নেই

পৃ. ৬৪৮, ন. র. ১ম খণ্ড (ব্যথার দান)

৪.৯ রুধিতে (= রোধ করতে) : মানে না বারণ উথলে বারি ভাসাল কুললাজ রুধিতে নারি

পৃ. ৩২৫, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, সিরাজউদ্দৌলা নাটকের গান (নাট্যগীতি)

৪.১০ রঞ্জিতে (= রঞ্জিত করতে) : লুটাইয়া পড়ে ঝরা ফুলের মত তোমার পদতল রঞ্জিতে।

পৃ. ২৭৫, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, বাসন্তিকা (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৪.১১ রাঙিয়ে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : নাশপাতি-গুলো রাঙিয়ে উঠেছে সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মত।

পৃ. ৬০৪, ন. র. ১ম খণ্ড (ব্যথার দান)

৪.১২ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : সে আমার পানে... সিঁদুরে আমের মত রেঙে উঠে... তোমাকে এই তারারই একটি হতে হবে।

পৃ. ৬৯৪, ন. র. ১ম খণ্ড (রিক্তের বেদন)

৪.১৩ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : তোমাদের বিভূতি-বরণ অঙ্গ কাঁচা বিষের গাঢ় সবুজ রাগ রেঙে উঠুক।

পৃ. ৮৭৩, ন. র. ১ম খণ্ড (রুদ্র-মঙ্গল)

৪.১৪ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : আজ ভোরে কিসের খুশিতে মন যেন শিউলি-ঝরা আঙিনার মত রেঙে উঠেছে,

পৃ. ১৯০, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, ঈদ, (নাটক, নাটিকা, গীতিবিচিত্রা)

৪.১৫ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : যেমন নীরবে রেঙে ওঠে সন্ধ্যা - গগণে - কুল,

পৃ. ৩৩১, ন. র. ৪র্থ খণ্ড (নাট্যগীতি)

৪.১৬ রেঙে (= রঙ্গযুক্ত হয়ে) : উদাসীন হিয়া হায় রেঙে ওঠে অবেলায় সোনার গোধূলি-রাগে,

পৃ. ৩৪০, ন. র. ৪র্থ খণ্ড (নাট্যগীতি)

৪.১৭ রাঙ্গাবার (= রঙ্গযুক্ত করার) : অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি ?

পৃ. ৯, ন. র. ৪র্থ খণ্ড, আমার ধর্ম (প্রবন্ধ)

Dhaka University Institutional Repository

৫. ক্ষরবে (= ক্ষরিত হবে) : সেও তো এর মতই বলেছিল, আমাদের মিলন হবে....

যখন বিদায় বাঁশির সুরে... ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ক্ষরবে !

পৃ. ৬৮৯, ন. র. ১ম খণ্ড (রিক্তের বেদন)

Dhaka University Institutional Repository

(খ) বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের ছয়জন বিশিষ্ট কবির কাব্যে শব্দের নামধাতু-রূপে ব্যবহার

খ. বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের ছয়জন কবির কাব্যে শব্দের নামধাতু-রূপে ব্যবহার :

এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের ছয়জন প্রখ্যাত কবির কাব্যে শব্দের নামধাতু-রূপে ব্যবহার - বিষয়ে পর্যবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করার পক্ষপাতী। মধ্যযুগের এই ছয়জন কবি হলেন : (ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'- রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, (খ) 'ইউসুফ-জোলেখা'- রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সগীর , (গ) 'চণ্ডীমঙ্গল'- রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, (ঘ) 'পদ্মাপুরাণ'- রচয়িতা শ্রীরায় বিনোদ, (ঙ) 'পদ্মাবতী' - রচয়িতা আলাওল, (চ) 'অন্নদামঙ্গল'- রচয়িতা ভারতচন্দ্র।

পর্যায়ক্রমে, এই ছয়জন কবির কাব্যে শব্দের নামধাতু-রূপে ব্যবহারের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন '- রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস :

বড়ু চণ্ডীদাস -এর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত) বইটি থেকে আমরা এর কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করেছি ; যা নিচে উপস্থাপন করা হল :

১.১ আদেশিব (= আদেশ করবে) : যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে
তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
পৃ. ১৬৯ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

১.২ উদ্ধারিলো (= উদ্ধার করল) : বেদ উদ্ধারিলো ক্রীড়া সাগর জলে
নীলাএ আহ্মে মুরারী।
পৃ. ৬০ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

১.৩ উপজিলা (= উৎপত্তি করলেন) : তেকারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ।। ল ।। আল রাধা ।।
তীনভূবনজনমোহিনী।
পৃ. ৩৭ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

১.৪ উপেখী (= উপেক্ষা করি) : আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী ।
নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী।।
পৃ. ৪৮ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ উপেখিল (= উপেক্ষা করল) : নাগর শেখর নান্দের সুন্দর
উপেখিল মতিমোষে।
পৃ. ৪২ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

১.৬ উলসিলী (= উল্লসিত হল) : সে ভার দেব বনমালী বহে ল
উলসিলী গোআলার ঝী।
পৃ. ৭৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

১.৭ খণ্ডায়িবোঁ (= খণ্ডন করব) : চির সময় সঞ্চিত উ তোর মণে।
খণ্ডায়িবোঁ আজি ভালমণে ।।
পৃ. ৮৫ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

১.৮ গরজিলী (= গর্জন করলেন) : এখোহি না রাখিলেক তোর মাঅ বাপ।
কোপেঁ গরজিলী রাধা যেন কালসাপ।।
পৃ. ৪৫ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

১.৯ গোচরিল (= গোচরে আনলেন) : গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে।
তেকারণে পায়িল অপমাণে।।
পৃ. ১০৪ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.০ চিন্তিআঁ (= চিন্তা ক'রে) : ইহার মরণ হএ কামণ উপাএ।
সাক্ষেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ।।
পৃ. ৩৩ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.১ চিন্তিআঁ (= চিন্তা ক'রে) : তোহ্মাক চিন্তিআঁ কাহ্নাঞিঁ
ভাত নাহি খাএ ।।
পৃ. ৬৪ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.২ চিন্তিতেঁ (= চিন্তা করছে) : কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে।।
পৃ. ৮২ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.৩ চিন্তিতে (= চিন্তা ক'রে) : তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জায়িবে বুক।।

পৃ. ১৮৫ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.৪ চিন্তিবোঁ (= চিন্তা করব) : আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী।
চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতি।।
পৃ. ৪১ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.৫ চিন্তিল (= চিন্তা করল) : হেন সব শুণী কংস হৈল সচকীত।
সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তিল হীত।।
পৃ. ৩৪ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.৬ চোরায়িল (= চুরি করল) : গোপীকুলের তোহ্মে কৈলেঁ অপমান।।
তেকারণে এবেঁ আহ্মে করি অনুমান।
তেঁ সহ্মে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহ্ন।।
পৃ. ১২৫ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.৭ ছেদিলোঁ (= ছেদ করল) : গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন।।
পৃ. ১৬০ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.৮ তুষিলে (= তুষ্ট করলে) : গরবেঁ না তুষিলে হরী।
পাছু না গুণিলী আছিদরী ।।
পৃ. ১৭১ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

২.৯ তেজি (= ত্যাগ ক'রে) : বাটদাণ হাটদান আর ঘাটদানে।
সব অধিকার তেজি বসে বৃন্দাবনে।।
পৃ. ৮৩ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৩.০ তেজিআঁ (= ত্যাগ ক'রে) : লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে।
মিলিআঁ বুইল গিআঁ গোবিন্দচরণে।।
পৃ. ৮৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৩.১ তোষিব (= তুষ্ট করব) : ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সহ্মার তোষিব আহ্মে মন।।
পৃ. ৮৫ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ তোষিহ (= তুষ্ট কর) : আহ্মাক রুষ্ট বচনে তোষিহ রাধার মনে
আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে।।
পৃ. ৪৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৩.৩ দলিআঁ (= দলন ক'রে) : কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্ম্মল।
তাহাত করিবোঁ জলকেলি সকল।।
পৃ. ৯১ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৩.৪ দলিল (= দলন করলাম) : কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল ।
কংস মারিবারে আহ্মে অবতার কৈল ।।
পৃ. ১০৮ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৩.৫ দোষসি (= দোষ দিচ্ছ) : শিঅরে হারায়িআঁ তোহ্মে বাঁশী ।
মিছা কেহ্নে আহ্মারে দোষসি লে কাহ্নাঞিঁ ।।
পৃ. ১৩৪ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৩.৬ নিবারিলোঁ (= নিবারণ করলাম) : আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে ।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে ।।
পৃ. ১০৪ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৩.৭ নিবেদিলোঁ (= নিবেদন করলাম) : মরমেঁ হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে ।
নিবেদিলোঁ তোহ্মার চরণে।।
পৃ. ১০৪ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৩.৮ নিবেদিহ (= নিবেদন কর) : যত কিছু বসে তোর মণে।
নিবেদিহ কাহ্নের থানে ।।
পৃ. ১১৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৩.৯ নির্ম্মিত (= নির্মিত হয়েছে) : ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে ।
কর কুরুবিন্দ মণি নির্ম্মিত কমলে।।
পৃ. ৩৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.০ নির্ম্মিল (= নির্মাণ করলেন) : নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন।
তোহ্মার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন।।

পৃ. ১১৯ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.১ নিষধিল (= নিষেধ করল) : সাসু নিষধিল মোরে বালী ল বহু
দধি বিকে না জাইহ কালী।।

পৃ. ৫৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.২ পরিখে (= পরীক্ষা করে) : না জাণো আয়র কিবা করএ আহ্মারে।।
কোপছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে ।

পৃ. ১২২ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.৩ প্রবোধিতেঁ (= প্রবোধ দিতে) : ব্রতের মরম আইহনের মাএ জাণে।
প্রবোধিতেঁ নারিবোঁ তাক এ সব বচনে।।

পৃ. ৮১ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.৪ বরিষে (= বর্ষণ হচ্ছে) : বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।
নিশি অন্ধকার ঘন বারি বরিষে।।

পৃ. ৩৫ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.৫ বন্দিআঁ (= বন্দনা ক'রে) : বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত বড়ু চন্ডীদাসে।।

পৃ. ১৪৩ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.৬ বিকাএ (= বিক্রি হয়) : দধি দুধ গৃত ঘোল হাটে না বিকাএ।
এবেঁ গোআলার গেল জীবন উপাএ।।

পৃ. ৮১ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.৭ বিচারিআঁ (= বিচার ক'রে) : বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞিঁ আগম পুরাণে।
কত পাপ হএে কৈলেঁ পরদার মনে।।

পৃ. ৫৪ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.৮ বিদারিলোঁ (= বিদীর্ণ করলেন) : নরসিংহ রূপে হিরণ্য বিদারিলোঁ
তোহ্মে না জাণহ রাহী।।

পৃ. ৬১ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৪.৯ বিমরিষে (= বিচার ক'রে) : নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।

কমণ উপায়ে করোঁ জাওঁ কোন দিশে।।

পৃ. ৩৮ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.০ বিলসিবোঁ (= বিলাস করব) : করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপীসমাজে।।

পৃ. ৮৫ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.১ বিলসিল (= বিলাস করলেন) : অনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।।

পৃ. ৮৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.২ বিলাপিলা (= বিলাপ করলেন) : বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিআঁ
বিলাপিলা শ্রীনিবাসে।

পৃ. ১২৪ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.৩ বেধিল (= বিদ্ধ করল) : তোর রূপ দেখি গদাধর।
মদনে বেধিল আন্তর।।

পৃ. ৬১ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.৪ ভখিতেঁ (= ভক্ষণ করতে) : দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে।।

পৃ. ৪৯ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.৫ ভ্রমিবোঁ (= ভ্রমণ করব) : কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিণী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে।

পৃ. ১৭২ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.৬ ভ্রমিহ (= ভ্রমণ কর) : কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী
নানা গিরী কন্দর বনে।

পৃ. ১৪৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.৭ ভুজিবি (= ভোগ করবি) : মতিমোষে মোকে কর বল।
ভুজিবি তোঁ লিখিত ফল।।

পৃ. ৫২ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.৮ ভুঞ্জিতে (= ভোগ করতে): তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল।
কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতে না পাইল।।
পৃ. ১৮৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৫.৯ মুকুলিল (= মুকুলিত হলো) : চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
পৃ. ১১২ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.০ যাচিআঁ (= যাচ্ঞা ক'রে) : কেহ্নমতে সজ হউ দধির পসার।।
আপণে যাচিআঁ কাহ্নাঞিঁ লৈল দধিভার।
পৃ. ৭৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.১ যাচু (= যাচ্ঞা করে) : তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী।।
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।
পৃ. ১০৫ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.২ রোধিব (= রোধ করব) : আহ্মাক রুষ্ট বচনে তোষিহ রাধার মনে
আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে।।
পৃ. ৪৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.৩ রোষিব (= রোষ অর্থাৎ রাগ করবে) :গোঠে হৈতেঁ ঘর আজি আসিআঁ আইহন।।
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব আহ্মারে।
পৃ. ১২১ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.৪ লঙ্ঘিব (= লঙ্ঘন করব) : কভোঁ না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন।
উঠ উঠ জল হৈতেঁ নান্দের নন্দন।।
পৃ. ৯২ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.৫ লঙ্ঘিব (= লঙ্ঘন করব) : মনে গুণিআঁ এবেঁ কৈলোঁ মোঞ সার।
না লঙ্ঘিব বচন রাধার।।
পৃ. ১৩৭ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.৬ লভিল (= লাভ করলাম) : মামা বধ করিবোঁ মো লিখিত করম।
তেকারণে গোপকূলে লভিল জরম।।

পৃ. ১০৮ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.৭ শোধিল (= শোধন করলাম) : কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল।
কংস মারিবারে আহ্মে অবতার কৈল।।
পৃ. ১০৮ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.৮ শোভে (= শোভা পায়) : সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামণ সদৃশ শোভে ভ্রুহিযুগল।।
পৃ. ৩৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৬.৯ শোভে (= শোভা পায়) : নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।।
পৃ. ৫২ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৭.০ সংহরিল (= সংহার করলেন) : প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।
তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরিল।।
পৃ. ৩৬ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৭.১ সংহারিলো (= সংহার করলাম) : দৈত্য দলিলোঁ আসুর সংহারিলো
শঙ্খ চক্র গদাধরী।।
পৃ. ৬০ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

৭.২ সংযোজিআঁ (= সংযোজন ক'রে) : বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ
সপত সর বাজএ।
পৃ. ১১৭ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

(খ) 'ইউসুফ-জোলেখা '- রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সগীর :

শাহ মুহম্মদ সগীর -এর 'ইউসুফ-জোলেখা ' (ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত) বইটি থেকে আমরা এর কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করেছি ; যা নিচে উপস্থাপন করা হল :

১.১ আচরিলা (= আচার পালন করলেন) : সাধুর আদেশ পাইআ জলেত নামিলা।
জল সুখমান ধর্ম জাপ্য আচরিলা।।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ. ১৭৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

১.২ আচ্ছাদিল (= আচ্ছাদিত হল) : দংশিলেক নাগে মোক প্রাণ মাত্র শেষ।
বিষে আচ্ছাদিল তনু মোহিত বিশেষ।।
পৃ. ২০২ (ইউসুফ-জোলেখা)

১.৩ আদেশিল (= আদেশ করলেন) : আদেশিল নৃপতি আনহ দূতবর।
দ্বারী গিয়া আনিলেক রাজার গোচর।।
পৃ. ১৩৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

১.৪ আরোহিলা (= আরোহণ করলেন) : প্রভুপদে প্রণাম করিলা ভূমি পড়ি।
অশ্ব আরোহিলা নবী জিনে ভর করি।।
পৃ. ২৭৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

১.৫ আশ্বাসিলা (= আশ্বস্ত করলেন) : সর্বরাজ সম্ভাষিয়া আজিজ মিছির।
ইবিন আমিন আনি আশ্বাসিলা ধীর।।
পৃ. ৩০৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

১.৬ ইচ্ছিল (= ইচ্ছা করল) : কাঞ্চন লতিক জেহ্ন ভুজ সুবলিত।
কন্টক ইচ্ছিল মৃত্যু মৃণাল ললিত।।
পৃ. ১১৯ (ইউসুফ-জোলেখা)

১.৭ উচ্চারি (= উচ্চারণ ক'রে) : উচ্চারি মঙ্গল কলা জেহেন গন্ধর্ব মেলা
সুরস সঞ্চিত সুধাধার।
পৃ. ২৪৯ (ইউসুফ-জোলেখা)

১.৮ উদ্ধারিল (= উদ্ধার করল) : জার জথ আছে ক্রোধ সব উদ্ধারিল ।
মন্দ ছন্দ বুলি তানে বহুল মারিল।।
পৃ. ১৬৬ (ইউসুফ-জোলেখা)

১.৯ উদ্ধারিলা (= উদ্ধার করলেন) : পিতামহ পৈঢ়ন জেমতে আনি দিলা।
জেহ্ন মতে কূপ হোন্তে সাধু উদ্ধারিলা।।
পৃ. ২৮৩ (ইউসুফ-জোলেখা)

২.০ উপেক্ষিআ (= উপেক্ষা ক'রে) : এক বুঢ়ী কথখানি সুতা হাতে লৈয়া।

ধাইতে ধাইতে জাএ আন উপেক্ষিআ।।

পৃ. ১৮০ (ইউসুফ-জোলেখা)

২.১ ক্রীড়ে (= ক্রীড়া করে) : উন্নত জৌবন দুহু কামকলা বেশে।
আপনে মদন রতি জেহ্ন ক্রীড়ে রসে।।

পৃ. ৩০৫ (ইউসুফ-জোলেখা)

২.২ খেমিলা (= ক্ষমা করলাম) : খেমিলা সকল দোষ বোল সত্য করি।
তবে সে আহ্মার মনে ধন্ধ পরিহরি।।

পৃ. ২৮২ (ইউসুফ-জোলেখা)

২.৩ চিন্তিতে (= চিন্তা করতে) : সেহি চান্দ মুখ হেরি বাড়ে সুখ
চিন্তিতে হএ দেহ পাত।।

পৃ. ১২৬ (ইউসুফ-জোলেখা)

২.৪ চিন্তিতে (= চিন্তা করতে) : দশ ভাই বিষাদিত দেশত চলিল।
আপনার মনে মনে চিন্তিতে লাগিল।।

পৃ. ২৭৫ (ইউসুফ-জোলেখা)

২.৫ চুম্বিয়া (= চুম্বন ক'রে) : দুই করে ধরি পুত্র তুলি লৈলা কোলে।
মস্তক চুম্বিয়া পুত্র মিষ্ট বাক্য বোলে।।

পৃ. ২৭৯ (ইউসুফ-জোলেখা)

২.৬ ছলিতে (= ছলনা করতে) : প্রেত জক্ষগণ ছলিতে তোহ্মা মন
সুরূপ রূপ দেখায়ন্ত।।

পৃ. ১২৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

২.৭ জন্মিল (= জন্ম লাভ করল) : এক গর্ভে দশ পুত্র জন্মিল তাহান।
আর গর্ভে এক কন্যা দুই পুত্র জান।।

পৃ. ১৬১ (ইউসুফ-জোলেখা)

২.৮ জিজ্ঞাসিতে (= জিজ্ঞাসা করতে) : আদেশিল নরপতি বৈসহ সভাত।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন্ত সমাচার বাত।।

পৃ. ১৩৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

Dhaka University Institutional Repository

২.৯ জিজ্ঞাসিলে (= জিজ্ঞাসা করলে) : বৃদ্ধ নবী জিজ্ঞাসিলে কি বুলিমু তাত।
লোক তরে কি বুলিমু ন নিসরে বাত।।
পৃ. ২৭৫ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.০ ঝলকে (= ঝলকিত হয়ে) : আভরণ আর জথ কহিতে পারিএ কথ
জুতির্ময় ঝলকে সঘন।
পৃ. ১৯৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.১ ত্যজি (= ত্যাগ ক'রে) : চন্দ্রিমা বদন রাখে হেট করি মাথা।
অশন বসন ত্যজি হইল কামহতা।।
পৃ. ১২৩ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.২ তেজিল (= ত্যাগ করল) : তে কারণে দুক্ষমতি মলিন বসন।
তেজিল সকল সুখ আসন ভূষণ।।
পৃ. ১৮৬ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.৩ তোষিল (= তুষ্ট করলেন) : অধিক কুমার প্রতি বোলে বিধুবতী।
সেই মতে কুমারে তোষিল কন্যামতি।।
পৃ. ৩০৬ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.৪ দর্শিল (= দর্শন করলেন) : জে জনে দর্শিল স্বপ্ন শিরে অন্নথাল।
তার শিরচ্ছেদ করি দিল নিয়া শাল।।
পৃ. ২৩০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.৫ দহিতে (= দহন করতে) : তার ইচ্ছা ভাবক দহিতে কামানলে।
জ্বালিয়া পরীক্ষি চাহে তার কর্ম ফলে।।
পৃ. ১৬০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.৬ দোষিব (= দোষ দিবে) : ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ।
দোষিব সকল তাক ইহ ন জুয়াএ।।
পৃ. ১১৫ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.৭ নমস্কারি (= নমস্কার ক'রে) : বাপ মাও নমস্কারি চলিলেক ধর্ম স্মরি
মিছির উদ্দেশ করি সতী।।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ. ১৪২ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.৮ নির্বহিল (= নির্বাহ করলাম বা কাটালাম) : শোকাকুল তৃতীয় প্রহর নির্বহিল।
নিশি শেষ আলসে শয়নে নিদ্রা আইল।।

পৃ. ১৩৩ (ইউসুফ-জোলেখা)

৩.৯ নিবেদিলা (= নিবেদন করলেন) : পদে জদি সে এসব নিবেদিলা।
অন্তরীক্ষ বাণী তবে ইসুফে শুনিলা।।

পৃ. ২১৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.০ নির্মিছে (= নির্মাণ করেছেন) : ভাতৃ সব লহি জাইতে মিছির অন্তর।
এক ঘর আজিজে নির্মিছে মনুহর।।

পৃ. ২৬৮ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.১ নির্মিল (= নির্মাণ করল) : নেতপাট সুশয্যা নির্মিল সুবাসিতা।
সখীগণ সঙ্গে কেলি করে সুচরিতা।।

পৃ. ১২০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.২ নির্মিয়াছে (= নির্মাণ করেছে) : টঙ্গী এক নির্মিয়াছে বিচিত্র বন্ধন।
আম্মা পিতামহ নবী লেখিছে নির্মাণ।।

পৃ. ২৭৬ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.৩ নিষেধি (= নিষেধ করি) : ধর্ম-আজ্ঞাপাল আম্মি নবীর সন্ততি।
মূর্তি পূজা নিষেধি শিখাই শাস্ত্রনীতি।।

পৃ. ২৯৬ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.৪ পরশি (= স্পর্শ ক'রে) : দেখিয়া কুমারী তান গেলেন্ত নিকট।
প্রণামিয়া ভজিল পরশি পদ-ঘট।।

পৃ. ১২৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.৫ পরীক্ষি (= পরীক্ষা করতে) : তার ইচ্ছা ভাবক দহিতে কামানলে।
জ্বালিয়া পরীক্ষি চাহে তার কর্ম ফলে।।

পৃ. ১৬০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.৬ পূজিতে (= পূজা করতে) : মোর ইষ্ট দেবতা তোহ্মাক জানি ভাল।

তোহ্মাক পূজিতে মোর গ্রাসিলেক কাল।।

পৃ. ২৪০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.৭ পূরিতে (= পূরণ করতে) : জাই ভিন দেশ ব্রহ্মচারী ভেস
পূরিতে মনের সাধা।।

পৃ. ১৬৮ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.৮ প্রচারিল (= প্রচারিত হল) : দশ দিশ প্রচারিল কন্যার মহিমা।
তৈমুছ নৃপতি সুতা রূপের প্রতিমা।।

পৃ. ১৩৫ (ইউসুফ-জোলেখা)

৪.৯ প্রণামিতে (= প্রণাম করতে) : অন্তস্পুর নারীগণ সুবেশ করিয়া।
বাপ প্রণামিতে আইস উপহার লইয়া।।

পৃ. ২৭৮ (ইউসুফ-জোলেখা)

৫.০ প্রণামিল (= প্রণাম করল) : দণ্ডবতে প্রণামিল দুই পদ ধরি।
জথ উপদেশ কৈলা ধর্ম তত্ত্ব স্মরি।।

পৃ. ১৮৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

৫.১ প্রণামিয়া (= প্রণাম ক'রে) : নবী প্রণামিয়া ব্যাঘ্র গেল কৈয়া
বিপিন অন্তর দেশ।।

পৃ. ১৭০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৫.২ প্রণামিয়া (= প্রণাম ক'রে) : এ বোল শুনিয়া লোক হৈল সবিস্মত।
প্রণামিয়া গেল লোক নিজ সমাহিত।।

পৃ. ১৭৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

৫.৩ প্রণামিয়া (= প্রণাম ক'রে) : দেখিয়া কুমারী তান গেলেন্ত নিকট।
প্রণামিয়া ভজিল পরশি পদ-ঘট।।

পৃ. ১২৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

৫.৪ প্রণামিয়া (= প্রণাম ক'রে) : বাপ ভাই বিনে চিত্ত জ্বলএ আগুনি।।
বাপ ভাই পদ প্রণামিয়া এক মতি।

পৃ. ৩০৯ (ইউসুফ-জোলেখা)

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ প্রবেশে (= প্রবেশ করে) : জদি রাজসুতা মোর দেশেত প্রবেশে।
আগুসারি আনিমু সমূহ সৈন্য দেশে।।
পৃ. ১৩৯ (ইউসুফ-জোলেখা)

৫.৬ প্রবেশিবা (= প্রবেশ করবে) : নবী বোলে দ্বারেত রহিবা আগুয়ান।
অন্তস্পুরে প্রবেশিবা আজ্ঞা পরমাণ।।
পৃ. ২৫৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

৫.৭ প্রবেশিল (= প্রবেশ করল) : এহি সাধু পূর্বকালে স্বপ্ন দেখিছিল।
পূর্ণিমার শশী তার ঘরে প্রবেশিল।।
পৃ. ১৭১ (ইউসুফ-জোলেখা)

৫.৮ প্রসবিলা (= প্রসব করলেন) : দশমাস গর্ভ যদি হৈল সপূরণ।
কন্যারত্ন প্রসবিলা জগত মোহন।।
পৃ. ১১৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

৫.৯ বঞ্চিবা (= অতিবাহিত করবে) : সুন সুন মোর প্রাণের অনঙ্গ।
আবস্য বঞ্চিবা মোর সঙ্গ।।
পৃ. ২০৬ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.০ বধি (= বধ ক'রে) : আহ্মার জীবন বধি সাধিলা কেমন নিধি
কোন বর্গে তোহ্মাক বাখানি।।
পৃ. ১৩৩ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.১ বধিতে (= বধ করতে) : ইছুফ নিমায়া মতি নিরাশ করহ কথি
আহ্মাক বধিতে তোর মন।
পৃ. ২০৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.২ বধিলা (= বধ করল) : বধিলা মৃগয়া করি যেই জন্তু চিত।
আপনার সঙ্গে তাক নিবারে উচিত।।
পৃ. ১২৫ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.৩ বন্দিল (= বন্দনা করলেন) : বাপের অগ্রত গেল অলঙ্কার পড়ি।
চরণ বন্দিল তান শিরপরে ধরি।।

পৃ. ২৯৬ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.৪ বন্দিল (= বন্দনা করলেন) : ইবিন আমিন নিজ পত্নী সঙ্গে করি।
বৃদ্ধ নবী চরণ বন্দিল শীঘ্র করি।।
পৃ. ৩০৯ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.৫ বরিতে (= বরণ করতে) : তৈমুছ রাজার কন্যা বরিতে আইল।
শুনিয়া আজিজ দেহ সানন্দে পূরিল।।
পৃ. ১৪৩ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.৬ বরিব (= বরণ করব) : স্বয়ম্বর করিবারে দেঅ অনুমতি।।
তুহ্মি আজ্ঞা করিলে বরিব প্রভাবতী।
পৃ. ৩০১ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.৭ বরিষে (= বর্ষণ করছে) : শ্রাবণ আইল ঋত মেঘছত্র চতুর্ভিত
নির্ভরে বরিষে জলধার।
পৃ. ১৫৮ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.৮ বর্জি (= বর্জন ক'রে) : ভূষণ বর্জি মুকল কুণ্ডল।
দুঃখিত হৃদয় তান নয়ন চঞ্চল।।
পৃ. ১৩০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৬.৯ বর্জিল (= বর্জন করল) : জেহি ভাই সবে কূপ অন্তরে বর্জিল।
দাস নাম ধরি তাক সাধুত বেচিল।।
পৃ. ২৫৯ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.০ বর্ণিতে (= বর্ণনা করতে) : নৃপতি তরে জথ অন্তপুরী।
মনুষ্য শক্তিএ তাক বর্ণিতে ন পারি।।
পৃ. ২৮১ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.১ বিদারিলা (= বিদীর্ণ করল) : জখনে কাঢ়িয়া লৈল ইছুফ বসন।
স্থানে স্থানে বিদারিলা সে বস্ত্র আপন।।
পৃ. ১৬৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.২ বিসর্জিল (= বিসর্জন দিল) : কপট উদভব করিল পরাভব

Dhaka University Institutional Repository

কূপেত বিসর্জিল ধরি।

পৃ. ২৭২ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.৩ ভক্ষি (= ভক্ষণ ক'রে) : মোর মনুরথ বিনে জদি কর আন।
বিষ ভক্ষি মরিমু তোহ্মার বিদ্যমান।।

পৃ. ১৯০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.৪ ভক্ষি (= ভক্ষণ ক'রে) : এহি টঙ্গী মৈদ্ধে লীলাবতী সঙ্গে করি।
ফলফুল ভক্ষি থাকি শিবধ্যান করি।।

পৃ. ২৯৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.৫ ভক্ষিব (= ভক্ষণ করব) : বনভূমি ভ্রমিয়া ভক্ষিব ফলমূল।
মৃগয়া করিব রঙ্গে কৌতুক বহুল।।

পৃ. ১৬৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.৬ ভক্ষিল (= ভক্ষণ করল) : জেহ্ন ব্যাঘ্রে ঝম্প দিআ তাহাক ধরিল।
অহি সপ্ত পুষ্ট তনু গরুক ভক্ষিল।।

পৃ. ২৩৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.৭ ভ্রমি (= ভ্রমণ ক'রে) : আহ্মার কনিষ্ঠ ভাই প্রাণ সমসর।
বন ভ্রমি বিহারিতে তানে কিবা ডর।।

পৃ. ১৬৩ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.৮ ভ্রমিতে (= ভ্রমণ করতে) : ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূত দেশে দেশে গেল।
একে একে সব কথা নৃপতিক কৈল।।

পৃ. ১৩৫ (ইউসুফ-জোলেখা)

৭.৯ ভ্রমিমু (= ভ্রমণ করব) : পুত্র গেল জথা আহ্মি জাইমু তথা
ভ্রমিমু বনে একসর।

পৃ. ১৬৮ (ইউসুফ-জোলেখা)

৮.০ ভাণ্ডিতে (= ভণ্ডামি করতে) : শোণিত মাখিয়া বস্ত্র রাখিল অগ্রতে।
কান্দি কান্দি জায় সবে বাপক ভাণ্ডিতে।।

পৃ. ১৬৭ (ইউসুফ-জোলেখা)

Dhaka University Institutional Repository

৮.১ রঙ্গিল (= রঙ্গযুক্ত হল) : নখ 'পরে মেহেন্দী রঙ্গিল অর্ধ বেলা।
চন্দ্র সূর্য জেহেন একত্র হৈছে মেলা।।
পৃ. ১২০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৮.২ লঙ্ঘিঅ (= লঙ্ঘন করিও) : তান পুণ্য ফলে জান কুশল তোহ্মার।
সর্বথায় ন লঙ্ঘিঅ বচন আহ্মার।।
পৃ. ২৫৬ (ইউসুফ-জোলেখা)

৮.৩ লভিল (= লাভ করল) : ইছুফক মনে তানে নাহিক স্মরণ।
মনে অনুমান করে লভিল মরণ।।
পৃ. ২৩৯ (ইউসুফ-জোলেখা)

৮.৪ সংহারিল (= সংহার করল) : এক পুত্র বনছলে নিয়া কি করিল।
ইহ পুত্র ধান্য ছলে নিয়া সংহারিল।।
পৃ. ২৭৫ (ইউসুফ-জোলেখা)

৮.৫ সান্ত্বাইলা (= সান্ত্বনা দিলেন) : দুক্ষিত হৃদয় আকুল।
ফিরিস্তা আইলা নবীক সান্ত্বাইলা
থাক জ্ঞান ধ্যান মূল।
পৃ. ১৭০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৮.৬ সমর্পিল (= সমর্পণ করল) : পুত্র বাচ দিয়া মোরে পুরীর ভিতর।
সমর্পিল জলিখার হাতের উপর।।
পৃ. ১৮৯ (ইউসুফ-জোলেখা)

৮.৭ স্মরি (= স্মরণ ক'রে) : আহ্মাক অনাথ করি জাঅ পরদেশ স্মরি
কথ চিত্ত ধরাইমু সঙ্কট।
পৃ. ১৪০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৮.৮ স্মরিতে (= স্মরণ করতে) : মোর মুখ চাহি পুনি কহিল অমৃত বাণী
স্মরিতে সে হৃদয় বিদার।
পৃ. ১৩০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৮.৯ স্মরে (= স্মরণ ক'রে) : পক্ষী রব শুনিতে জে বিদরএ হিয়া।

অনুক্ষণ সন্তাপেত স্মরে পিয়া পিয়া।।

পৃ. ১৩০ (ইউসুফ-জোলেখা)

৯.০ সৃজিব (= সৃজন করব) : ধাঞি বোলে উপায় রচিতে আছে শুদ্ধি।
মনুরথ পূরিতে সৃজিব এক বুদ্ধি।।

পৃ. ১৯৪ (ইউসুফ-জোলেখা)

৯.১ সৃজিল (= সৃজন করল) : ঈশ্বর অগ্রত তাক ধরিল দর্পণ।
দিষ্টিগত মথিয়া সৃজিল ত্রিভুবন।।

পৃ. ১১৩ (ইউসুফ-জোলেখা)

৯.২ সৃজিলা (= সৃজন করলেন) : দেবতা মনুষ্য রূপ সৃজিলা জগত।
ব্রহ্মজ্ঞান মহাধ্যান তদন্তরে জথ।।

পৃ. ১১৩ (ইউসুফ-জোলেখা)

৯.৩ সেবি (= সেবা ক'রে) : চৈতন্য করাইলা তানে বহু অনুবন্ধে।
চামর সমীরে সেবি চৈতন্য সুগন্ধে।।

পৃ. ১৭৮ (ইউসুফ-জোলেখা)

৯.৪ সেবিতে (= সেবা করতে) : তোহ্মা বুলি পরম দেবতা প্রতিভাষ।
তোহ্মাক সেবিতে মোর হৈল সর্বনাশ।।

পৃ. ২৪০ (ইউসুফ-জোলেখা)

(গ) 'চণ্ডীমঙ্গল '- রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী :

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী -এর চণ্ডীমঙ্গল -এর "কালকেতু উপাখ্যান " (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত) বইটি থেকে আমরা এর কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করেছি ; যা নিচে উপস্থাপন করা হল :

১.১ আগাইয়া (= অগ্রসর হয়ে) : কেহ আগাইয়া বীরে গুড় চাউলী মারে
গুয়া কাটায় হৈল গণ্ডগোল।।

পৃ. ১৮ (চণ্ডীমঙ্গল)

১.২ আগুলিল (= আগলে রাখল) : শুনি কোপে জ্বলে অঙ্গ পথে আগুলিল সিংহ
দুই জনে করে মহারণ ।।
পৃ. ২৭ (চণ্ডীমঙ্গল)

১.৩ আগুলিয়া (= আগলে রাখা) : গুজরাটে ধায় সেনা আগুলিয়া পথ।।
সম্ভ্রমে বীরের পায় নিবেদয়ে চর।
পৃ. ১১০ (চণ্ডীমঙ্গল)

১.৪ আঘাতিল (= আঘাত করলেন) : বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল।
ডানি করে তার বুকে আঘাতিল শূল।।
পৃ. ৬৩ (চণ্ডীমঙ্গল)

১.৫ আছাড়িয়া (= আছাড় দিয়ে) : শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গেরে আছাড়িয়া মারে।।
পৃ. ২২ (চণ্ডীমঙ্গল)

১.৬ আদেশিল (= আদেশ করলেন) : সোঙরণে বিশাই আল্য দেবী তারে আদেশিল
কাঁচলি নির্ম্মানে দিল মন।
পৃ. ৪৭ (চণ্ডীমঙ্গল)

১.৭ আদেশিলা (= আদেশ করল) : সভার বচনে রাজা না মারিলা বীরে।
আদেশিলা বন্দি করি থুতে কারাগারে।।
পৃ. ১২৭ (চণ্ডীমঙ্গল)

১.৮ আরোপিবে (= আরোপ করবে) : প্রভাতে উচিয়া রাজা করিবে তোমার পূজা
আরোপিবে গুজরাট দেশে।।
পৃ. ১২৯ (চণ্ডীমঙ্গল)

১.৯ আরোপিলা (= আরোপ করলেন) : সিংহ পৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপন।।
পৃ. ৬৩ (চণ্ডীমঙ্গল)

২.০ আশ্বাসিয়া (= আশ্বস্ত ক'রে) : পশুর গোহারি শুনি সকল - মঙ্গলা।
আশ্বাসিয়া সিংহেরে দিলেন কণ্ঠমালা।।
পৃ. ৩৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

Dhaka University Institutional Repository

২.১ আশ্বাসিয়া (= আশ্বস্ত ক'রে) : আশ্বাসিয়া আইস আইস বলে তার সই।
এতদিন দেখা নাই গিয়েছিল কই।।
পৃ. ৪৪ (চণ্ডীমঙ্গল)

২.৩ উপজিলা (= উৎপত্তি হল) : বাজয়ে রেণী রণজয় সানী।
গুজরাটে উপজিলা কম্প।।
পৃ. ১১২ (চণ্ডীমঙ্গল)

২.৪ উপাড়িয়া (= উৎপাটন ক'রে) : দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে।।
পৃ. ২২ (চণ্ডীমঙ্গল)

২.৫ উপাড়িয়া (= উৎপাটন ক'রে) :
মঘর তবলা ভালুকা বাঁশ।
মুড়া উপাড়িয়া করে বিনাশ।।
পৃ. ৭৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

২.৬ উত্তরিলা (= উত্তরণ করলেন) : মৃগরূপ হৈলা বনে সকল মঙ্গলা।।
উত্তরিলা বীর কালকেতু সন্নিধানে।
পৃ. ৩৯ (চণ্ডীমঙ্গল)

২.৭ ক্ষেমিল (= ক্ষমা করল) : মনে পেয়্যা পরিতোষ ক্ষেমিল সকল দোষ
বীরকে করিবে সেনাপতি।
পৃ. ১১৯ (চণ্ডীমঙ্গল)

২.৮ ঘুচিবে (= মোচন হবে) : মনি সে মানিক যত হেমময় মরকত
পাইলে ঘুচিবে দুঃখজাল।।
পৃ. ৩৯ (চণ্ডীমঙ্গল)

২.৯ চিন্তিলা (= চিন্তা করলেন) : পশুগণে বর দিয়া উপায় চিন্তিলা।
সেইখানে সুবর্ণ গোধিকারূপ হইলা।।
পৃ. ৩৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৩.০ চিন্তে (= চিন্তা করে) : বীর দেয় খাসা জোড়া চড়িতে উত্তম ঘোড়া
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল।।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ. ৯৮ (চণ্ডীমঙ্গল)

৩.১ জিজ্ঞাসেন (= জিজ্ঞাসা করেন) : চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।
একা বীর কালকেতু সবার বধের হেতু
শুনিতে কৌতুক বড় মনে।।

পৃ. ৩৩ (চণ্ডীমঙ্গল)

৩.২ তেজিয়া (= ত্যাগ ক'রে) : তেজিয়া কৈলাস গিরি উড় মা মরতপুরী
ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ।

পৃ. ১ (চণ্ডীমঙ্গল)

৩.৩ তেজিয়া (= ত্যাগ ক'রে) : তেজিয়া বিষাদ-মতি কালকেতু করে স্তুতি
হৃদয়ে ভাবিয়া হৈমবতী।।

পৃ. ১২৮ (চণ্ডীমঙ্গল)

৩.৪ তুষিব (= তুষ্ট করব) : দিয়া আপনার ধন তুষিব বীরের মন
আজি হৈতে পাবে বড় সুখ।।

পৃ. ৫০ (চণ্ডীমঙ্গল)

৩.৫ নাশীতে (= নাশ করতে) : গঙ্গা আদি নদনদী সিন্ধুর আদেশে।
কলিঙ্গ নাশীতে কংশনদে পরবেশে।।

পৃ. ৮৪ (চণ্ডীমঙ্গল)

৩.৬ নিবারিল (= নিবারণ করল) : ছোট ভাই সামাবাক্য নিবারিল ক্রোধ।

পৃ. ১০৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৩.৭ নিবারিয়া (= নিবারণ ক'রে) : উভ করি দুই শ্রুতি গুজরাটে দিল মতি
নিবারিয়া সকল বাজন।

পৃ. ১১৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৩.৮ নিবেদয়ে (= নিবেদন করে) : গুজরাটে ধায় সেনা আগুলিয়া পথ।।

সম্ভ্রমে বীরের পায় নিবেদয়ে চর।

পৃ. ১১০ (চণ্ডীমঙ্গল)

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ নিবেদি (= নিবেদন করি) : আদ্যাশক্তি বট যদি নগেন্দ্রনন্দিনী।
নিবেদি তোমার পদে জুড়ি দুই পাণী।।
পৃ. ৬২ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.০ নিবেদিব (= নিবেদন করব) : কত নিবেদিব দুখ কত নিবেদিব দুখ।
বিপাখ পাইল স্বামী বিধাতা বিমুখ।।
পৃ. ৫৫ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.১ নিবেদিয়া (= নিবেদন ক'রে) : কান্দে গজঘটা সিংহে নিবেদিয়া দুঃখ।
তোমা সেবি দশনবর্জ্জিত হইল মুখ।।
পৃ. ২৫ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.২ নিমন্ত্রিয়া (= নিমন্ত্রণ ক'রে) : নানা বস্তু কেনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধুজন।
পৃ. ১৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.৩ নির্ম্মাণয়ে (= নির্মাণ ক'রে) : পাট্টা পরিয়া কেহ ফিরয়ে নগর।
তীরকর হয়্যা কেহ নির্ম্মাণয়ে শর।।
পৃ. ৯৪ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.৪ নিরমিল (= নির্মাণ করল) : হাট নিরমিল বেসতি না পাল্য
হরিল বিধি সম্পদ।।
পৃ. ২৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.৫ নিরমিলা(= নির্মাণ করলেন) : উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিলা যদি।
যম-শম শীত তথি নিরমিলা বিধি।।
পৃ. ৫৫ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.৬ প্রকাশিছে (= প্রকাশিত হচ্ছে) : ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি করে ঝলমল।
কোটি চন্দ্র প্রকাশিছে গগণমণ্ডল।।
পৃ. ৫৯ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.৭ প্রবেশে (= প্রবেশ করলে) : কহি আমি সত্যবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
প্রবেশে উচিত হয় স্নান।।

পৃ. ৬০ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.৮ প্রবেশিয়া (= প্রবেশ ক'রে) : দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে মীন মাংস ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়।

পৃ. ১৯ (চণ্ডীমঙ্গল)

৪.৯ প্রবোধিলা (= প্রবোধ দিলেন) : ইন্দ্রের বচন শুনি প্রবোধিলা শূলপানি
পার্ব্বতীরে বলিলা বচন।

পৃ. ১৪১ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.০ পালিবে (= প্রতিপালন করবে) : বসাইতে জনে তুমি দিবে গরু ধান।
পালিবে সকল প্রজা পুত্রের সমান।।

পৃ. ৬২ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.১ পূজয়ে (= পূজা করে) : নিজমুর্ত্তী ধরিলে প্রবোধ পাই মনে।
যেইরূপে লোক তোমা পূজয়ে আশ্বিনে।।

পৃ. ৬২ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.২ পূজে (= পূজা করে) : সুরপতি যারে নিতি পূজে বিধিমতে।
হেনজন বন্দী হইল অক্ষটীর হাতে।।

পৃ. ৪২ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.৩ বঞ্চিলে (= অতিবাহিত করলে) :
যদি আইসে কাল নিশা লোকে গাবে অপযশা
রজনী বঞ্চিলে কার সাথে।।

পৃ. ৬০ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.৪ বর্ণিয়া (বর্ণনা ক'রে) : স্বামীরে বর্ণিয়া কান্দে গণ্ডকি রণ্ডিকা।
সদাই শোঙরে শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা।।

পৃ. ৩০ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.৫ বদলিয়া (= বদল করে) : কালি প্রভাতে আসিবে কালু ব্যাধের নন্দন।।
সমূল্য করিয়া দিহ বদলিয়া ধন।

পৃ. ৬৭ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.৬ বধিলে (= বধ করলেন) : নারী হয়্যা কৈলে রণ বধিলে অসুরগণ
সমরে করিলে পান সুরা।।
পৃ. ৮২ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.৭ বধে(= বধ করে) : অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল।
কুরুরাজ সেনা যেন বধে বৃহন্নল।।
পৃ. ২২ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.৮ বন্দয়ে (= বন্দনা করে) : কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী তারে বন্দয়ে মস্তকে।
পৃ. ৫১ (চণ্ডীমঙ্গল)

৫.৯ বন্দিল (= বন্দনা করল) : সঞ্জয়কেতুর ঘরে গেলা সোম দ্বিজ।
বন্দিল সঞ্জয় তার পদসরসিজ।।
পৃ. ১৪ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.০ বন্দিয়া (= বন্দনা ক'রে) : বন্দিয়া রোহিনী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি।।
পৃ. ১৯ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.১ বরিষে (= বর্ষণ করছে) : নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল।।
পৃ. ৮৪ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.২ বহিবে (= বহন করবে) : সাধিতে আপন কাম আইনু তোমার ধাম
বহিবে আমার কিছু ভার।
পৃ. ৮১ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.৩ বিদারিয়া (= বিদারণ ক'রে) : মেঝ্যাতে পড়য়ে শিল বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল।।
পৃ. ৮৫ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.৪ বিড়ম্বিলা (= বিড়ম্বিত করলেন) : সুখেতে থাকিতে বিধি বিড়ম্বিলা দিয়া নিধি
সেবা মোরে দিবে পদছায়া।।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ. ১২৮ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.৫ ভ্রমিতে (= ভ্রমণ করতে) : শুনগো সুন্দরী কেনে একেশ্বরী
ভ্রমিতে না বাস ত্রাস।।

পৃ. ৫০ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.৬ ভ্রমেন (= ভ্রমণ করেন) : মহাবীর হাথে ধনু ভ্রমেন কানন।
বন কাটে মহানন্দে বেরুণিয়া জন।।

পৃ. ৭৫ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.৭ মাঙ্গিয়ে (= মার্গণ করি অর্থাৎ চাই) :
শুন শুন রায় মাঙ্গিয়ে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।

পৃ. ২৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.৮ রচিয়া (= রচনা ক'রে) : আদেশ করিলা ভীমা রচিয়া পৃথক সিমা
পরিখা কোড়েন হনুমান।

পৃ. ৭৮ (চণ্ডীমঙ্গল)

৬.৯ লভিলে (= লাভ করলে) : অবধান কর রায় শুন নিবেদন।
জনম লভিলে আছে অবশ্য মরণ।।

পৃ. ১২৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৭.০ শোভিছে (= শোভা পাচ্ছে) : বুকে দোলে বাঘনখে রাঙ্গা ধুলা গায়ে মাখে
তনু মাঝে শোভিছে ত্রিবলী।।

পৃ. ১২ (চণ্ডীমঙ্গল)

৭.১ শোভিছে (= শোভা পাচ্ছে) : বউলী কেশের অন্ত শোভয়ে মদন - কুম্ভ
কবরীতে শোভিছে কেশর।।

পৃ. ৪৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৭.২ শোভে (= শোভা পায়) : পাশাঙ্কুশ খট্বাঙ্গ খেটক শরাসন।
বাম পাঁচ হস্তে শোভে পাঁচ প্রহরণ।।

পৃ. ৬৩ (চণ্ডীমঙ্গল)

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ সমাধিল(= সমাধা করল) : কর্ম্মকাণ্ড ছিল যত সমাধিল পুরোহিত
দেখি ধর্মকেতুর কৌতুক।
পৃ. ১৭ (চণ্ডীমঙ্গল)

৭.৪ সমাপিয়া (= সমাপন ক'রে) : অঙ্গীকার করি দ্বিজ চলি গেল ঝাট।
সবে গেলা নিজ ঘরে সমাপিয়া হাট।।
পৃ. ১৪ (চণ্ডীমঙ্গল)

৭.৫ সম্বরিয়া (= সম্বরণ ক'রে) : সম্বরিয়া সর্ব্বধন রাখিলেন খুণ্যে।
ব্যয় করিবার তরে কথো রাখে গুণ্যে।।
পৃ. ৬৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৭.৬ সম্ভাষিয়া (= সম্ভাষণ ক'রে) : যখন দুপুর নিশি সম্ভাষিয়া পাশে বসি
অনেক বুঝালুঁ নরপতি।
পৃ. ১৩৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৭.৭ স্মরয়ে (= স্মরণ ক'রে) : সঘনে স্মরয়ে ধর্ম কেন কৈলু হেন কর্ম্ম
মনে ভাবে সংশয় জীবন।
পৃ. ১১৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৭.৮ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : মনে ভাবে মহাবীর সংশয় জীবন।
ফুল্লরা স্মরিয়া বীর করয়ে রোদন।।
পৃ. ১২৭ (চণ্ডীমঙ্গল)

৭.৯ স্থাপিয়া (= স্থাপন ক'রে) : স্থাপিয়া আমার বারি করিও পূজন।
নিযুক্ত করিও তাহে উত্তম ব্রাহ্মণ।।
পৃ. ৬৬ (চণ্ডীমঙ্গল)

৮.০ সাঁতরি (= সাঁতার দিয়ে) : কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
গামযাজী আনন্দে সাঁতরি।।
পৃ. ৯৫ (চণ্ডীমঙ্গল)

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) 'পদ্মাপুরাণ'- রচয়িতা শ্রীরায় বিনোদ :

শ্রীরায় বিনোদ -এর 'পদ্মাপুরাণ'(ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত) বইটি থেকে আমরা এর কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করেছি ; যা নিচে উপস্থাপন করা হল :

১.১ আলাপে [= আলাপ করে অর্থাৎ গানের সুর (বিশেষত রাগরাগিণী) ভাঁজে] :

নৃত্য করে সুবদনী আলাপে মধুর ধ্বনি
বসন্ত কোকিলা যেন গাএ।।
পৃ. ৩২১ (পদ্মাপুরাণ)

১.২ উজাড়িল (= উজাড় করল) : বিঘতিয়া বোড়া একা ঘরে ঘরে দিল ডাকা
উজাড়িল নগর বাজার।
পৃ. ১১৯ (পদ্মাপুরাণ)

১.৩ চিন্তে (= চিন্তা করে) : চণ্ডীর কথা শুনি তবে চিন্তে শূলপাণি।
পৃ. ৭২ (পদ্মাপুরাণ)

১.৪ চুম্বে (= চুম্বন করে) : বিপুলার মুখ চুম্বে কোলেতে করিয়া।।
পৃ. ৩৫৩ (পদ্মাপুরাণ)

১.৫ জীবে (= জীবিত হবে) : শ্রীরায় বিনোদ কএ পরিহর শোকচয়
পুনর্বার জীবে ত্রিলোচন।।
পৃ. ৮৯ (পদ্মাপুরাণ)

১.৬ তরিব (= পার হব, উদ্ধার পাব) : দেখিয়া ত্রিবেণীর জল হইলুঁ মুঞি ফাঁফর
ইহাতে তরিব কিমতে।।
পৃ. ৩১২-৩১৩ (পদ্মাপুরাণ)

১.৭ তালাশিয়া (= তালাশ অর্থাৎ খোজ ক'রে) : তালাশিয়া দিলে মাও দেশে জাইতে পারি।।
পৃ. ৩৩৮ (পদ্মাপুরাণ)

১.৮ তিরস্কারে (= তিরষ্কার করে) : আমার ভকত জেহি তারে তিরস্কারে।
জেখানে সেখানে জাএ মোর নিন্দা করে।।
পৃ. ৩২৬ (পদ্মাপুরাণ)

১.৯ দড়াইয়া (= দৃঢ় ক'রে অর্থাৎ নিশ্চিত ক'রে) : ধনজন জত দেখ সকলি তোমার ।

Dhaka University Institutional Repository

দড়াইয়া বুলি আমি সমুদ্র মাঝার।।

পৃ. ৩১০ (পদ্মাপুরাণ)

২.০ নিমন্ত্রিয়া (= নিমন্ত্রণ ক'রে) : বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রিয়া বেড়াএ কৌতুকে।।

পৃ. ২৬৫ (পদ্মাপুরাণ)

২.১ নির্মাই (= নির্মাণ ক'রে) : একগুটি সাজি দেও নির্মাই সত্বরে ।।

পৃ. ৬২ (পদ্মাপুরাণ)

২.২ নির্মাইছোঁ (= নির্মাণ করেছি) : নির্মাইছোঁ পুরীখানি তোমার আরতি।

পৃ. ৭৪ (পদ্মাপুরাণ)

২.৩ নির্মাইল (= নির্মাণ করল) : বান্ধিয়া উত্তম পিঁড়ি দিয়া পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি
নির্মাইল পদ্ম শতদল।

পৃ. ৩৫০ (পদ্মাপুরাণ)

২.৪ নিষেধিল (= নিষেধ করল) : কৈল মোর দুর্গতি নিষেধিল ভগীরথী
তমু মোরে দুঃখ দিল মায়ে।

পৃ. ৭০ (পদ্মাপুরাণ)

২.৫ পরাজিল (= পরাজিত করল) : মহাবল দৈত্যাসুর পরাজিল সুরকুল
যজ্ঞভাগ লৈবে সভে মিলি।।

পৃ. ৭৪ (পদ্মাপুরাণ)

২.৬ পরীক্ষ (= পরীক্ষা কর) : বিপুলাক পরীক্ষ তুমি বাঘ-রুপ ধরি।।

পৃ. ৩০৪ (পদ্মাপুরাণ)

২.৭ পরীক্ষে (= পরীক্ষা করে) : মহাজ্ঞান পাইয়া দেবী পরীক্ষে তখনে।

পৃ. ১৩৮ (পদ্মাপুরাণ)

২.৮ পূজাইমু (= পূজা করাব) : পূজাইমু সদাগরে ঈষৎ ইঙ্গিতে।।

পৃ. ১০৯ (পদ্মাপুরাণ)

২.৯ প্রণমিয়া (= প্রণাম ক'রে) : প্রণমিয়া বিশ্বকর্মা চলি গেলা ঘর।।

পৃ. ৭৪ (পদ্মাপুরাণ)

Dhaka University Institutional Repository

৩.০ প্রবেশিল (= প্রবেশ করল) : অলক্ষিতে প্রবেশিল লখাইর বাসর ।।

পৃ. ২৭৯ (পদ্মাপুরাণ)

৩.১ বাঞ্ছিলি (= বাঞ্ছা করলি) : আপনে বাঞ্ছিলি বেটা আপনা সঙ্কট ।।

পৃ. ১২২ (পদ্মাপুরাণ)

৩.২ বর (= বরণ কর) : শুভক্ষণ করি তুমি বর মহামুনি ।

পৃ. ১০৬ (পদ্মাপুরাণ)

৩.৩ বিচারিয়া (= বিচার ক'রে) : আছে নাহি কোন্ দ্রব্য লও বিচারিয়া।।

পৃ. ৩৩৭ (পদ্মাপুরাণ)

৩.৪ শাপিবে (= শাপ দিবে বা অভিসম্পাত করবে) :

পিণ্ডজলে নৈরাশ হইয়া পিতৃগণ।

শাপিবে দারুণ শাপ না জাএ খণ্ডন।।

পৃ. ৯৫ (পদ্মাপুরাণ)

৩.৫ সমর্পিল [(= সমর্পণ করলাম);(সমর্পিলুঁ > সমর্পিলু > সমর্পিল)] :

বিপুলারে সমর্পিল তোমার ঠাঞি আমি ।।

পৃ. ৩২৭ (পদ্মাপুরাণ)

৩.৬ সম্বোধিয়া (=সম্বোধন ক'রে) : বিপুলারে সম্বোধিয়া করিল জিজ্ঞাসা ।।

পৃ. ৩১৭ (পদ্মাপুরাণ)

৩.৭ সান্ত্বাই (= সান্ত্বনাদান ক'রে) : বধূগণ সান্ত্বাই চান্দো বোলে বারে বার।

পৃ. ১৬২ (পদ্মাপুরাণ)

(ঙ) 'পদ্মাবতী'-রচয়িতা আলাওল :

আলাওল -এর 'পদ্মাবতী' (সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত) বইটি থেকে আমরা এর কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করেছি ; যা নিচে উপস্থাপন করা হল :

১.১ অনুমানি(= অনুমান ক'রে) : কন্যাকে নির্মিব হেন বিধি অনুমানি।

অতিরূপে সৃজিলেন্ত চম্পাবতী রাণি।।

পৃ. ৫৮ (পদ্মাবতী)

১.২ অভ্যাসিলে (= অভ্যাস করলে) : আর যত কর্ম অভ্যাসিলে সিদ্ধি হয়।
আপনা দাহন বিনু যোগ সিদ্ধি নয়।।
পৃ. ৯১ (পদ্মাবতী)

১.৩ আদেশিল (= আদেশ করলেন) : পঞ্চ লক্ষ জিনি সৈন্য যদি এক হইল।
শুভক্ষণে চলিবারে সাহা আদেশিল।।
পৃ. ১৮৬ (পদ্মাবতী)

১.৪ আদেশিলা (= আদেশ করলেন) : আদেশিলা ছোলতানে ক্রোধ করি অতি।
সাজ হও চিতাওর যাই শ্রীঘ্র গতি।।
পৃ. ১৪৯ (পদ্মাবতী)

১.৫ আরম্ভিল (= আরম্ভ করল) : রোদনের রোল যদি নিবারণ হইল।
উৎসব জোগাড় নারীগণে আরম্ভিল।।
পৃ. ১৮৭ (পদ্মাবতী)

১.৬ আরোপিল (= আরোপ করল) :আর বহু নানা ভাঁতি কৃত্রিম কুসুম।
মধ্যে মধ্যে আরোপিল অতি মনোরম।।
পৃ. ১০৬ (পদ্মাবতী)

১.৭ আরোপিয়া (= আরোপ ক'রে) : দূরান্তরে থাকি ব্যাধ ফান্দ আরোপিয়া।
চক্ষুরত্ন আছে পক্ষী বাজে কি লাগিয়া।।
পৃ. ৬১ (পদ্মাবতী)

১.৮ আরোপিয়া (= আরোপ ক'রে) : মধ্যভাগে আরোপিয়া গারুয়া ফেলিল।।
মিলামিলি হই সবে লাগিল খেলিতে।
পৃ. ১০৩ (পদ্মাবতী)

১.৯ আরোহিলে (= আরোহণ করলে) : শতে এক যায় যার আছে ধর্ম্ম নেম।
আরোহিলে বহিত্রে কুশল আর ক্ষেম।।
পৃ. ৭৮ (পদ্মাবতী)

২.০ আশ্বাসিয়া (= আশ্বস্ত ক'রে) : নিত্য শুক যায় আইসে কুমার কুমারী পাশে

আশ্বাসিয়া দোহাকে সান্ত্বায়।

পৃ. ১০৬ (পদ্মাবতী)

২.১ আশ্বাসিয়া (= আশ্বস্ত ক'রে) : হস্তী হোন্তে হয় চড়ি রত্নসেন বীর।
আশ্বাসিয়া সকল বাহিনী কৈল স্থির।।

পৃ. ১৫৩ (পদ্মাবতী)

২.২ আশীর্বাদি (= আশীর্বাদ ক'রে) : আশীর্বাদি বিপ্রে নৃপে কৈল নিবেদন।
কোন ব্যক্তি শুকে করে প্রাণ সমাপণ।।

পৃ. ৬৩ (পদ্মাবতী)

২.৩ ইচ্ছিবে (= ইচ্ছা করবে) : ঘরের রমণী দিয়া সম্পদ সম্মান।
এমত ইচ্ছিবে কোন অধম অজ্ঞান।।

পৃ. ১৪৯ (পদ্মাবতী)

২.৪ ইচ্ছিলা (= ইচ্ছা করল) : নৃপতি কহিলা যবে ইচ্ছিলা মরণ।
যার প্রতি স্নেহ তারে করহ স্মরণ।।

পৃ. ৯৬ (পদ্মাবতী)

২.৫ ইচ্ছিলে (= ইচ্ছা করলে) : মরিতে ইচ্ছিলে তবে হিন্দু সৈন্যগণ।
তার সঙ্গে যুঝিয়া মরিব কোন জন।।

পৃ. ১৮৪ (পদ্মাবতী)

২.৬ ইচ্ছিলেন্ত (= ইচ্ছা করলেন) : পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেন্ত নিজরূপ করিতে প্রচার।।

পৃ. ৪৭ (পদ্মাবতী)

২.৭ উচ্চারিয়া (= উচ্চারণ ক'রে) : প্রথমে গণেশ শব্দ ব্রহ্মা শব্দ লইয়া।
গীতের আরম্ভ করে রাগ উচ্চারিয়া।।

পৃ. ১৫৬ (পদ্মাবতী)

২.৮ উজাড়িল (= উজাড় করল) : পাইলুঁ বসন্ত ঋতু করিয়া আরতি।
কোন জনে উজাড়িল এমন বসতি।।

পৃ. ৮৬ (পদ্মাবতী)

২.৯ উত্তরিল (= উত্তরণ করলেন) : হেন মতে এক মাস চলি বনবাট।
উত্তরিল গিয়া যথা সমুদ্রের ঘাট।।
পৃ. ৭৭ (পদ্মাবতী)

৩.০ উদ্দেশিয়া (= উদ্দেশ ক'রে) : পন্থ উদ্দেশিয়া গুরু ধরএ কাণ্ডার।
নিজ বলে বাহিলে সমুদ্র হএ পার।।
পৃ. ৭৩ (পদ্মাবতী)

৩.১ উদ্ধারা (= উদ্ধার হল) : তাত মাতা পুত দ্বারা বন্ধু যত
সঙ্কট কাল না উদ্ধারা।
এক নিরঞ্জন জগজন সেবন
আপদ-তাবণ-হারা।
পৃ. ৬১ (পদ্মাবতী)

৩.২ উদ্ধারিতে (= উদ্ধার করতে) : তবে লক্ষ অশ্ববার করিয়া সঙ্গতি।
ত্রাতৃবর উদ্ধারিতে গেলা যুদ্ধপতি।।
পৃ. ১৯০ (পদ্মাবতী)

৩.৩ উদ্ধারিব(= উদ্ধার করব) : এবে রাহু ভেদি আমি উদ্ধারিব সূর।
খণ্ডিব তোমার মনে দুঃখের অঙ্কুর।।
পৃ. ১৭৪ (পদ্মাবতী)

৩.৪ উদ্ধারিয়া (= উদ্ধার ক'রে) : আয়ু শেষ থাকে যদি নৃপ উদ্ধারিয়া।
নানা সুখ নির্বাহিব গৃহতে আসিয়া।।
পৃ. ১৭৮ (পদ্মাবতী)

৩.৫ উপজিল(= উৎপত্তি হল) : তখনে পার্বতী মনে উপজিল দয়া।
কিছু সত্য বুঝিবারে বিরচিল মায়া।।
পৃ. ৮৯ (পদ্মাবতী)

৩.৬ উপমিব (= উপমিত করব) : কোন বস্তু দিয়া কবি উপমিব তারে।
যাহার বসতি হৈছে চক্ষের মাঝারে।।
পৃ. ৭২ (পদ্মাবতী)

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ উপাড়ি (= উৎপাটন ক'রে) : সাহার মনেত যদি ক্রোধ উপজিব।
পর্বত উপাড়ি তিলে সমুদ্র ভরিব।।
পৃ. ১৪৯ (পদ্মাবতী)

৩.৮ উপাড়িয়া (= উৎপাটন ক'রে) : মহাগড় পর্বত ইঙ্গিতে দেয় ফেলি।
বক্ষ উপাড়িয়া ঝাড় দেন্ত মুখে তুলি।।
পৃ. ৫৭ (পদ্মাবতী)

৩.৯ উপেক্ষিয়া (= উপেক্ষা ক'রে) : শুনিয়া তোমার রূপ হইয়া পাগল।
প্রাণ উপেক্ষিয়া আইল নগর সিংহল।।
পৃ. ৮২ (পদ্মাবতী)

৪.০ ক্ষেমিব (= ক্ষমা করব) : যদ্যপি করিছ দোষ সকল ক্ষেমিব।
রাজ্যদান ধন দিয়া তোহারে তুষিব।।
পৃ. ১৮৫ (পদ্মাবতী)

৪.১ ক্ষেমিবা (= ক্ষমা করবে) : অজানিত অপরাধ ক্ষেমিবা আমার।
ক্ষেমাশীলাধিক তুমি সংসার মাঝার।।
পৃ. ১০১ (পদ্মাবতী)

৪.২ ক্ষেমিবা (= ক্ষমা করবে) : অবলা দোষের ঘর সদা করে রোষ।
ক্ষেমিবা আমারে চাহি কৈল্যে কোন দোষ।।
পৃ. ১৩০ (পদ্মাবতী)

৪.৩ গঠিছে (= গঠন করেছে) : হিঙ্গুল মিশ্রিত কুন্দিয়াছে ক্ষীর সার।
নিজ করে যতনে কি গঠিছে করতার।।
পৃ. ৬৯ (পদ্মাবতী)

৪.৪ গঠিছে (= গঠন করেছে) : চারিদিকে চারি স্তম্ভ ফটিক উজ্জ্বল।
নানা বর্ণ মূর্তি তাতে গঠিছে নির্মল।।
পৃ. ১১৩ (পদ্মাবতী)

৪.৫ গঠিল (= গঠন করল) : যথা যথা গড় ফুটিয়াছে গোলাঘাতে।
পূর্ব প্রায় দঢ় করি গঠিল তুরিতে।।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ. ১৫৫ (পদ্মাবতী)

৪.৬ গ্রহিতে (= গ্রহণ করতে) : সেই রক্তে পত্রে লেখি শুকেত সঁপিল।
গ্রহিতে শুকের চক্ষু রাতুল হইল।।
পৃ. ৯২ (পদ্মাবতী)

৪.৭ গ্রাসিল (= গ্রাস করল) : শুনি পদ্মাবতী মুখ হইল মলিন।
রাহুএ গ্রাসিল যেন চন্দ্র প্রভাহীন।।
পৃ. ৬০ (পদ্মাবতী)

৪.৮ চিকিৎসিতে (= চিকিৎসা করতে) : চিকিৎসিতে বৈদ্যকুল হৈল আকুল।
নিকটেত নাহি তার ঔষধের মূল।।
পৃ. ৭২ (পদ্মাবতী)

৪.৯ চিন্তিতে (= চিন্তা করতে) : কপটে মারিব শত্রু আছে শাস্ত্ররীত
সর্বথায় উচিত চিন্তিতে নিজ হিত।
পৃ. ১৬০ (পদ্মাবতী)

৫.০ চিন্তিবা (= চিন্তা করবে) : কভু না চিন্তিবা তুমি আমার অহিত।
নিশ্চয় তোমার বাক্য মোর অলঙ্ঘিত।।
পৃ. ৮২ (পদ্মাবতী)

৫.১ চিৎকারিয়া (= চিৎকার ক'রে) : চিৎকারিয়া শব্দ ছাড়ি করিকুল ধায়।
মণ্ডিয়া আপন সৈন্য ভঙ্গ দিয়া যায়।।
পৃ. ১৮১ (পদ্মাবতী)

৫.২ জন্মিছে (= জন্মলাভ করেছে) : কন্যা গৃহে জন্মিছে অবশ্য বিভা দিবা।
হেন যোগ্য জামাতা কোথাত পাইবা।।
পৃ. ১০০ (পদ্মাবতী)

৫.৩ জনমিল (= জন্মগ্রহণ করল) : এক পুত্র এক কন্যা সংসারেত ধন্যা ধন্যা
জনমিল নৃপতি সম্ভব।
পৃ. ৪৮ (পদ্মাবতী)

৫.৪ জনমিল (= উদ্ভব হল) : যার হৃদে জনমিল প্রেমের অঙ্কুর।

মুক্তি পদ পায় সেই সভান ঠাকুর।।

পৃ. ৫২ (পদ্মাবতী)

৫.৫ জন্মিল (= জন্মলাভ করল) : সকল দ্বীপের মাঝে শ্রেষ্ঠ সেই রাণী।
তাহাতে জন্মিল কন্যা দ্বাদশ বরণী।।

পৃ. ৫৭ (পদ্মাবতী)

৫.৬ জিজ্ঞাসি(= জিজ্ঞাসা ক'রে) : কি ফল জিজ্ঞাসি আমা কুলশীল কথা।
এ বলিয়া হাসে যোগী করি হেঁট মাথা।।

পৃ. ৯৬ (পদ্মাবতী)

৫.৭ জিজ্ঞাসিলা (= জিজ্ঞাসা করলেন) : আখেট নির্বাহি যদি নৃপ আইল ঘর।
জিজ্ঞাসিলা হীরামণি না দেখি পিঞ্জর।।

পৃ. ৬৪ (পদ্মাবতী)

৫.৮ জিজ্ঞাসিলে (= জিজ্ঞাসা করলে) : যেই গুণী বিনি জিজ্ঞাসিলে কহে কথা।
সে বাক্য মাটির তুল্য হয় যথা তথা।।

পৃ. ৬৩ (পদ্মাবতী)

৫.৯ জিজ্ঞাসিয়া (= জিজ্ঞাসা ক'রে) : কহিল সকলে মিলি নৃপতি জাগাও।
মনের আরতি কিবা জিজ্ঞাসিয়া চাও।।

পৃ. ৭২ (পদ্মাবতী)

৬.০ জিনিলা (= জয় করলে) : শুকে বলে শুন নৃপ ভাগ্য অখণ্ডিত।
সাহসে জিনিলা তুমি বিক্রম-আদিত।।

পৃ. ৭৯ (পদ্মাবতী)

৬.১ ঝঙ্কারিল (= ঝঙ্কার দিয়ে উঠল) : এ বলিয়া শঙ্খ শিঙ্গা ঘন পূরে সান।
ঘোর শব্দ ঝঙ্কারিল দেবতার স্থান।।

পৃ. ৮০ (পদ্মাবতী)

৬.২ ঠমকি [= ঠমক > ঠমকি (নাচের এক প্রকার ভঙ্গি বা ধরন)] :
ক্ষেণে ক্ষেণে মন্দ গতি চলন ঠমরু।
ঠমকি ঠমকি চলে ভঙ্গিমা সুচারু।।

পৃ. ৭১ (পদ্মাবতী)

৬.৩ তরাও (= পার কর, উদ্ধার কর) : এবে ত্রিজগত সাঞি তুমি বিনে গতি নাই
তরাও আপনা নাম গুণে।

পৃ. ১৩৭ (পদ্মাবতী)

৬.৪ ত্যাগিয়া(= ত্যাগ ক'রে) : আহা প্রভু কোথা গেলে আমারে ছাড়িয়া।
বীর হইয়া নিজ নারী দুঃখেত ত্যাগিয়া।।

পৃ. ১৩৪ (পদ্মাবতী)

৬.৫ তুষিয়া (= তুষ্ট ক'রে) : মোর কথা শুনিয়া তুষিয়া দ্বিজবর।
নৃপতি রাখিল আমা করিয়া আদর।।

পৃ. ১০০ (পদ্মাবতী)

৬.৬ ত্যেজি (= ত্যাগ ক'রে) : শিশুকালে স্বামী ত্যেজি গেল পরদেশ।
পতি অন্বেষণে ফিরি ধরি যোগী বেশ।।

পৃ. ১৬৬ (পদ্মাবতী)

৬.৭ তেজিল (= ত্যাগ করল) : ভুরু ভঙ্গ দেখি কাম হইলা অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুম শরধনু।।

পৃ. ৬৭ (পদ্মাবতী)

৬.৮ তেজিয়া(=ত্যাগ ক'রে) : বাউ আরোহণ করে ধরণী তেজিয়া।
যথা প্রভু ইচ্ছা যায় নিমেষে চলিয়া।।

পৃ. ৫৭ (পদ্মাবতী)

৬.৯ ত্যাজিয়া (= ত্যাগ ক'রে) : মালতী ভ্রমরা প্রায় হইয়া বিয়োগী।
রাজ্যপাট ত্যজিয়া হইয়া যাইব যোগী।।

পৃ. ৬১ (পদ্মাবতী)

৭.০ নাচিছে (= নাচ করছে) : নাচিছে চাচরি সঙ্গে তিল যথা রহে।
তথাত ফাগুর ধূলি অন্ধ সম হএ।।

পৃ. ৮৪ (পদ্মাবতী)

৭.১ নিকালিতে [= নিকাল অর্থাৎ বহিষ্কার করা (বহিষ্কার করে দিতে)] :

Dhaka University Institutional Repository

শুনি নৃপ ক্রোধ মনে আজ্ঞা কৈল ততক্ষণে
দেশ হোন্তে বিপ্র নিকালিতে।

পৃ. ১৪৩ (পদ্মাবতী)

৭.২ নিজুজিছে (= নিয়োজিত করেছে) : ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিজুজিছে সভাকারে।
একের কর্তব্য আনে করিতে না পারে।।

পৃ. ৪৬ (পদ্মাবতী)

৭.৩ নিযুজিলা (= নিয়োজিত করল) : যেমত আরম্ভে পূর্বে আনিলেক শিলা।
তার দশগুণ করি সৈন্য নিযুজিলা।।

পৃ. ১৫৫ (পদ্মাবতী)

৭.৪ নিন্দিয়া (= নিন্দা ক'রে) : কম্বুবর নিন্দিয়া কণ্ঠের পরিপাটি।
নির্মল সুচারু বক্ষ সিংহ জিনি কটি।।

পৃ. ৫০ (পদ্মাবতী)

৭.৫ নিবারিল(= নিবারণ করল) : শুক সঙ্গে নিবারিল নির্বন্ধ কথন।
পঞ্চমী পূজা হৈলে হৈব দরশন।।

পৃ. ৮২ (পদ্মাবতী)

৭.৬ নির্বাহিল(= নির্বাহ করল) : এহিমতে রত্নসেন পদ্মাবতী পারে।
ষট্ঋতু নির্বাহিল নানা ভোগ রসে।।

পৃ. ১২২ (পদ্মাবতী)

৭.৭ নিবেদিলা (= নিবেদন করল) : পুনরপি নিবেদিলা অমাত্য সকল।
শুভক্ষণে যাত্রা হৈলে কার্য্যেত কুশল।।

পৃ. ৭৪ (পদ্মাবতী)

৭.৮ নিবেদিয়ে (= নিবেদন ক'রে) : হেন রীতি আছএ নিবেদিয়ে মহারাজ।
জম্বুক অহেরে যাইতে সিংহরাজ সাজ।।

পৃ. ৯৫ (পদ্মাবতী)

৭.৯ নিমন্ত্রিয়া (= নিমন্ত্রণ ক'রে) : সাক্ষাতে যাইতে লাজ-ভয়-যুক্ত মন।
নিমন্ত্রিয়া আনি হেথা পূজিমু চরণ।।

পৃ. ১৫৮ (পদ্মাবতী)

৮.০ নির্মিব (= নির্মাণ করব) : কন্যাকে নির্মিব হেন বিধি অনুমানি।
অতিরূপে সৃজিলেন্ত চম্পাবতী রাণি।।
পৃ. ৫৮ (পদ্মাবতী)

৮.১ নির্মিল (= নির্মাণ করল) : সঙ্গী বলে: শুন রাণী মোর নিবেদন।
রমণী নির্মিল প্রভু পুরুষ কারণ।।
পৃ. ১১৫ (পদ্মাবতী)

৮.২ নির্মিলা (= নির্মাণ করলেন) : নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভূবন নির্মিলা।।
পৃ. ৪৭ (পদ্মাবতী)

৮.৩ নিরক্ষি (= নিরীক্ষা ক'রে) : নিরক্ষি সকল লোকে বলে ধন্য।
এক অশ্ব পরাজিতে পারে সর্ব সৈন্য।।
পৃ. ১০২ (পদ্মাবতী)

৮.৪ নিরক্ষিতে (= নিরীক্ষণ করতে) : আর আঁখি হেরে সাহা তা সবার ভিতে।
মন উচাটন ধরাহর নিরক্ষিতে।।
পৃ. ১৬০ (পদ্মাবতী)

৮.৫ নিরক্ষিয়া (= নিরীক্ষা ক'রে) : তবে আসি হেটমুখে ছায়া নিরক্ষিয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ হানি ফেলিল কাটিয়া।।
পৃ. ১০২ (পদ্মাবতী)

৮.৬ পরশিলে (= স্পর্শ করলে) : মণ্ডপের অন্তরে স্থাপিছে চারি স্তম্ভ।
পরশিলে পাপ হরে, পুণ্য আরম্ভ।।
পৃ. ৭৯ (পদ্মাবতী)

৮.৭ পরশিয়া(= স্পর্শ ক'রে) : পুনঃ পুনঃ তিনবার প্রণাম করিয়া।।
পরশিয়া দেব-পাদ মাঙ্গিলেক বর।
পৃ. ৮৪ (পদ্মাবতী)

৮.৮ পরাজিতে (= পরাজিত করতে) : নিরক্ষি সকল লোকে বলে ধন্য ধন্য।

এক অশ্ব পরাজিতে পারে সর্ব সৈন্য।।

পৃ. ১০২ (পদ্মাবতী)

৮.৯ পরীক্ষিয়া (= পরীক্ষা ক'রে) : পরীক্ষিয়া নাড়িকা চাহিল গুণিগণে।
নিরমল চন্দ্র সূর্য আপনা ভুবনে।।

পৃ. ৭২ (পদ্মাবতী)

৯.০ পরীক্ষিয়া (= পরীক্ষা ক'রে) : পরীক্ষিয়া নানা মতে চাহিল সিংহল নাথে
নানা বিদ্যা পারগ সুজ্ঞান।

পৃ. ১০৬ (পদ্মাবতী)

৯.১ পারাইয়া (= পার হয়ে) : দুর্গম কঠিন পন্থে বহু দুঃখ পাইয়া।
সেই দ্বীপে গেলেন্ত সাগর পারাইয়া।।

পৃ. ৬১ (পদ্মাবতী)

৯.২ পূজিতে (= পূজা করতে) : পদ্মাবতী আসিবেক পূজিতে মহেষ।
তথা দরশন হৈব শুন উপদেশ।।

পৃ. ৭৯ (পদ্মাবতী)

৯.৩ পূজিতে (= পূজা করতে) : আনন্দিত সকলে পূজিতে ঋতুপতি ।
পূজাস্থানে যাইতে কন্যারে হৈল মতি।।

পৃ. ৮৩ (পদ্মাবতী)

৯.৪ পূজিতে (= পূজা করতে) : ভুমি শির দিয়া গোরা কৈলা নিবেদন।
পদ্মাবতী রাণী আইল পূজিতে চরণ।।

পৃ. ১৭৯ (পদ্মাবতী)

৯.৫ পূজিলে (= পূজা করলে) : শিবের পূজার স্থলী জান সবিশেষ।
কাম নিবারণ হএ পূজিলে মহেষ।।

পৃ. ৭১ (পদ্মাবতী)

৯.৬ পূর্ণিত (= পূর্ণ হয়ে আছে) : নানা বর্ণ উদ্যান পূর্ণিত ফল ফুল।
কুরূপ দুর্গন্ধ তথা স্বপ্ন সমতুল।।

পৃ. ৬৬ (পদ্মাবতী)

Dhaka University Institutional Repository

৯.৭ পূরিব (= পূরণ করব) : প্রেমের অবধি আজু পূরিব একান্ত।
তুরিতে মারিয়া আমা প্রাণ কর শান্ত।।
পৃ. ৯৬ (পদ্মাবতী)

৯.৮ প্রকটিল (= প্রকটিত করল বা প্রকাশ করল) :সংসারের গুণি যত গুণ প্রকটিল।
এহি সমুদ্রের এক বিন্দু না টুটিল।।
পৃ. ৪৬ (পদ্মাবতী)

৯.৯ প্রকাশিবে (= প্রকাশ করবে) : কাহার শকতি হেন আছে ত্রিজগতে।
হেন বাক্য প্রকাশিবে পিতার অগ্রেতে।।
পৃ. ৮২ (পদ্মাবতী)

১০.০ প্রকাশিমু (= প্রকাশ করব) : এহি সূত্রে কবি মহাম্মদ করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন -উক্তি।।
পৃ. ৫৪ (পদ্মাবতী)

১০.১ প্রকাশিল (= প্রকাশিত হল) : মোহন মূরতি যদি হৃদে প্রবেশিল।
ঘট পূর্ণ হই জ্যোতির্ময় প্রকাশিল।।
পৃ. ৬৬ (পদ্মাবতী)

১০.২ প্রকাশিলে (= প্রকাশিত হলে) : পুষ্পের সুগন্ধি তুল্য পদ্মিনীর তনু।
চন্দ্র জ্যোতিহীন হয় প্রকাশিলে ভানু।।
পৃ. ৬৪ (পদ্মাবতী)

১০.৩ প্রকাশিয়া (= প্রকাশিত হয়ে) : পদ্মগন্ধ প্রকাশিয়া জগৎ ভেদিল।
সেই দীপে অলিকুল পতঙ্গ হৈল।।
পৃ. ৫৮ (পদ্মাবতী)

১০.৪ প্রকাশে (= প্রকাশ পায়) : পিতা শীল নাশে হিতাহিত হাসে
শুভ কৃতি পাশে কুকৃতি প্রকাশে।
পৃ. ১৭২ (পদ্মাবতী)

১০.৫ প্রচারিতে (= প্রচার করতে) : ভাব রস পুস্তকের কথা প্রচারিতে।

পুস্তক বিশাল হয় না পারি কহিতে।।

পৃ. ১০৫ (পদ্মাবতী)

১০.৬ প্রণমিলা(= প্রণাম করলেন) : যথোচিত প্রত্যুত্তর দিয়া রত্নসেনে।

ভক্তিভাবে প্রণমিলা ধরিয়া চরণে।।

পৃ. ১৩১ (পদ্মাবতী)

১০.৭ প্রণামিলা (= প্রণাম করল) : চরণে পরিয়া দূতে নৃপ প্রণামিলা।

গলে ধরি রত্নসেন বিস্তর কান্দিলা।।

পৃ. ১৭৬ (পদ্মাবতী)

১০.৮ প্রণমিয়া(= প্রণাম ক'রে) : আশীর্বাদ কৈল বিপ্র হেটেত থাকিয়া।

প্রণমিয়া কহে রাণী ভক্তি আচরিয়া।।

পৃ. ১৪৪ (পদ্মাবতী)

১০.৯ প্রদক্ষিলা (= প্রদক্ষিণ করলেন) : শাস্ত্রের নিয়ম লই নৃপতির নন্দন।

সপ্তবার প্রদক্ষিলা বাপের চরণ।।

পৃ. ১৯৩ (পদ্মাবতী)

১১.০ প্রবেশিতে(= প্রবেশ করতে) : প্রবেশিতে চাহে সবে গড়ের ভিতর।

দ্বার বান্ধি রাখিলেক দেখি বহুতর।।

পৃ. ৯১ (পদ্মাবতী)

১১.১ প্রবেশিল (= প্রবেশ করল) : মোহন মূরতি যদি হৃদে প্রবেশিল।

ঘট পূর্ণ হই জ্যোতির্ময় প্রকাশিল।।

পৃ. ৬৬ (পদ্মাবতী)

১১.২ প্রবেশিল (= প্রবেশ করল) : ব্রাহ্মণের বাক্য সাহা হৃদে প্রবেশিল।

আনল পরশে যেন ঘৃত উনাইল।।

পৃ. ১৪৭ (পদ্মাবতী)

১১.৩ প্রবেশিলা (= প্রবেশ করল) : এতেক কহিয়া সবে গেলা নিজ ঘরে।

রত্নসেন প্রবেশিলা আপনা মন্দিরে।।

পৃ. ১২৭ (পদ্মাবতী)

Dhaka University Institutional Repository

১১.৪ প্রবেশিয়া (= প্রবেশ ক'রে) : মোহন মুরতি গেল কোথাত চলিয়া।
প্রাণ হরি নিল মোর হৃদে প্রবেশিয়া।।
পৃ. ৮৬ (পদ্মাবতী)

১১.৫ প্রবেশিয়া (= প্রবেশ ক'রে) : বিজুলী চটকে প্রবেশিয়া মহামতি।
চলিল গরুয়া লই অলক্ষিত গতি।।
পৃ. ১০৩ (পদ্মাবতী)

১১.৬ প্রবেশে (= প্রবেশ করে) : কনক মুকুর জিনি মুখ জ্যোতি সাজে।
লজ্জা পাই নলিনী প্রবেশে জল মাঝে।।
পৃ. ৬৯ (পদ্মাবতী)

১১.৭ প্রবেশে (= প্রবেশ করে) : প্রবেশে হেমন্ত ঋতু শীত অতি যায়।
পুষ্প তুল্য তাম্বুল অধিক সুখ হয়।।
পৃ. ১২১ (পদ্মাবতী)

১১.৮ প্রবোধয়ে (= প্রবোধ দেয়) : মধুর বচনে প্রবোধয়ে সব সখী।।
রোদনে কি ফল যদি উড়ে গেল পাখি।।
পৃ. ৬০ (পদ্মাবতী)

১১.৯ প্রবোধিয়া (= প্রবোধ দিয়ে) : মরিবার তরে মোরে করে পরার্থন।
তারে প্রবোধিয়া আইল তোমার চরণ।।
পৃ. ১৩৬ (পদ্মাবতী)

১২.০ প্রসবিলা(= প্রসব করলেন) : এই মতে আর এক শিশু পদ্মাবতী।
প্রসবিলা সুলক্ষণে দেবী ভাগ্যবতী।।
পৃ. ১৯১ (পদ্মাবতী)

১২.১ প্রসারিল(= প্রসারিত করল) : নৃপতি আদেশ কৈল মুকল পিঞ্জর।
আইস বুলিয়া নৃপ প্রসারিল কর।।
পৃ. ১০০ (পদ্মাবতী)

১২.২ প্রসারিয়া (= প্রসারিত ক'রে) : এ সকল প্রত্যক্ষে কপালে প্রসারিয়া।
প্রশস্তি বন্দনা কৈল সূর্পেত থুইয়া।।

পৃ. ১০৭ (পদ্মাবতী)

১২.৩ বর্জিয়া (= বর্জন ক'রে) : নিত্য গড় বর্জিয়া চলএ শশী সূর।
নতুবা বাজিলে মাত্র হএ রথ চুর।।

পৃ. ৫৬ (পদ্মাবতী)

১২.৪ বঞ্চে (= অতিবাহিত করে) : কলপ সমান মাত্র বিরহ রজনী।
সখীগণ সঙ্গে বঞ্চে কহিয়া কাহিনী।।

পৃ. ৮০ (পদ্মাবতী)

১২.৫ বর্ণিব (= বর্ণনা করব) : অরুণ লুকিত যেন আপনার জ্যোতে।
সমদৃষ্টি চাহিতে নারি বর্ণিব কেমতে।।

পৃ. ৬৭ (পদ্মাবতী)

১২.৬ বধিতে (= বধ করতে) : যোগী হইয়া যেই জনে করে হেন কর্ম।
বধিতে উচিত নহে না লইয়া মর্ম।।

পৃ. ৯৪ (পদ্মাবতী)

১২.৭ বন্দিল (= বন্দনা করল) : মহাতাপ ফুলঝুরি দীপক অলেখা হেরি
দিয়টী বন্দিল বহুতর ।

পৃ. ১০৮ (পদ্মাবতী)

১২.৮ বরিল (= বরণ করল) : বালি বিনু সুগ্রীবে বরিল তারাবতী।
তথাপি সংসার মাঝে তারা মহামতী।।

পৃ. ১৭৩ (পদ্মাবতী)

১২.৯ বরিষে (= বর্ষণ করে) : ললাট দুআজ শশী পিযূষ বরিষে হাসি
কটাক্ষে মোহিত যুবাকুল।

পৃ. ৪৮ (পদ্মাবতী)

১৩.০ বরিষে (= বর্ষণ করে) : বচন কহিতে মাত্র অমিয় বরিষে।
নহে মৌন হই থাকে পরম হরিষে।।

পৃ. ৬৩ (পদ্মাবতী)

১৩.১ বিকশে (= বিকাশ লাভ করে) : উজ্জ্বল দিবস হৈল তামসী রজনী ।

সঙ্কুচিত হই দুঃখে বিকশে নলিনী।।

পৃ. ৯৭ (পদ্মাবতী)

১৩.২ বিচারি (= বিচার ক'রে) : বিচারি পাইলে দোষ অক্ষর শুধিও।

না বুঝিয়া আমার কবিত্ব না দুষিও।।

পৃ. ১০৫ (পদ্মাবতী)

১৩.৩ বিচারিতে (= বিচার করতে) : শুনিয়া সিংহল-নাথ হরষিত মন।

শাস্ত্র বিচারিতে আজ্ঞা করিল তখন।।

পৃ. ১০৩ (পদ্মাবতী)

১৩.৪ বিচারিয়া (= বিচার ক'রে) : তিন লোক বিচারিয়া মনে কৈল সার।

প্রেমের তুলনা দিতে বস্তু নাহি আর।।

পৃ. ৬৬ (পদ্মাবতী)

১৩.৫ বিচারিয়া (= বিচার ক'রে) : কহিলুঁ রূপের কথা দেখতে বিদিত।

গুণ বিচারিয়া এবে বুঝহ চরিত।।

পৃ. ১০০ (পদ্মাবতী)

১৩.৬ বিদারিয়া (= বিদারণ ক'রে) : শাখাপত্র বিদারিয়া সমূলে বিনাশে।

প্রবোধ না মানে চিত্ত ধৈরজ-অঙ্কুশে।।

পৃ. ৮০ (পদ্মাবতী)

১৩.৭ বিনাশে (= বিনাশ ক'রে) : শাখাপত্র বিদারিয়া সমূলে বিনাশে।

প্রবোধ না মানে চিত্ত ধৈরজ-অঙ্কুশে।।

পৃ. ৮০ (পদ্মাবতী)

১৩.৮ বিবরিয়া(= বর্ণনা ক'রে) : কি নাম নৃপতি কোন মত সেই দেশ।

বিবরিয়া কহ পুনি কথা সবিশেষ।।

পৃ. ৬৬ (পদ্মাবতী)

১৩.৯ বিরাজে (= বিরাজ করে) : যে কিছু করম পাঠ বিফল যে হেন নাট

সেই পুনি অন্তরে বিরাজে।

পৃ. ৬১ (পদ্মাবতী)

১৪.০ বিলাপিলা (= বিলাপ করল) : পদ্মাবতী পতি দুঃখে যত বিলাপিলা।
পুস্তক বাড়এ হেতু তাকে না লিখিলা।।
পৃ. ১৮৭ (পদ্মাবতী)

১৪.১ বিসর্জিয়া (= বিসর্জন দিয়ে) : নিপতিত গোর্খ শিষ্য প্রেমমদ পিয়া।
জীবন স্বর্গেত গেল তনু বিসর্জিয়া।।
পৃ. ৮৫ (পদ্মাবতী)

১৪.২ বিসর্জিয়া (= বিসর্জন দিয়ে) : মেলানি করিলা শুক জন্মভূমি গিয়া।
যোগ ভাবি স্বর্গে গেল তনু বিসর্জিয়া।।
পৃ. ১২২ (পদ্মাবতী)

১৪.৩ বিস্মরিল (= বিস্মৃত হল) : পাইয়া ভুগত মনে জন্মিলেক সুখ।
বিস্মরিল পন্থেত পাইল যত দুখ।।
পৃ. ৬০ (পদ্মাবতী)

১৪.৪ ভেদি (= ভেদ ক'রে) : এবে রাহু ভেদি আমি উদ্ধারিব সূর।
খণ্ডিব তোমার মনে দুঃখের অঙ্কুর।।
পৃ. ১৭৪ (পদ্মাবতী)

১৪.৫ ভেদিতে(= ভেদ করতে) : সাজি আইসে বীরবর ভেদিতে রসের ঘর
আজি সত্য যুবতি সংগ্রাম।
পৃ. ১০৯ (পদ্মাবতী)

১৪.৬ ভেদিল(= ভেদ করল) : পদ্মগন্ধ প্রকাশিয়া জগৎ ভেদিল।
সেই দীপে অলিকুল পতঙ্গ হৈল।।
পৃ. ৫৮ (পদ্মাবতী)

১৪.৭ ভক্ষিব (= ভক্ষণ করবে) : নতুবা রউক পক্ষ মাসেক পর্য্যন্ত।
পাষাণ ভক্ষিব হেন কার আছে দন্ত।।
পৃ. ৯২ (পদ্মাবতী)

১৪.৮ ভ্রমে (= ভ্রমণ করে) : কমল সৌরভ জিনি অঙ্গের সুবাস।
অনুক্ষণ মধুকর ভ্রমে তার পাশ।।

পৃ. ১৪৬ (পদ্মাবতী)

১৪.৯ ভ্রমিতে (= ভ্রমণ করতে) : পুনি ভাবি দেশে দেশে বিচারিয়া চাম।
ভিক্ষা ছলে ভ্রমিতে প্রভুরে যদি পাম।।

পৃ. ১৬৬ (পদ্মাবতী)

১৫.০ ভ্রমিব (= ভ্রমণ করব) : আজু সে টুটিব কায়া পিঞ্জরের বন্ধ।
আজু প্রাণপক্ষী মুক্ত ভ্রমিব সচ্ছন্দ।।

পৃ. ৯৬ (পদ্মাবতী)

১৫.১ ভ্রমিবারে (= ভ্রমণ করতে) : সপ্তখণ্ড গ্রহ সপ্ত বৈকুণ্ঠ দোসর।
ভ্রমিবারে ক্ষুদ্র বাট আছএ বিস্তর।।

পৃ. ৫৭ (পদ্মাবতী)

১৫.২ ভ্রমিয়াছি (= ভ্রমণ করেছি) : সপ্তদ্বীপ ভ্রমিয়াছি বিদ্যার কারণ।
তেকারণে নাম ধরি রাঘব চেতন।।

পৃ. ১৪৬ (পদ্মাবতী)

১৫.৩ ভূষিরেক (= ভূষিত করলেন) : নানা আভরণে তনু ভূষিলেক সব।
পরিল বিচিত্র বেশ মদন সৌরভ।।

পৃ. ৮৩ (পদ্মাবতী)

১৫.৪ যুঝিতে (= যুদ্ধ করা) : প্রথমে বাহির হইয়া যুঝিতে উচিত ।
তয়ে পরাজয় মাত্র দৈব নিয়োজিত।।

পৃ. ১৫২ (পদ্মাবতী)

১৫.৫ যুঝিবেক (= যুদ্ধ করবে) : গড়পতি যুঝিবেক গড়ের ভিতরে।
কাহার পরাণে তারে কি করিতে পারে।।

পৃ. ১৫৪ (পদ্মাবতী)

১৫.৬ যুঝিল (= যুদ্ধ করল) : সেই যুদ্ধে অসি হস্তে আপনি যুঝিল।
দারুণ বিশাল শেল অঙ্গে পরশিল।।

পৃ. ১৯০ (পদ্মাবতী)

১৫.৭ রাজে (= বিরাজ করে) : নাসা সুললিত শুকচঞ্চুজিত সুচারু বেসর রাজে।

তড়িত জড়িত তারক লোলিত দেখিলুঁ চান্দের মাঝে।।

পৃ. ১১০ (পদ্মাবতী)

১৫.৮ রুষিল (= রুষ্ট হল) : কুমুদিনী বচনে রুষিল পদ্মাবতী।
ধাঞি বুলি হেন বাক্য করহ বিগতি।।

পৃ. ১৭২ (পদ্মাবতী)

১৫.৯ লংঘিয়া (= লঙ্ঘন ক'রে) : জলধি পর্বত কিংবা গহন কানন।
সকল লংঘিয়া যাই যথা লএ মন।।

পৃ. ১২৬ (পদ্মাবতী)

১৬.০ লক্ষিতে (= লক্ষ করতে) : সিদ্ধা মূর্তি দেখি নৃপ-অঙ্গ পুলকিত।
লক্ষিতে লাগিল সব সিদ্ধার চরিত।।

পৃ. ৮৯ (পদ্মাবতী)

১৬.১ লক্ষিতে (= লক্ষ করতে) : সেই কিবা আন কেহ লক্ষিতে না পারি।
ভেদ নাই অপ্সরা কিবা নরনারী।।

পৃ. ১৬১ (পদ্মাবতী)

১৬.২ লক্ষিয়া (= লক্ষ ক'রে) : এথা নৃপতির সব লক্ষিয়া চরিত ।
শ্রীঘ্র আইল হীরামনি কুমারী বিদিত।।

পৃ. ৯৭ (পদ্মাবতী)

১৬.৩ লঙ্ঘি (= লঙ্ঘন ক'রে) : লঙ্ঘি বনখণ্ড বাট উত্তরিলা সিন্ধু ঘাট
নৌকা দিলা নৃপ গজপতি।

পৃ. ৫৩ (পদ্মাবতী)

১৬.৪ লঙ্ঘি (= লঙ্ঘন ক'রে) : নৃপতির আজ্ঞা লঙ্ঘি সিন্ধ দিয়া উঠে।
তস্করের শাস্তি তাহে কিছু নাহি টুটে।।

পৃ. ৯৪ (পদ্মাবতী)

১৬.৫ লঙ্ঘিছে (= লঙ্ঘন করছে) : মর্কটে লঙ্ঘিছে সিন্ধু ভাবি অশ্ববার।
নেউটিয়া রহিলেক ধরণি মাঝার।।

পৃ. ১০২ (পদ্মাবতী)

Dhaka University Institutional Repository

১৬.৬ লঙ্ঘিতে (= লঙ্ঘন করতে) : লঙ্ঘিতে নারিল সিংহলের অশ্ববার।
এহি মতে যোগীরা জিনিল তিনবার।।
পৃ. ১০৩ (পদ্মাবতী)

১৬.৭ শোভে (= শোভা পায়) : তনুত কুসুম্ভী চীর মুখেত তাম্বুল।
রতনে জড়িত কর্ণে শোভে কর্ণফুল।।
পৃ. ৫৫ (পদ্মাবতী)

১৬.৮ সংহারিয়া (= সংহার ক'রে) : সর্বারম্ভে তথা গিয়া দেবপাল সংহারিয়া
যুদ্ধে ক্ষত আইল নৃপতি।
পৃ. ৫৩ (পদ্মাবতী)

১৬.৯ সঙ্কল্পিছে (= সঙ্কল্প করেছে) : বিশেষ তোমার প্রতি সঙ্কল্পিছে প্রাণ।
হত্যা লই কার্য্য নাহি দেও ইচ্ছা দান।।
পৃ. ৮৯ (পদ্মাবতী)

১৭.০ সঙ্কল্পিয়া(= সঙ্কল্প ক'রে) : সুখ সঙ্কল্পিয়া কৈলুঁ দুঃখের সম্বল।
তবে পদ দিলুঁ পন্থ নগর সিংহল।।
পৃ. ৭৭ (পদ্মাবতী)

১৭.১ সন্তোষিল (= সন্তুষ্ট করল) : বহুধনে সন্তোষিল রক্ষীগণ মন।
মুখ্য মুখ্য আমাত্যরে দিলা বহু ধন।।
পৃ. ১৭৯ (পদ্মাবতী)

১৭.২ সমর্পিমু (= সমর্পণ করব) : কন্যার বৈভব দেখি ভাবে নরনাথে।
এতেক সম্পদ সমর্পিমু কার হাতে।।
পৃ. ৪৯ (পদ্মাবতী)

১৭.৩ সমর্পিমু (= সমর্পণ করব) : মনে গর্ব করে রাজা আমি ইন্দ্রতুল।
কাকে সমর্পিমু কন্যা না জানিএ মূল।।
পৃ. ৫৮ (পদ্মাবতী)

১৭.৪ সমর্পিল (= সমর্পণ করল) : সজল নয়ানে কন্যা পত্র সমর্পিল।
মনের রহস্য পুনি কহিতে লাগিল।।

পৃ. ৯৩ (পদ্মাবতী)

১৭.৫ সমর্পিল (= সমর্পণ করল) : সজল নয়নে রাজা কন্যা সমর্পিল।
বলে "মোর প্রাণ আজ তোমা হস্তে দিল।।

পৃ. ১১২ (পদ্মাবতী)

১৭.৬ সমর্পিলা (= সমর্পণ করল) : পদ্মিনী মাগিতে রত্নসেন তারে দিলা।
ব্যাঘ্র হস্তে যেহেন মৃগকে সমর্পিলা।।

পৃ. ১৬৩ (পদ্মাবতী)

১৭.৭ স্মরি (= স্মরণ ক'রে) : খেণে শ্বাস ডুবি হএ জীবনে নৈরাশ।
খেণে রূপ স্মরি ছাড়ে দীঘল নিঃশ্বাস।।

পৃ. ৭২ (পদ্মাবতী)

১৭.৮ স্মরিল (= স্মরণ করল) : দুঃখিনীর দুঃখ কথা শুনে হেন নাই।
কান্দি কান্দি করজোড়ে স্মরিল গোঁসাই।।

পৃ. ১২৪ (পদ্মাবতী)

১৭.৯ সম্বারিয়া(= সম্বরণ ক'রে) : মন পরিচয় অমনেত মন দিয়া।
পঞ্চ ভূতসিদ্ধি দশ বাউ সম্বারিয়া।।

পৃ. ৭৩ (পদ্মাবতী)

১৮.০ সম্বোধিয়া (= সম্বোধন ক'রে) : শুক সম্বোধিয়া নৃপ করিল পুছার।
পদ্মাবতী বিবরণ কহ শুনি সার।।

পৃ. ৬৫ (পদ্মাবতী)

১৮.১ সম্ভাষিতে (= সম্ভাষণ করতে) : নৃপ সম্ভাষিতে আসি একত্র মর্তণ্ড শশী
সঙ্গে করি তারকা নিকর।

পৃ. ৪৮ (পদ্মাবতী)

১৮.২ সম্ভাষিয়া(= সম্ভাষণ ক'রে) : সৈন্যের সাজন দেখি সব শিষ্যগণ।
সম্ভাষিয়া কহে কথা গুরুর চরণ।।

পৃ. ৯৫ (পদ্মাবতী)

১৮.৩ সৃজিল (= সৃজন করল) : করতারে নিজ অংশ সৃজিল মানব।

Dhaka University Institutional Repository

দেব নর সমাগম অতি অসম্ভব।।

পৃ. ৮৯ (পদ্মাবতী)

১৮.৪ সৃজিলেন্ত (= সৃজন করলেন) : সৃজিলেন্ত আগুন পবন জল ক্ষিতি।
নানারঙ্গে সৃজিলেন্ত করি নানা ভাতি।।

পৃ. ৪৫ (পদ্মাবতী)

১৮.৫ সৃজিয়াছে (= সৃজন করেছেন) : করতার সৃজিয়াছে জগ অপরূপ।
এক হন্তে একজন ধিক গুণে রূপ।।

পৃ. ৬৪ (পদ্মাবতী)

১৮.৬ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : যে কিছু কহিল হরে মনেত স্মরিয়া তারে
উঠ আসি গড়ের উপর।

পৃ. ৯৩ (পদ্মাবতী)

১৮.৭ স্মরিয়া (= স্মরণ ক'রে) : কুল না স্মরিয়া যদি আমা ভাব ভিন।
সকলের উপরে আছএ এই দিন।।

পৃ. ১৫০ (পদ্মাবতী)

১৮.৮ স্থাপিছে (= স্থাপন করেছে) : চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ।
তান মধ্যে স্থাপিছে রত্ন সিংহাসন।।

পৃ. ৫৭ (পদ্মাবতী)

১৮.৯ স্থাপিছে (= স্থাপন করেছে) : মণ্ডপের অন্তরে স্থাপিছে চারি স্তম্ভ।
পরশিলে পাপ হরে পুণ্য অবলম্ব।।

পৃ. ৭৯ (পদ্মাবতী)

১৯.০ স্থাপিল (= স্থাপন করল) : ছাইলেক হাট বাট স্বর্ণ পাটাম্বরে।
পূর্ণ ঘট কদলী স্থাপিল দ্বারে দ্বারে।।

পৃ. ১০৬ (পদ্মাবতী)

১৯.১ সম্বরিল (= সম্বরণ করল) : ঈষৎ হাসিয়া নৃপ ক্রোধ সম্বরিল।
হিরামণি আনিতে তখনে আজ্ঞা দিল।।

পৃ. ১০০ (পদ্মাবতী)

১৯.২ সম্বরিয়া (= সম্বরণ ক'রে) ; মূর্চ্ছা সম্বরিয়া যদি জাগিয়া উঠিল।
প্রতি লোমকূপে যেহ্ন বিশিখ ফুটিল।।
পৃ. ৯২ (পদ্মাবতী)

১৯.৩ সাধিছে (= সাধন করেছে) : পূর্বজন্মে কোন তপ সাধিছে অসীম।
কার ভুজে সমর্পণ হৈব হেন গিম।।
পৃ. ৬৯ (পদ্মাবতী)

১৯.৪ সান্তরিতে (= সাঁতার দিতে) : গুণের সমুদ্র সান্তরিতে নাহি কূল।
মুঞি হীনবুদ্ধি তান মহিমা অতুল।।
পৃ. ৫০ (পদ্মাবতী)

১৯.৫ সান্তাইয়া (= সান্ত্বনা দিয়ে) : মুছিয়া চক্ষের জল চুম্বিয়া কপালে।
সান্তাইয়া দুহিতারে উপদেশ বলে।।
পৃ. ১৩০ (পদ্মাবতী)

১৯.৬ সেবিও (= সেবা ক'রো) : স্বামী দয়া করে হেন গর্ব না করিও।
অহর্নিশি ভক্তিভাবে স্বামীকে সেবিও।।
পৃ. ১৩০ (পদ্মাবতী)

১৯.৭ হাঙ্কারিল (= হুঙ্কার দিল) : শুনিতে রকত ধার বহিল নয়নে।
হিরামণি শুক হাঙ্কারিল ততক্ষণে।।
পৃ. ৯২ (পদ্মাবতী)

১৯.৮ হাঙ্কারিলা (= হুঙ্কার দিল) : পদ্মাবতী সব সখীগণ হাঙ্কারিলা।
রাজসুতা পাত্রসুতা সব আনাইলা।।
পৃ. ৮৩ (পদ্মাবতী)

(চ) 'অন্নদামঙ্গল'- রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় :

ভারতচন্দ্র রায় -এর ' অন্নদামঙ্গল '-এর "মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান " (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত) বইটি থেকে আমরা এর কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করেছি ; যা নিচে উপস্থাপন করা হল :

Dhaka University Institutional Repository

১.১ আরম্ভিলা (= আরম্ভ করলেন) : সীতা তপোবনে রৈলা কুশ লব পুত্র হৈলা
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা।

পৃ. ৯৮ (অন্নদামঙ্গল)

১.২ আরম্ভিলা (= আরম্ভ করল) : পৌষ মাঘ ফাল্গুন বঞ্চিয়া সুখসার।
চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার।।

পৃ. ৯৮ (অন্নদামঙ্গল)

১.৩ আরম্ভিলা (= আরম্ভ করল) : অন্নপূর্ণা পূজা আরম্ভিলা মজুন্দার ।

পৃ. ৯৯ (অন্নদামঙ্গল)

১.৪ আরোহিলা (= আরোহণ করল) : বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী উপর।

পৃ. ৩৩ (অন্নদামঙ্গল)

১.৫ আরোহিয়া (= আরোহণ ক'রে) : গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।

পৃ. ২০ (অন্নদামঙ্গল)

১.৬ আলাপিয়া [= আলাপ করে অর্থাৎ গানের সুর (বিশেষত রাগরাগিণী) ভাঁজে] :
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া।।

পৃ. ২৭ (অন্নদামঙ্গল)

১.৭ উত্তরিল (= উপস্থিত হল) : উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পালাইল মুরাদবাখর।।

পৃ. ০১ (অন্নদামঙ্গল)

১.৮ উত্তরিলা(= উপস্থিত হলেন) : এই রূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
উত্তরিলা ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে।।

পৃ. ১১ (অন্নদামঙ্গল)

১.৯ উদ্ধারিলা (= উদ্ধার করলেন) : বিভীষণে দিলা লঙ্কা ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা।।

পৃ. ৭৭ (অন্নদামঙ্গল)

২.০ উপজিল (= উৎপন্ন হল) : দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল।।

পৃ. ১২ (অন্নদামঙ্গল)

২.১ জনমিবে (= জন্মগ্রহণ করবে) : অন্নপূর্ণা কহেন আপনি।
ভয় নাহি চল রে অবনী।।
জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে।

পৃ. ১০ (অন্নদামঙ্গল)

২.২ জন্মিল (= জন্মগ্রহণ করল) : ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল।
ভবানন্দ মজুন্দার যে মতে জন্মিল।।

পৃ. ৪ (অন্নদামঙ্গল)

২.৩ জিজ্ঞাসিল (= জিজ্ঞাসা করল) :ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।।

পৃ. ১৪ (অন্নদামঙ্গল)

২.৪ জিজ্ঞাসিলা (= জিজ্ঞাসা করল) : জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাড়ীর কুশল।
চন্দ্রমুখী নিবেদিল সকলি মঙ্গল।।

পৃ. ৮৯ (অন্নদামঙ্গল)

২.৫ জিজ্ঞাসিয়া (= জিজ্ঞাসা ক'রে) : মানসিংহ বাঙ্গালার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।

পৃ. ২০ (অন্নদামঙ্গল)

২.৬ জিজ্ঞাসে (= জিজ্ঞাসা করে) : মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে।
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে।।

পৃ. ৪২ (অন্নদামঙ্গল)

২.৭ তরিলা (= পার পেল , উদ্ধার পেল) : সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়।।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ. ৪ (অন্নদামঙ্গল)

২.৮ নিবেদয়ে (= নিবেদন করে) : দাসু বাসু নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর।।
এথা হৈতে অযোধ্যা নগর কতদূর।।

পৃ. ৭৩ (অন্নদামঙ্গল)

২.৯ নিবেদিল (= নিবেদন করল) : জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাড়ীর কুশল।
চন্দ্রমুখী নিবেদিল সকলি মঙ্গল।।

পৃ. ৮৯ (অন্নদামঙ্গল)

৩.০ নিমন্ত্রিল(= নিমন্ত্রণ করল) : রাধা রাধা কহে মোহন মন্ত্রে
নিমন্ত্রিল শ্যাম মূরলীযন্ত্রে

পৃ. ৯৯ (অন্নদামঙ্গল)

৩.১ পরশিয়া(= স্পর্শ ক'রে) : পরশিয়া অন্ন সুধা ভারতের হর ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া।

পৃ. ১০৩ (অন্নদামঙ্গল)

৩.২ প্রকাশিলা (= প্রকাশ করলে) : করিয়া তপস্যা ঘোর পূজা প্রকাশিলা মোর
অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে।।

পৃ. ১০৯ (অন্নদামঙ্গল)

৩.৩ প্রকাশিয়া (= প্রকাশ ক'রে) : শহরের উপদ্রব বারণ করিয়া ।
দেখা দিলা জাহাঁগীরে মায়া প্রকাশিয়া।।

পৃ. ৬৪ (অন্নদামঙ্গল)

৩.৪ প্রকাশিয়া (= প্রকাশ ক'রে) : মায়ামৃগ রূপ হয়ে মারীচ রামেরে লয়ে
দূরে গেলা মায়া প্রকাশিয়া।।

পৃ. ৭৬ (অন্নদামঙ্গল)

৩.৫ প্রকাশিয়া (= প্রকাশ ক'রে) : বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেবমূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া।।

পৃ. ১১৬ (অন্নদামঙ্গল)

৩.৬ প্রণমিলা(= প্রণাম করলেন) : বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দদেবেরে প্রণমিলা।।

পৃ. ৩৩ (অন্নদামঙ্গল)

৩.৭ প্রণমিয়া (= প্রণাম ক'রে) : প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।

পৃ. ১৭ (অন্নদামঙ্গল)

৩.৮ প্রণমিয়া (= প্রণাম ক'রে) : বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী উপর।

পৃ. ৩৩ (অন্নদামঙ্গল)

৩.৯ প্রবেশিল (= প্রবেশ করল) : দশ অশ্বমেধ করি বৈতরণী জল তরি
বন কাটি আসি প্রবেশিল।।

পৃ. ৩৮ (অন্নদামঙ্গল)

৪.০ প্রবেশিলা (= প্রবেশ করল) : শোক দুঃখ পাপ তাপ পালাইল দূরে।
শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে।।

পৃ. ৭৯ (অন্নদামঙ্গল)

৪.১ প্রসবিলা(= প্রসব করল) : চন্দ্রমুখী প্রসবিলা তিন পুত্র ক্রমে।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে।।

পৃ. ১২ (অন্নদামঙ্গল)

৪.২ পূজিছে (= পূজা করছে) : পূজিছে তোমারে বল কি বিচারে
কি কব আমি ইহার।।

পৃ. ৬ (অন্নদামঙ্গল)

৪.৩ পূজিলে (= পূজা করলে) : জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।

পৃ. ৮ (অন্নদামঙ্গল)

৪.৪ বর্ণাইয়া (= বর্ণনা ক'রে) : চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব।
অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব।।

পৃ. ৪ (অন্নদামঙ্গল)

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ বর্ণিতে (= বর্ণনা করতে) : লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায়।
বিস্তার বর্ণিতে তার পুথি বেড়ে যায়।।
পৃ. ১২ (অন্নদামঙ্গল)

৪.৬ বধি (= বধ ক'রে) : ভাঙ্গি কুঞ্জবনে বধি যক্ষগণে
নলকূবরেরে ধরে।
পৃ. ৮ (অন্নদামঙ্গল)

৪.৭ বন্দিলা (= বন্দনা করল) : প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা।।
পৃ. ৮৩ (অন্নদামঙ্গল)

৪.৮ বরিয়া (= বরণ ক'রে) : রাজাইর ফরমানে বহিত্র বরণে।
বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে।।
পৃ. ৮৩ (অন্নদামঙ্গল)

৪.৯ বর্জ্জিয়া (= বর্জন ক'রে) : লক্ষণে বর্জ্জিয়া রাম চলিলা বৈকুণ্ঠধাম
ভারতের অসাধ্য সে কথা।।
পৃ. ৭৮ (অন্নদামঙ্গল)

৫.০. বান্ধিলা (= বাঁধল, স্থাপন করল) : কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীর সোপান।
উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান।।
পৃ. ৩ (অন্নদামঙ্গল)

৫.১ বিকাশিয়া (= বিকশিত ক'রে) : প্রতাপতপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।
পৃ. ৩ (অন্নদামঙ্গল)

৫.২ বিচারিয়া (= বিচার ক'রে) : হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।।
শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া।।
পৃ. ৯৮ (অন্নদামঙ্গল)

৫.৩. বিতরিয়া (= বিতরণ ক'রে) : মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা।।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ. ২৫ (অন্নদামঙ্গল)

৫.৪ বিবরিয়া(= বর্ণনা ক'রে) : বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
যেইরূপে সুড়ঙ্গ হইল।।

পৃ. ২০ (অন্নদামঙ্গল)

৫.৫ ভ্রমিতে (= ভ্রমণ করতে) : শুল্ক অষ্টমীতে
ভুবন ভ্রমিতে পূজা লইবার মনে ।
অন্নদা জননী
চলিলা আপনি লয়ে সহচরীগণে।।

পৃ. ৫ (অন্নদামঙ্গল)

৫.৬ সমর্পিলা (= সমর্পণ করলেন) : জননী তাঁহার সীতা রাম সুমার্দ্দার পিতা
সমর্পিলা পদে অন্নদার।।

পৃ. ৩৩ (অন্নদামঙ্গল)

৫.৭ সমাপিলা (= সমাপন বা সমাপ্ত করল) : যাইতে ছোটরা কাছে মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর।।

পৃ. ৯৫ (অন্নদামঙ্গল)

৫.৮ সমাপিয়া (= সমাপ্ত ক'রে) : সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান।
সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান।।

পৃ. ৮৪ (অন্নদামঙ্গল)

৫.৯ সম্ভাষিয়া (= সম্ভাষণ ক'রে) : বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকি উপর।

পৃ. ৩৩ (অন্নদামঙ্গল)

৬.০ সাঁতারিয়া (= সাঁতার দিয়ে) : সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথী।।

পৃ. ২৩ (অন্নদামঙ্গল)

৬.১ স্থাপিবে (= স্থাপন করবে) : গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে।।

পৃ. ১১৫ (অন্নদামঙ্গল)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় :

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

। এক ।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কেবল 'বিদ্রোহী কবি' ছিলেন না, তিনি 'প্রেম ও প্রকৃতির কবি'-রূপেও পরিচিত। তাই তাঁর মধ্যে আমরা একাধারে বীরত্বের দৃঢ়তা ও প্রেমের কোমলতার পরিচয় লাভ করি।[৭] তিনি যেমন বড়দের জন্য কবিতা ও গান লিখেছেন, তেমনি শিশু-কিশোরদের জন্যও অনেক মজার মজার কবিতা রচনা করে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি জাগরণীমূলক প্রেম-বিদ্রোহ, দেশাত্মবোধক প্রভৃতি- বিভিন্ন প্রকারের কবিতা যেমন রচনা করেছেন, তেমনি নানা ধরনের গান-গজল, লোকগীতি, হিন্দিগান, মর্সিয়াগান, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীতসহ বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এছাড়াও নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, ভাষণ, অভিভাষণ, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনাতেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট।

নজরুল তাঁর কাব্যে পৌরাণিক শব্দ, আরবি-ফার্সি ও বাংলা শব্দ প্রয়োগের পাশাপাশি 'নামধাতু-রূপে' প্রযুক্ত শব্দের ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যেও এভাবে 'নামধাতু-রূপে' প্রযুক্ত শব্দের ব্যবহারের বিষয়টি প্রচলিত ছিল। নজরুল তাঁর কাব্যে দক্ষতার সঙ্গে এর সফল প্রয়োগ করেছেন।

বাংলাসাহিত্যের অন্যতম যুগ-স্রষ্টা কবি এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নবজাগরণের বাণীবাহক ও বিদ্রোহী চেতনার অনন্যসাধারণ রূপকার কাজী নজরুল ইসলামের বর্ণাঢ্য জীবন, তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা, আলোচনা-সমালোচনা ও মূল্যায়ন এবং নজরুলপ্রতিভার কাজ বহুদিন ধরেই চলে আসছে। নজরুলের সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা সময়ে নানারকম কাজ সম্পাদিত হয়েছে। যেমন: তাঁর বিদ্রোহী সত্তা, প্রেমসত্তা, কাব্যচেতনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে। আমার গবেষণাকর্মের মাধ্যমে নজরুলের শব্দপ্রয়োগের একটি বিশিষ্ট দিক্ উন্মোচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার গবেষণাকর্মের নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, নজরুল রচিত সাহিত্যে শব্দপ্রয়োগের একটি অসাধারণ দিক্ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায়। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে, পাঠকের সম্মুখে তাঁর প্রতিভার একটি নতুন দিক্ উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

। দুই ।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে দক্ষতার সঙ্গে বাংলা শব্দ প্রয়োগের পাশাপাশি পৌরাণিক শব্দ ও আরবি-ফার্সি শব্দের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন । এ ছাড়াও তিনি তাঁর কাব্যে 'নামধাতু-রূপে' প্রযুক্ত শব্দের ব্যবহার করেছেন । আমাদের অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ক'- অংশে তাঁর 'নামধাতু-রূপে' প্রযুক্ত শব্দের ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। শব্দের 'নামধাতু-রূপে'-এ বিষয়টি যে মধ্যযুগের কাব্যেও প্রচলিত ছিল যা আমাদের অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'খ'-অংশে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে । সে আলোচনায় মধ্যযুগের বিশিষ্ট ছয়জন কবির সাহিত্যে কীভাবে 'নামধাতু-রূপে' প্রযুক্ত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে । নজরুলের কাব্যে ব্যবহৃত 'নামধাতু-রূপে' প্রযুক্ত শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মধ্যযুগের ছয়জন কবির ছয়টি কাব্যে ব্যবহৃত 'নামধাতু-রূপে' প্রযুক্ত শব্দের একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

<u>নজরুল কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দাবলী</u>	<u>মধ্যযুগের ছয়জন কবি কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দাবলী</u>
১. আগুলিয়া	আগুলিয়া (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)
২. উচ্চারিয়া	উচ্চারিয়া (আলাওল)
	উচ্চারি (শাহ মুহম্মদ সগীর)
৩. উদ্ধারিবে	উদ্ধারিব (আলাওল)
৪. উদ্ধারিলে	উদ্ধারিল (বড়ু চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র রায়, শাহ মুহম্মদ সগীর)
৫. উপাড়ি	উপারি (আলাওল)
৬. উলসিয়া	উলসিলী (বড়ু চণ্ডীদাস)
৭. ক্ষমিও	খেমিলা (শাহ মুহম্মদ সগীর)
	ক্ষেমিল (মুকুন্দরাম)
	ক্ষেমিব (আলাওল)

৮.	গরজিয়া	গরজিলী (বড়ু চণ্ডীদাস)
৯.	গ্রাসে	গ্রাসিল (আলাওল)
১০.	চিৎকারিয়া	চিৎকারিয়া (আলাওল)
১১.	চুমবে	চুম্বিয়া (শাহ মুহম্মদ সগীর)
		চুম্বে (শ্রীরায় বিনোদ)
১২.	ছলিতে	ছলিতে (শাহ মুহম্মদ সগীর)
১৩.	জনমিয়া	জনমিল (আলাওল)
		জন্মিল (ভারতচন্দ্র রায়)
১৪.	জিজ্ঞাসিছে	জিজ্ঞাসিতে (শাহ মুহম্মদ সগীর)
		জিজ্ঞাসেন (মুকুন্দ রাম)
		জিজ্ঞাসিয়া (আলাওল , ভারতচন্দ্র)
১৫.	ঝঙ্কারিবে	ঝঙ্কারিল (আলাওল)
১৬.	ঝলকে	ঝলকে (শাহ মুহম্মদ সগীর)
১৭.	ঠমকি	ঠমকি (আলাওল)
১৮.	তরে	তরাও (আলাওল)
১৯.	তরিবার	তরিব (শ্রীরায় বিনোদ)
২০.	ত্যজি	তেজি (বড়ু চণ্ডীদাস)
		ত্যজি (শাহ মুহম্মদ সগীর)
		তেজিয়া (মুকুন্দরাম , আলাওল)

২১. ত্রাসে	ত্রাসে (আলাওল)
২২. দলি	দলিল (বড়ু চণ্ডীদাস)
২৩. নাশিতে	নাশীতে (মুকুন্দরাম)
২৪. নিবারি	নিবারিলোঁ (বড়ু চণ্ডীদাস)
	নিবারিল (মুকুন্দরাম , আরাওল)
২৫. নির্মিয়াছি	নির্মাইছোঁ (শ্রীরায় বিনোদ)
২৬. নির্মিল	নির্ম্মিল (বড়ু চণ্ডীদাস)
	নির্মিল (শাহ মুহম্মদ সগীর , আলাওল)
	নিরমিল (মুকুন্দরাম)
২৭. পরশিতে	পরশি (শাহ মুহম্মদ সগীর)
	পরশিয়া (আলাওল , ভারতচন্দ্র)
২৮. পূজিয়া	পূজিছে (ভারতচন্দ্র)
২৯. পূজিবে	পূজিতে (আলাওল)
৩০. পূজে	পূজে (মুকুন্দরাম)
৩১. প্রণমিয়া	প্রণমিয়া (শাহ মুহম্মদ সগীর, শ্রীরায়
	বিনোদ,আলাওল,ভারতচন্দ্র)
৩২. প্রকাশিলে	প্রকাশিলে (আলাওল, ভারতচন্দ্র)
	প্রকাশিছে (মুকুন্দরাম)

৩৩.	প্রচারিল	প্রচারিতে (আলাওল)
৩৪.	প্রবেশিনু	প্রবেশিল (শ্রীরায় বিনোদ)
৩৫.	বর্জি	বর্জি (শাহ মুহম্মদ সগীর)
		বর্জিয়া (আলাওল , ভারতচন্দ্র)
৩৬.	বর্ণিতে	বর্ণিতে (শাহ মুহম্মদ সগীর, ভারতচন্দ্র)
		বর্ণিয়া (মুকুন্দরাম)
		বর্ণিব (আলাওল)
৩৭.	বধিবে	বধিলে (মুকুন্দরাম)
		বধি (ভারতচন্দ্র)
৩৮.	বধিতে	বধিতে (শাহ মুহম্মদ সগীর, আলাওল)
৩৯.	বন্দিল	বন্দিআঁ (বড়ু চণ্ডীদাস)
		বন্দিল (শাহ মুহম্মদ সগীর, আরাওল, ভারতচন্দ্র)
৪০.	বন্দিছে	বন্দয়ে (মুকুন্দরাম)
৪১.	বরষিছে	বরিষে (শাহ মুহম্মদ সগীর,মুকুন্দরাম)
৪২.	বরি	বরিয়া (ভারতচন্দ্র)
		বরিল (আলাওল)
		বর (শ্রীরায় বিনোদ)
৪৩.	বিকশি	বিকশে (আলাওল)

৪৪.	বিকশিয়া	বিকশিয়া (ভারতচন্দ্র)
৪৫.	বিকানু	বিকাএ (বড়ু চণ্ডীদাস)
৪৬.	বিদারিয়া	বিদারিয়া (মুকুন্দরাম)
		বিদারিলা (শাহ মুহম্মদ সগীর)
৪৭.	বিনাশে	বিনাশে (আলাওল)
৪৮.	বিলসিয়া	বিলসিল (বড়ু চণ্ডীদাস)
৪৯.	বিসর্জিয়া	বিসর্জিল (শাহ মুহম্মদ সগীর)
		বিসর্জিয়া (আলাওল)
৫০.	ভেদি	ভেদি (আলাওল)
৫১.	ভ্রমি	ভ্রমিহ (বড়ু চণ্ডীদাস)
		ভ্রমি (শাহ মুহম্মদ সগীর)
		ভ্রমিতে (মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র)
		ভ্রমিব (আলাওল)
৫২.	যুঝিবে	যুঝিবেক (আলাওর)
৫৩.	রচিল	রচিয়া (মুকুন্দরাম)
৫৪.	রাজে	রাজে (আলাওল)
৫৫.	বিরাজে	বিরাজে (আলাওল)
৫৬.	রোধিবে	রোধিব (বড়ু চণ্ডীদাস)

৫৭.	রুষিছে	রোষিব (বড়ু চণ্ডীদাস)
		রুষিল (আলাওল)
৫৮.	রেঙে	রঙ্গিল (শাহ মুহম্মদ সগীর)
৫৯.	লভিল	লভিল (শাহ মুহম্মদ সগীর , বড়ু চণ্ডীদাস)
		লভিলে (মুকুন্দরাম)
৬০.	লঙ্ঘিতে	লঙ্ঘিতে (আলাওল)
		লঙ্ঘিব (বড়ু চণ্ডীদাস)
		লঙ্ঘিঅ (শাহ মুহম্মদ সগীর)
৬১.	শোভে	শোভে (বড়ু চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, আলাওল)
৬২.	সংহারিয়া	সংহারিল (শাহ মুহম্মদ সগীর)
		সংহারিয়া (আলাওল)
৬৩.	সম্ভাষিছে	সম্ভাষিয়া (ভারতচন্দ্র)
৬৪.	স্মরি	স্মরি (আলাওল, শাহ মুহম্মদ সগীর)
৬৫.	স্মরিয়া	স্মরিয়া (মুকুন্দরাম, আলাওল)
৬৬.	সমর্পিয়া	সমর্পিল (শাহ মুহম্মদ সগীর)
		সমর্পিমু (আলাওল)
৬৭.	সাঁতারিয়া	সাঁতরি (মুকুন্দরাম)
		সাঁতারিয়া (ভারতচন্দ্র)

৬৮.	সাঁতরিতে	সান্তরিতে (আলাওল)
৬৯.	সৃজিব	সৃজিব (শাহ মুহম্মদ সগীর)
৭০.	সৃজিলে	সৃজিল (শাহ মুহম্মদ সগীর, আলাওল)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় :

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১

তথ্যপঞ্জি

১. দ্রষ্টব্য : রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা, পৃ. ১ ।

২. মুজফ্‌ফর আহমদ, 'নজরুল সাহিত্য', পৃ. ৮০(খ), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'নজরুল সমীক্ষণ' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ।

৩. দ্রষ্টব্য : আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর ।

৪. দ্রষ্টব্য : প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৯।

৫. রফিকুল ইসলাম, 'নজরুল ইসলাম ও আমরা' , মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'নজরুল সমীক্ষণ গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ।

৬. দ্রষ্টব্য : আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর, পৃ. ২৪ ।

৭. দ্রষ্টব্য : কাজী মোতাহার হোসেন 'মানুষের কবি নজরুল', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'নজরুল সমীক্ষণ' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ২

নজরুলকাব্যে নামধাতু-রূপে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বর্ণানুক্রমিক তালিকা :

শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা	শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা
অর্জিতে	৭	উথলিল	১০
অর্জিলে	৭	উথলে	৬৫
অনুরণনে	৭	উদসে	১১
অনুরণি	৬৫	উদ্‌গারে	১১
অবহেলি	৭	উদ্ধারিবে	১১
অর্পিবে	৭	উদ্ধারিলে	১১
আগুলিয়া	৭	উদ্ভাসিয়া	১২
আবরিয়া	৭	উদিবে	১২
আলিঙ্গিয়া	৭	উদিলে	১২
আস্ফালিয়া	৮	উদ্বেলিয়া	১৩
উগারি	৮	উপাড়ি	১৩
উচ্চারিবে	৬৫	উলসিয়া	১৪
উচ্চারিয়া	৮	উল্লম্ফিয়া	১৪
উচ্ছ্বসি	৮	এগোবার	৬৫
উছলিয়া	৯	কুহরি	১৪
উছলিয়া	৬৫	কুহরিল	১৪
উছসি	৯	ক্ষমিও	১৪
উতলি	১০	ক্ষরবে	৭১
উতারি	১০	গমকি	১৫
উত্তরিও	১০	গরজিয়া	১৫
উৎক্ষেপি	১০	গরজিছে	৬৫
উথলি	১০	গর্জেছে	১৫

Dhaka University Institutional Repository

শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা	শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা
গুণগনিয়ে	১৪	ছলি	২৬
গুঞ্জরি	৬৫	ছলিতে	২৬
গুঞ্জরি	১৯	ছাপি	২৫
গুঞ্জরিয়া	২০	ছেদি	২৫
গুঞ্জে	১৯	ছেদিয়া	২৫
গুমরি	১৬	জনমিয়া	২৬
গুমরিয়া	১৬	জন্মিবে	২৬
গুমরে	৬৬	জাপটি	২৬
গ্রাসিতে	১৭	জিজ্ঞাসিছে	২৬
গ্রাসিয়াছি	১৭	ঝঙ্কারিবে	২৮
গ্রাসে	১৭	ঝঙ্কারে	২৮
গোঙিয়ে	৬৬	ঝনকে	২৮
ঘর্ষি	২১	ঝনকিছে	২৮
ঘুর্ণিয়া	২১	ঝলকিছে	২৮
ঘোষিল	২১	ঝলকে	২৮
ঘোষে	২১	ঝলমলিয়ে	৬৬
চম্‌কি	২২	ঝিলমিলিয়ে	২৬
চম্‌কে	২২	ঝাপটি	২৭
চমকিয়ে	৬৬	ঝাপটিয়া	২৭
চিৎকারি	২৪	ঝুরিয়া	২৭
চিৎকারিয়া	২৪	ঝুরে	২৭
চুম্‌বে	২৫	টগবগিয়ে	২৮
চুমি	২৪	ঠমকি	২৯
চুমে	২৫	তরাইতে	২৯
চূর্ণি	২৫	তরিতে	২৯

Dhaka University Institutional Repository

শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা	শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা
তরিবার	২৯	নিপীড়িয়া	৩৪
তরিয়ে	২৯	নিবারি	৬৪
তরে	২৯	নিবারিতে	৩৪
ত্যজি	২৯	নিবেদিয়া	৬৭
ত্যজিলাম	৬৬	নির্মিল	৩৫
ত্যজিয়া	৩০	নির্মিয়াছি	৩৫
ত্রাসে	৩০	নিশ্বসি	৩৪
থমকি	৩০	নিঃশ্বসিয়া	৩৪
থমকে	৩০	নিষ্কাশিয়া	৩৫
দমকি	৩২	নেহারি	৩৫
দমকে	৩২	নেহারিব	৩৫
দলি	৩২	পরশিতে	৩৫
দলিয়াছ	৩২	পশিয়া	৩৫
দাপটি	৩২	পূজতে	৩৬
দাপটিয়া	৩২	পূজবে	৩৬
ধমকি	৩৪	পূজিবে	৩৬
ধসিয়া	৩২	পূজিয়া	৩৬
ধ্বনিছে	৩২	পূজিনু	৩৭
ধ্বনিবে	৩২	পূজে	৩৭
ধ্বনিল	৩২	প্রকাশি	৩৭
ধ্বনিয়া	৬৭	প্রকাশিতে	৩৭
নাশিবে	৩৪	প্রকাশিলে	৩৭
নাশিতে	৩৪	প্রচারিল	৩৮
নাশিলে	৩৪	প্রণমামি	৩৭
নির্ঘোষে	২২	প্রণমিয়া	৩৭

Dhaka University Institutional Repository

শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা	শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা
প্রবেশিনু	৩৮	বিকশিল	৬৮
প্রবেশিবে	৩৮	বিকশিয়া	৪১
ফেনাইয়া	৩৮	বিকানু	৪১
ফুকারি	৩৮	বিদারিয়া	৪২
ফুকারিয়া	৩৮	বিনাশিতে	৪২
বকিছে	৬৭	বিনাশে	৪২
বকেছেন	৬৭	বিরাজে	৬৮
বর্জি	৩৮	বিলসিয়া	৪২
বর্ণিতে	৩৯	বিষাইয়া	৬৮
বধিতে	৩৯	বিষিয়ে	৪২
বধিবে	৩৯	বিসর্জিয়া	৪২
বন্দিছে	৩৯	বিস্ফারি	৪৩
বন্দিতে	৬৮	বেরোয়নি	৬৮
বন্দিল	৩৯	ভেদি	৪৩
বরষিছে	৩৯	ভেদি	৬৮
বরষিছে	৬৮	ভেদিয়া	৪৩
বর্ষেছে	৬৮	ভ্রমি	৪৪
বরি	৩৯	মর্মরি	৪৪
বরিছে	৩৯	মর্মরিবে	৪৪
বরিয়া	৪০	মর্মরিয়া	৪৪
ব্যথিয়া	৪০	মর্মরিয়া	৬৯
ব্যথিয়ে	৬৭	মুঞ্জরিল	৪৪
বাহিরিয়া	৪০	মুঞ্জরে	৪৪
বিকশি	৪০	মূরছিয়া	৪৪
বিকশিল	৪১	যাচি	৪৫

Dhaka University Institutional Repository

শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা	শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা
যাচে	৪৫	রুধিতে	৫২
যাচ্‌বে	৪৫	রুধিতে	৬৯
যাপিয়া	৪৭	রুষিছে	৫২
যুঝ্‌বে	৪৭	রেঙ্গে	৫২
যুঝিছে	৪৭	রেঙ্গে	৭০
যুঝিবে	৪৭	রোধিবে	৫১
রক্ষিতে	৪৮	লঙ্ঘিতে	৫৬
রচিছে	৪৮	লভি	৫৫
রচিল	৪৮	লভিল	৫৫
রণি	৪৯	লভিবে	৫৫
রণিবে	৪৯	লুটাইয়া	৫৬
রণিয়া	৬৯	লুণ্ঠিয়া	৫৬
রণিয়ে	৪৯	শাসিবে	৫৮
রণিয়ে	৬৯	শিহরিছে	৫৮
রণে	৪৯	শুষিল	৫৮
রাজিছে	৫০	শোভে	৫৮
রাজিল	৫০	শোভিবে	৫৮
রাজে	৫০	শোষিছে	৫৯
বিরাজে	৫০	শ্বসল	৫৭
রাঙ্গালি	৫২	শ্বসিবে	৫৭
রাঙ্গাবার	৭০	দীর্ঘশ্বসি	৫৭
রাঙ্গিবে	৫৪	শ্বসিয়া	৫৭
রুখিয়া	৫১	শ্বসে	৫৭
রুধবার	৬৯	সংহারিয়া	৫৯
রুধিবে	৫২	সংহারিতে	৫৯

Dhaka University Institutional Repository

শব্দসমূহ	অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা
সঙ্কুচিয়া	৬০
সমর্পিনু	৬২
সমর্পিয়া	৬২
সাপটি	৫৯
সাঁতারিয়া	৬২
সাঁতরিতে	৬৩
সিনানি	৫৯
সম্ভাষিছে	৬০
স্মরি	৬০
স্মরিয়া	৬০
সঞ্চারি	৬১
সঞ্চারিয়া	৬১
সঞ্চরে	৬২
স্বনিছে	৬২
স্বনিল	৬২
সৃজিতে	৬৩
সৃজিব	৬৩
সৃজিলাম	৬৩
সৃজিলে	৬৩

পরিশিষ্ট ৩

সহায়ক রচনাপঞ্জি

ক. গ্রন্থপঞ্জি

- 'অজানা নজরুল' শেখ দরবার আলম, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৮৮।
- কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা, রফিকুল ইসলাম, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৮৯।
- 'কাজী নজরুল ইসলাম (জন্মশতবর্ষ)' ওয়াকিল আহমেদ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০।
- কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহমদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৬৫।
- 'গদ্য-শিল্পী নজরুল' সৈকত আসগর, আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯।
- 'চির উন্নত শির' সম্পাদক: অভীক ওসমান, ড. শিরীন আখতার, ২০০০।
- 'চিরঞ্জীব নজরুল' মাহমুদ নূরুল হুদা, সুবর্ণ, ১৯৮৭।
- 'জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম' কল্পতরু সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. ১৯৯২।
- 'তোমার সাম্রাজ্যে, যুবরাজ' সম্পাদক : হায়াৎ মাহমুদ ও জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, সাহিত্যিকা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।
- নজরুল ইসলাম : কালজ-কলোত্তর, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।
- 'নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ' নজরুল ইন্সটিটিউট ১৯৯১।
- 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ১৯৬৯।
- 'নজরুল : ঔপনেবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি' আতাউর রহমান, নজরুল ইন্সটিটিউট ১৯৯৩।
- 'নজরুল কাব্য সমীক্ষা' আতাউর রহমান, প্রকাশক: শুভ্রা প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ। পঞ্চম সংস্করণ : মে ১৯৯৭।
- 'নজরুল কাব্য পরিচয়' শ্রী মধুসূধন বসু।
- 'নজরুল কাব্যে আরবি ফারসি শব্দ' আব্দুস সত্তার, নজরুল ইন্সটিটিউট ১৯৯২।
- নজরুলগীতি (অখণ্ড), আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫।
- 'নজরুল চরিতমানস' ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭।
- 'নজরুল চেতনা' মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৬।

- 'নজরুল দর্শন' কবীর চৌধুরী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২।
- নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, আবদুল কাদির, সম্পাদনায় : শাহাবুদ্দীন আহমদ, নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮৯।
- 'নজরুল প্রবন্ধ সংকলণ' মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, সাহিত্যমালা : ঢাকা, ১৯৯৬।
- 'নজরুল প্রসঙ্গে' রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট ১৯৯৮।
- 'নজরুল বীক্ষণ' মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, প্রকাশক : নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। প্রকাশকাল : ১১ জৈষ্ঠ, ১৪০৯।
- 'নজরুল বর্ণালী' আতোয়ার রহমান, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৪।
- 'নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা একাডেমী: ঢাকা, ১৯৯৩।
- নজরুল রচনাবলী (১-৪ খণ্ড), আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ (নতুন সংস্করণ : সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি, আনিসুজ্জামান) ।
- 'নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা' মাহবুব হাসান, নজরুল ইন্সটিটিউট ১৯৯৭।
- নজরুল সমীক্ষণ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, ১৩৭৯।
- 'প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল - চর্চার ইতিবৃত্ত' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, নজরুল ইন্সটিটিউট, জুন ১৯৯৪।
- 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' আজাহার উদ্দিন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, ১৯৯৭।
- 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' , সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।
- 'যুগ স্রষ্টা নজরুল' খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, আল হামরা, ১৯৯৬।
- ' লোকায়ত নজরুল' সেলিম জাহাঙ্গীর, নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৭।
- 'শতবর্ষের আলোকে নজরুল' সংকলন ও সম্পাদনা : দেবেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৯।
- শ্রেষ্ঠ নজরুল (নজরুল রচনাবলীর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সংকলন), আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা , ১৯৯৬।
- 'সওগাত' যুগে নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, নজরুল ইন্সটিটিউট, জুন ১৯৮৮।

খ. প্রবন্ধসমূহ :

১) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'নজরুল সমীক্ষণ'- গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধসমূহ [প্রবন্ধসমূহ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের অন্তর্গত পারম্পর্য- অনুসারে উপস্থাপিত] :

- বাঙলা কাব্য ও কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির।
- নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস, মোতাহের হোসেন চৌধুরী।
- নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা, আতাউর রহমান।
- নজরুল ইসলাম ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।
- মিলনের দূত নজরুল ইসলাম, আবু জাফর।
- কবি নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ।
- নজরুল ইসলাম, মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার।
- কবি স্মৃতি, আনোয়ার বাহার চৌধুরী।
- নজরুল সাহিত্য, মুজফফর আহম্মেদ।
- নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু।
- যুগ প্রবর্তক কবি প্রতিভা, আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
- নজরুল মানসের এক দিক : একটি প্রশ্ন, হাসান হাফিজুর রহমান।
- শিল্পিসত্তার লালন ও নজরুল, আহসান হাবিব।
- ভক্ত নজরুল, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
- নজরুল-কাব্যে আধ্যাত্মিকতা, আবুল ফজল।
- নজরুল কাব্যে 'মুসলিম ঐতিহ্যের রুপায়ণ, মুনীর চৌধুরী।
- নজরুল ইসলামের ধর্ম, আহমদ শরীফ।
- নজরুল ইসলাম ও আমরা, রফিকুল ইসলাম।
- মানুষের কবি নজরুল, কাজী মোতাহার হোসেন।

- দেশপ্রেম ও মানবতার কবি নজরুল, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।
- মানবতার কবি নজরুল, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।
- নজরুল-সাহিত্যে নতুন ধারা, বেগম সুফিয়া কামাল।
- নজরুল কবি প্রতিভা, মুহম্মদ এনামুল হক।
- নজরুল-কাব্যে বিদ্রোহের স্বরূপ, কবীর চৌধুরী।
- নজরুল কাব্য পাঠ প্রসঙ্গে, মুস্তফা নূরউল ইসলাম।
- নজরুল ইসলাম ও তাঁর কবিতা, আনিসুজ্জামান।
- নজরুল ইসলামের কবিতা, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।
- নজরুলের কবিতা : কালের অমীমাংসিত প্রশ্নাবলী, মাজহারুল ইসলাম।
- নজরুল-দর্পণে নজরুল, শাহাবুদ্দিন আহ্মদ।
- প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি নজরুল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।
- কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় সমাজচেতনা, মাহবুবা সিদ্দিকী।
- নজরুল কাব্যে 'পুরাণ', অজিত কুমার গুহ।
- নজরুলের নটরাজ : বিশ্ব ছন্দের প্রত্নপ্রতিমা, সৈয়দ আকরম হোসেন।
- মিথ-ঐতিহ্য-চেতনা ও নজরুলের কবি মানস, রফিকউল্লাহ খান।
- নজরুলের আত্ম ও নৈরাত্ম্যবোধ, রেজাউদ্দিন স্টালিন।
- নজরুল ইসলামের কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে, সৈয়দ আলী আহসান।
- নজরুল - কাব্যে শব্দ ব্যবহার: আবেগ উদ্দীপনা অনুসঙ্গে, আবু হেনা মোস্তফা কামাল।
- নজরুল-কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ, সৈয়দ আলী আশরাফ।
- নজরুলের ভাষা-বিদ্রোহ : প্রস্তাবনা, মুহম্মদ নূরুল হুদা।
- কবিতা চিত্রকল্প : নজরুলের সিন্ধুহিন্দোল, বিশ্বজিৎ ঘোষ।

- চিত্রকল্পের সম্রাট, আব্দুল মান্নান সৈয়দ।
- নজরুল কাব্যে উপমা : শেষপর্ব, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ।
- নজরুল ইসলামের কবিতার ছন্দ, আবদুল কাদির।
- ঔপন্যাসিক নজরুল, মুহম্মদ আবদুল হাই।
- নজরুল - এর উপন্যাস, আবু রুশ্‌দ।
- নজরুলের ছোটগল্প, আতোয়ার রহমান।
- মৃত্যুক্ষুধা, রাজিয়া সুলতানা।
- নজরুলের নাটক, নীলিমা ইব্রাহীম।
- নজরুলের নাটক, আবদুল হক।
- শিশু-সাহিত্যে নজরুল, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ।
- গীতিকার নজরুল, আব্বাস উদ্দিন আহমদ।
- কাজী নজরুল ইসলামের আধুনিক গান, করুণাময় গোস্বামী।
- লোক-গীতির আঙ্গিকে নজরুল-সঙ্গীত, রশিদুন নবী।
- নজরুলের প্রবন্ধ : সমাজচৈতন্য, সিদ্দিকা মাহমুদা।
- পত্র সাহিত্যে নজরুল, সৈকত আসগর।
- নজরুলের অভিভাষণ, মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম।

২) ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত 'প্রবন্ধসমুচ্চয়'- গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহ :

- কবি নজরুলের সাহিত্যকর্ম : ইরানি সাহিত্যের প্রভাব, ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া।
- নজরুলেরকাব্যে প্রতীকীকৃত- ও অনির্দেশকসংখ্যাশব্দের ব্যবহার, ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া।
- বাংলার কারবালা বিষয়ক সাহিত্য এবং কাজী নজরুল ইসলামের 'মোহর্‌রম' কবিতা, ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ঘণ্ট

[‘ ’- চিহ্নমধ্যে ব্যক্তিনাম, “ ”- চিহ্নমধ্যে গ্রন্থনাম এবং বিবিধ শব্দ চিহ্নহীন।]

পৃষ্ঠা

‘আনোয়ার পাশা’ ৭৩

‘আলাওল’ ১০১

‘বড়ু চণ্ডীদাস’ ৭৩

‘ভারতচন্দ্র রায়’ ১২৪

‘মুকুন্দরাম চক্রবর্তী’ ৯০

‘মুহম্মদ আবদুল হাই’ ৮০

‘মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর’ ৮০

‘মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ডক্টর’ ৯৯

‘শাহ মুহম্মদ সগীর’ ৮০

‘শ্রীরায় বিনোদ’ ৯৯

‘সৈয়দ আলী আহসান’ ১০১

“অন্নদামঙ্গল” ১২৪

“ইউসুফ - জোলেখা” ৮০

“কালকেতু উপাখ্যান” ৯০

“পদ্মাপুরাণ” ৯৯

"পদ্মাবতী"	১০১
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	৭৩
কালোৎক্রান্ত	২
কালোত্তীর্ণ কবি	২
ধাত্ববয়ব প্রত্যয়	৩
ধাত্বর্থক প্রত্যয়	৩
নামধাতু	৩
প্রেমের কোমলতা	১৩২
প্রেম ও প্রকৃতির কবি	১৩২
বর্তমানের কবি	২
বীরত্বের দৃঢ়তা	১৩২
রসোত্তীর্ণ কবিতা	২
সাময়িক কবি	২